মাসুদ রানা

শয়তানের দোসর

কাজী আনোয়ার হোসেন

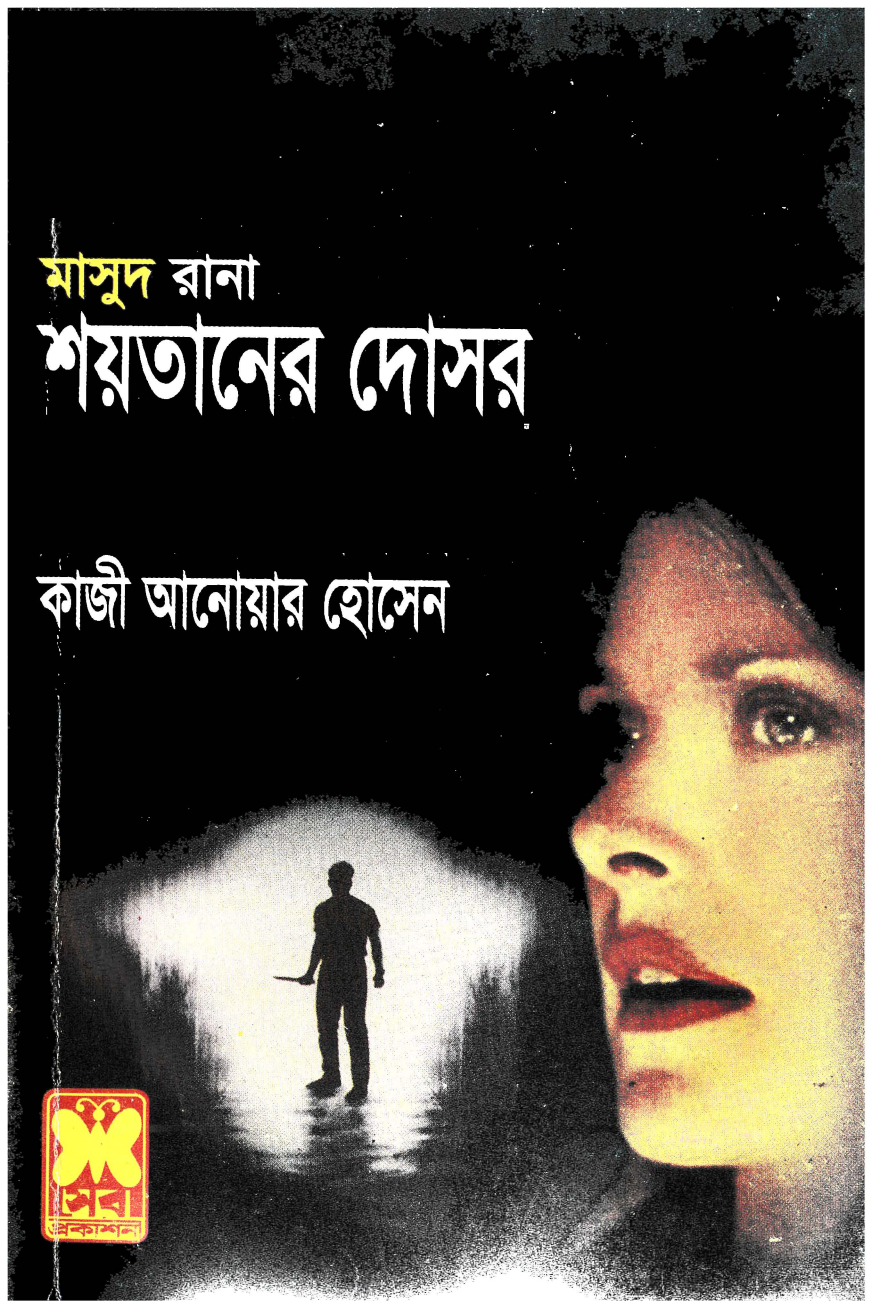

সেবা প্রকাশনী

শয়তানের দোসর

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কালো মেঘটা তিনদিনের শিশু চাঁদকে গিলে ফেলল। আরিজোনার স্যান্ড ট্যাঙ্ক পর্বতমালায় আরও জমাট বাঁধল অন্ধকার। কাছে বা দূরে, কোথাও কোন শব্দ নেই। ঢাল বেয়ে একশো গজ ওঠার পর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। আশপাশে কিছু নড়ে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

পরিত্যক্ত দুর্গটা পাহাড়চূড়ায়, ওখানে পৌঁছুতে হলে কয়েকটা কার্নিস টপকে আরও অনেক ওপরে উঠতে হবে ওকে। আবার পা বাড়াতে ছোট একটা বোল্ডারে ঠোক্কর খেলো। আর ঠিক তখনই এক পশলায় পাঁচ রাউন্ড তপ্ত সীসার বিস্ফোরণ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। ডাইভ দিয়ে পাথুরে একটা কার্নিসের নিচে পড়ল ও, ঘষা খেয়ে কনুইয়ের খানিকটা চামড়া ছিলে গেল। ঢালটা অকস্মাৎ মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে।

রানা বিমূঢ়। কারও জানার কথা নয় আজ রাতে এখানে আসছে ও। ভাড়া করা টয়োটা দু'মাইল পিছনে রেখে এমন সন্তর্পণে হেঁটে এসেছে যে নিজের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়নি। স্যান্ড ট্যাঙ্কে বিষাক্ত ট্যারান্টিউলার অভাব নেই, জুতো বেয়ে ট্রাউজারের পায়ার ভেতর ঢুকে পড়ার ভয় থাকলেও টর্চ জ্বালেনি। কিন্তু এত সাবধানে থেকেও কোন লাভ হলো না, কেউ একজন ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে!

স্যান্ড ট্যাঙ্ক পাহাড়সারি ফিনিক্স-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে, চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত লোকবসতি নেই বললেই চলে। আরও একটা ব্যাপার রানাকে বিস্মিত করছে। হঠাৎ গুলি হলো, তারপর আর কোন শব্দ বা নড়াচড়া নেই। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, কঠিন ও কর্কশ ঢালের চারপাশে চোখ বুলাল। সাবধানে কার্নিসের ওপর উঠতে যাচ্ছে, হড়কে গেল একটা পা। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল আরও এক পশলা বুলেট। হিসহিসে আওয়াজটা চিনতে পারল। এম-সিক্সটিন, আউটপুট ৫.৫৬ এমএম বুলেট।

এই অন্ধকারে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ঢাল বেয়ে ওর উঠে আসার শব্দও কেউ শুনতে পায়নি। গুলি হচ্ছে ঢাল বেয়ে একশো গজ ওঠার পর। ওকে টার্গেট করা হলেও, দু'বারই বুলেটগুলো কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে গেছে। এর একটাই অর্থ হতে পারে। ইলেকট্রনিক ভাইব্রেশন সেনসর ব্যবহার করছে ওরা—এক ধরনের ইলেকট্রনিক ওয়ার্নিং ফেন্স। কার্নিসে উঠে ছোট একটা পাথর নিল হাতে, দশ গজ ডান দিকে ছুঁড়ল। গড়ানো বন্ধ হবার আগেই গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল, পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটগুলো, একটাও টার্গেটে লাগল না।

রানা ধরে নিল, সেনসরগুলো অনুপ্রবেশ টের পেয়ে ওপরের লোকজনকে সাবধান করে দিচ্ছে। যেহেতু সেনসরের ওপর নির্ভর করছে ওরা, ধরে নিতে হয় ওদের কাছে ইনফ্রারেড স্পটিং স্কোপ নেই। খানিকটা স্বস্তিবোধ করল ও। ওকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।

কার্নিস ধরে সাবধানে এগোল রানা, ঢালে উঠছে না। রাত নামার আগে টোয়েনটি-পাওয়ার স্কোপ দিয়ে পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া কার্নিসটা আগেই দেখে রেখেছে। এই পথে দুর্গে পৌঁছুতে সময় বেশি লাগবে, তবে নিরাপদ আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হবে না। অন্ধকারে হাঁটার চেয়ে ক্রল করায় ঝুঁকি কম, সামনের পথ হাতড়ে দেখে নিচ্ছে আলগা কোন পাথর আছে কিনা। শরীরের ধাক্কায় কার্নিসের কিনারা থেকে পাথর না খসলে সেনসরগুলো ওর উপস্থিতি পিনপয়েন্ট করতে পারবে না।

সাবধানে থাকা সত্ত্বেও একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ঘষা খেলো কাঁধ, আলগা একটা পাথর পিঠ বেয়ে গড়িয়ে নামল কার্নিসের মেঝেতে, তারপর কিনারা থেকে খসে ঢালে পড়ল। ওপর থেকে আবার গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল, এবার একসঙ্গে কয়েকটা পজিশন থেকে। পাথরটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামার সময় কয়েকটা সেনসরকে উত্তেজিত করেছে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাতে নিমেষের জন্যে মাজল্-ফ্ল্যাশ দেখতে পেল রানা।

লোকগুলো ক্ষিপ্র। অত্যন্ত দ্রুত রিয়্যাক্ট করছে। প্রফেশন্যাল না হয়েই যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ক'জন ওরা? একটা স্ট্রং পয়েন্টে বারোজনের কম থাকবে না। বিশজন হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েই এখানে এসেছে রানা। একা আসার উদ্দেশ্য ছিল সারপ্রাইজ দিয়ে সুবিধে আদায়, সম্ভব হলে অসতর্ক প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়েছে। তাই বলে ফিরে যাবার কথা ভাবছে না। গত দু'বছর ধরে কবির চৌধুরীর ছেলে সম্পর্কে নানারকম উদ্বেগজনক গুজব কানে আসছে। এবারই প্রথম তার অবস্থান সম্পর্কে নিরেট একটা তথ্য পেয়েছে ও। কাজেই দুর্গে উঠে দেখতে হবে সত্যি ওখানে সে আছে কিনা। তাছাড়া, পুরানো শত্রু কেজিবির মেজর দানিয়ুবও আশপাশে থাকতে পারে। হাতে সময় কম, দিনের আলো ফোটার আগেই যা করার করতে হবে।

আধ ঘণ্টা পর বোল্ডার ছড়ানো একটা ঢাল পড়ল সামনে, এক কার্নিস থেকে আরেক কার্নিসে উঠে গেছে। দুর্গ থেকে ওপরের কার্নিসটা পরিষ্কার দেখা যায়। ইতস্তত করছে রানা। ওখানে উঠলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে ও।

একটা ডাইভারশন তৈরি করা দরকার।

ওয়েবিং বেল্ট থেকে একজোড়া গ্রেনেড বের করল। যত দূরে সম্ভব বাম দিকে ছুঁড়ল ওগুলো। দ্বিতীয় গ্রেনেড তখনও শূন্যে, কার্নিস থেকে লাফ দিয়ে ঢালে উঠল ও, কাছাকাছি বোল্ডারটার আড়ালে গা ঢাকা দিল।

প্রায় একযোগে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড দুটো। বাম দিক থেকে

একসঙ্গে গর্জে উঠল তিনটে রাইফেল। তারপর নতুন একটা শব্দ ভেসে এল–সিঙ্গেল রাউন্ড রাইফেল শট, ওর দশ গজ ডান দিকে ঢালের ওপর আঘাত করছে। সাতটা গুলি হলো, শেষ তিনটে আরও দূরে লাগল। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও, ক্রল করে ওপরে উঠছে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারফোর্স, নাসা আর আর্মির অ্যাসল্ট ট্রুপ চারদিক থেকে ছুটে আসবে। হামলাটা কি ধরনের হবে আগে থেকে বলা কঠিন। হয়তো আকাশ থেকে বোমা ফেলবে ওরা। প্রথমে দুর্গটাকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেবে, তারপর সৈন্যভর্তি হেলিকপ্টার নামাবে। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ এভিডেন্সই নষ্ট হয়ে যাবে।

রানা আশা করেছিল, ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেলে প্রতিপক্ষ পালাতে চেষ্টা করবে। তখন ধাওয়া করে দুর্গরক্ষীদের দু'একজনকে ধরবে ও। তাদেরকে জেরা করলে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু হিসাবে ওর ভুল হয়ে গেছে। এই দুর্গ তো ওদের একটা অস্থায়ী লোকেশনই হবার কথা, কাজেই ধারণা করেনি এত কঠিন ডিফেন্স সিস্টেমের সামনে পড়তে হবে ওকে।

তবে সেজন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ডিফেন্স যতই শক্তিশালী হোক, সেটা পেনিট্রেট করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে রানা। ওর সঙ্গে পুরোপুরি অটোমেটিক একটা সাবমেশিন গান রয়েছে–ইনগ্রাম মডেল টেন, গলার সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে জড়ানো। পিঠে ঝুলছে আরও একটা অটোমেটিক শটগান–চিল্ডার্স।

চিল্ডার্স মাত্র আঠারো ইঞ্চি লম্বা, ম্যাগাজিনে বিশ রাউন্ড বারো-গেইজি অ্যামুনিশন ধরে, ফুল অটোমেটিক বা সিঙ্গেল শট, দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায়।

ব্যাটল-ব্ল্যাক স্কিনসুট পরে আছে রানা, কমব্যাট ওয়েবিং বেল্টে অবশিষ্ট একজোড়া গ্রেনেড ছাড়াও রয়েছে একটা .৪৫ কোল্ট অটোমেটিক, কে-বার ফাইটিং নাইফ, ছোট কেক আকৃতির কয়েক টুকরো জেলিগনাইট, পেন্সিল টর্চ ইত্যাদি।

ক্রল করে এগোতে সময় লাগছে। সাবধানে দাঁড়াল রানা। ঢালটা তেমন খাড়া নয়, বোল্ডারগুলোও বেশ বড় আকৃতির, ওগুলোর আড়ালে থেকে হাঁটছে ও। আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমটা ওর সমীহ আদায় করে নিয়েছে, পা ফেলছে অত্যন্ত সাবধানে। আগে যেমন ধারণা করেছিল, সিস্টেমটা শুধুই 'ফেন্স' বা ঘের নয়, বরং পরস্পর-সংযুক্ত রিঙ ও প্যানেল-এর কয়েকটা সিরিজ। এ-ধরনের ওয়ার্নিং সেটআপ তৈরি করা যেমন কঠিন, তেমনি বসাতে খরচও খুব বেশি পড়ে।

কাঠখড় পোড়াবার বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা সস্তা কোন অপারেশন নয়। কোন আউটফিট যদি একটা অরবিটিং কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ইলে নক প্রযুক্তির সাহায্যে চুরি করতে পারে, চুরি করার পর

কক্ষপথ থেকে নামিয়ে আনতে পারে অ্যাটমসফিয়ারে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে সেটাকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটা হাউই-এর মত জ্বলতে দেখবে মানুষ, তাহলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে খরচ যোগাবার জন্যে বিপুল টাকার সংস্থান ওদের আছে। সবগুলো দিক বিবেচনায় রেখে এখনও রানা কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেনি কেন কেউ এ-ধরনের একটা মূল্যবান হার্ডওয়্যার ধ্বংস করে দুনিয়াজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইবে।

বোল্ডারগুলোকে পিছনে ফেলে কার্নিসে উঠল। বিশ গজ ডান দিকে কার্নিসটা ঢালের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে গেছে; ঢালটা প্রায় সমতল; দুশো ফুট বিস্তৃত, শেষ মাথায় দুর্গ। ওটা দুর্গে ওঠার সহজ পথ। তবে বিপজ্জনক। ওই ঢালে নিশ্চয়ই শুধু সেন্সর নয়, খুব সম্ভব মাইনও পোঁতা আছে।

ওদিকে না গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সরাসরি চূড়ায় ওঠার সিদ্ধান্ত নিল। চড়াইটা চল্লিশ ডিগ্রী খাড়া, ওকে পঞ্চাশ ফুট উঠতে হবে। সন্ধ্যার আগে দেখে নিয়েছে, দুর্গ-প্রাকারের গায়ে কামান বসাবার ফাঁক আছে।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটা দখল ও ধ্বংস করার জন্যে হেলিকপ্টারে করে প্রচুর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট আনতে হয়েছে ওদেরকে। পাহাড়চূড়ার সমতল অংশ এক একরের কম হবে না, কাজেই হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করাতে কোন সমস্যা হয়নি।

কার্নিস থেকে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। নিজেকে সাবধান করে দিল, ঢালটাকে নিরাপদ মনে করা বোকামি হবে। ট্রিপ-ওয়ায়্যার থাকতে পারে, অন্ধকারে দেখা যাবে না। লুকানো তারে টান পড়লে হুস করে আকাশে উঠে যেতে পারে একটা ফ্লেয়ার, কিংবা মাথার পাশে গ্রেনেডও ফাটতে পারে।

রাতটা এত নিস্তব্ধ লাগছে, রানা যেন বাস্তব জগতে নেই। ওদের আচরণ সত্যি ভারী অদ্ভুত। কি করছে ওরা? কি ভাবছে? ও এখনও কোন গুলি করেনি, ফলে ওর পজিশন সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ওরা। ওদেরকে সেনসরের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সামান্য হলেও অস্বস্তিবোধ করার কথা।

পিঠের স্ট্র্যাপ খানিকটা ঢিলে করল রানা, প্রয়োজনের সময় শটগানটা যাতে দ্রুত ঘোরাতে পারে। আবার পা ফেলল ঢালে, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল বুটে একটা তার লেগেছে। ঝট করে তুলে নিতে গেল পা, অমনি কানে ঢুকল ছোট্ট অথচ তীক্ষ্ণ চার্জ এর শব্দ। পাথরের সঙ্গে সেঁটে এল রানা, ঘাতক বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছে। পাঁচ সেকেন্ড পর মাথা তুলল ও, শুনতে পেল মাথার অনেক ওপর থেকে ভেসে আসা অতি পরিচিত 'পপ' ফ্লেয়ার।

স্থির হয়ে আছে রানা। বন্ধ চোখের ওপর একটা হাত। তারপরও প্যারাশুট ফ্লেয়ার-এর অত্যুজ্জ্বল সাদা আলোর বিস্ফোরণ চোখের পাতা ভেদ করে মণিতে আঘাত করল। বিশ সেকেন্ড পর নিভে গেল আলোটা, আঙুলের ফাঁক গলে চোখের পাতায় কোন আলো লাগছে না। চোখ খুলে কয়েক

সেকেন্ড কিছুই দেখতে পেল না ও।

কোথাও কোন শব্দ নেই। না আছে অস্ত্রের ঝনঝনানি, না কর্কশ কমান্ড, না কোন ছুটোছুটি। অদ্ভুত। লোকগুলো কি এতই অভিজ্ঞ যে নিজেদের মধ্যে কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করছে না? না কি একেবারেই আনাড়ি যোদ্ধা, কথা বলতে ভয় পাচ্ছে? ব্যাপারটা সত্যি উদ্বেগজনক। এই দু'ধরনের লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অন্ধকার আবার সয়ে এল চোখে। ঢাল বেয়ে ছুটল রানা, শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ওর সামনে একটা ঝুল-পাথর, কাজেই দুর্গ-প্রাচীর থেকে ওকে টার্গেট করা সহজ হবে না। পাথর খামচে ধরে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ও। পাঁচিলটা যখন আর দশ ফুট দূরে, থামল ও। আবার জমাট বাঁধল ভৌতিক নিস্তব্ধতা, এমন কি নিশাচর কোন পাখিও ডাকছে না। দুর্গ-প্রাকারের গায়ে কামান বসানোর ফাঁকগুলোয় বাতাস ঢুকছে, শুধু তারই শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। বাম দিকে বিশ ফুট সরে এল ও, এদিকটায় ঢাল তেমন খাড়া নয়, মাথার ওপর পাঁচিলটাও তত উঁচু নয়। ইনগ্রামটা ডান হাতে নিয়ে ফায়ার-সিলেক্টর ফুল অটোমেটিকে ঠেলে দিল, তারপর আবার উঠতে শুরু করল।

দুর্গের এত কাছে চলে এসেছে, অথচ কোন গোলাগুলি হচ্ছে না। পাঁচিলের গোড়ায় তো অবশ্যই সেনসর রাখার কথা। হাঁপাচ্ছে রানা, পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিল এখানে নিচু, তার কারণ চওড়া মাথা সহ ওপরের অংশ অনেক কাল আগেই ভেঙে গেছে। মাথা ভাঙা পাঁচিলের কিনারায় হাত রাখল ও, এক ঝাঁকিতে শরীরটা তুলে আনল ওপরে, কোন বিরতি না নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল উল্টোদিকে—শরীরটা গড়িয়ে দিল, সাবমেশিন গানের ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, অস্থির চোখ দুটো বিপদ আর টার্গেট খুঁজছে।

কিছুই নেই।

আবছা অন্ধকারে কাউকে রানা দেখতে পাচ্ছে না। দুর্গের ছাদ সম্পূর্ণ খালি, অন্তত কোন মানুষজনের ছায়ামাত্র দেখা যাচ্ছে না। সিধে হলো ও, পাঁচিল ঘেঁষে ছুটল, হাতে বাগিয়ে ধরা ইনগ্রাম। বিশ ফুট এগোবার পর একটা গান মাউন্ট দেখল, বালির বস্তার ভেতর সযত্নে বসানো। অস্ত্রটা এম-সিক্সটিন, সঙ্গে রয়েছে ছিয়াত্তর রাউন্ডের ড্রাম ম্যাগাজিন।

ইনগ্রাম নিচু করে ভুরু কোঁচকাল রানা। গান আছে অথচ গানার নেই। তারমানে কি লীডারের নির্দেশে সবাই ওরা পালিয়েছে? কিন্তু কোন পথে? পাঁচিলের কিনারা ধরে আবার ছুটল ও। দুর্গের ছাদে বা পাহাড়ের ঢালে, কেউ কোথাও নেই, সব একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

গান মাউন্টগুলো গুনল রানা। বারোটা।

ছাদের মাঝখানে একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। প্রিফ্যাব্রিকেটেড ইউনিট, পোর্টেবল, দেখতে একেবারে নতুন লাগছে। এঁকেবেঁকে ছুটল রানা, তবে কোন গুলি হলো না। দরজাটা পরীক্ষা করল, তালা দেয়া নেই। তেল লাগানো কব্জা, ধাক্কা দিতেই ভেতর দিকে নিঃশব্দে খুলে গেল কবাট।

সাউন্ডপ্রুফ ডিজেল এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে মাথার ওপর তুলল রানা। ডিজেল এঞ্জিন একটা জেনারেটর চালাচ্ছে। একপাশে অনেকগুলো ব্যাটারি সাজানো, ওগুলোর পাশে সবুজ একটা গিরগিটি, হঠাৎ আলো পড়ায় চোখ মিটমিট করছে। রানাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল ওটা, পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল বাইরে। কাঠিটা নেভার আগে একটা বালব দেখতে পেল ও, পুল-চেইন সুইচটা মাথার কাছাকাছি ঝুলছে।

সুইচটা ধরে টান দিল রানা, শেডের ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠল। ওঅর্কবেঞ্চটা বেশ লম্বা, তাতে একটা ব্রেডবোর্ড ডিভাইস দেখা যাচ্ছে, ভেতরে প্রচুর তার আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। ঝুঁকে ভেতরটা পরীক্ষা করল ও। কয়েক ডজন জটিল সুইচ সেট আর রিলে রয়েছে, সবগুলো এক কোণে রাখা কালো একটা বাক্সের সঙ্গে সংযুক্ত। কালো বাক্সটার অ্যান্টেনা আছে, বাইরে বেরিয়েছে ছোট একটা জানালা দিয়ে। আরেক কোণে আরও একটা কালো বাক্স, তাতে সুইচ সেট, রিলে ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা প্রথমটার চেয়েও বেশি।

গান মাউন্টের কাছে ফিরে এসে ভারী একটা পাথর তুলল রানা। লক্ষ করল, ছাদে গাঁথা একটা লোহার আঙটার সঙ্গে এম-সিক্সটিন শক্তভাবে আটকানো। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আরও দেখল অস্ত্রটার সঙ্গে বিশেষ ধরনের একটা ইকুইপমেন্ট রয়েছে, সেটা থেকে একজোড়া তার বেরিয়ে এসে ওর পায়ের কাছে ধুলোর ভেতর ঢুকেছে।

পাথরটা পাঁচিলের মাথা থেকে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ওটা। প্রথম কার্নিসে পড়ে লাফ দিল, তারপর আবার গড়াতে শুরু করল। হঠাৎ ওর পাশে ক্লিক করে শব্দ হলো একটা, সেই সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল এম-সিক্সটিন–এক পশলায় ছুটল পাঁচ রাউন্ড বুলেট।

হতাশায় ক্লান্ত বোধ করল রানা। ছুটোছুটি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে ওকে, সময় নিয়ে প্ল্যান তৈরি করেছে, তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পৌঁছুতে হয়েছে এখানে। কোথায়? খালি একটা দুর্গে। যেখানে ইলেকট্রনিক সেনসর আর রেডিও-রিলে-ট্রিগারড্ উইপন ছাড়া আর কিছু নেই।

সেটআপটা জটিল বলে মনে হলেও, একজন ইলেকট্রনিক জিনিয়াসের পক্ষে পানির মত সহজ। কবির চৌধুরীর ছেলে সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে রানা, তার মধ্যে একটা হলো–ইলেকট্রনিক্সে সে নাকি জাদুকর। যুক্তরাষ্ট্রের এই আরিজোনা অঙ্গরাজ্যেরই একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রনিক্স-এর ওপর মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছে সে। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে-ও নাকি বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্মভূমি ও মানব সভ্যতার উন্নতি ঘটানোকে জীবনের ব্রত হিসেবে নিতে চায়। বন্ধুমহলে রটিয়ে দিয়েছে, সে তার বাবার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে। শুধু তাই নয়, কবির

চৌধুরীর সাধনায় যারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে সে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়ে বেড়ায়। প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তার দু'চোখের বিষ। আর ব্যক্তিগতভাবে মাসুদ রানাকে সে তার সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে।

এই খালি দুর্গে সেই ইলেকট্রনিক জাদুকরের হাতের ছোঁয়া অনুভব করতে পারছে রানা। পাহাড়ের গায়ে বসানো সেনসরগুলো আসলে খুদে ব্রডকাস্টিং সেট, ভাইব্রেশন রিসিভ করে প্রিফ্যাব্রিকেটেড শেডে রাখা রেডিওতে পাঠায়, রেডিও তখন সেই মেসেজ তারের সাহায্যে নিকটতম অস্ত্রে পাঠিয়ে দেয়। রেডিও এখানে রিমোট কন্ট্রোল-এর কাজ করছে।

একটা কথা ভেবে খুঁতখুঁত করছে মন। ওকে টার্গেট করে কয়েকবার গুলি করা হয়েছে, কিন্তু একটাও লাগেনি। কেন? প্রতিবারই বুলেটগুলো কয়েক ফুট ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পাহাড় বেয়ে নাসা বা আর্মির যত লোকই উঠে আসুক, তাদের কারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না।

এত কাঠখড় পুড়িয়ে তাহলে এই আয়োজনের উদ্দেশ্যটা কি?

ছুটে আবার শেডে ফিরে এল রানা। সার্চ করতে গিয়ে প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেল না। ইকুইপমেন্টের আইডেনটিফিকেশন মার্ক, কাগজপত্র ইত্যাদি সযত্নে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও—সাড়ে তিনটে বাজে। আর আড়াই ঘণ্টা পর, ভোর হওয়ামাত্র, নাসা আর আর্মির এখানে হানা দেয়ার কথা। প্রথমে নিশ্চয়ই তারা পদাতিক বাহিনী পাঠাবে, ওরা পাহাড়ের ঢালে পজিশন নেয়ার পর হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে আক্রমণ শুরু হবে।

শেডটা আবার সার্চ করল রানা, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে। আধ ঘণ্টা পর দরজার কাছে এক টুকরো কাগজ পেল, ফ্লোরবোর্ড-এর নিচে গোঁজা ছিল। কাগজটায় কিছু সংখ্যা লেখা, এক ধরনের রাবার স্ট্যাম্প-এর ছাপও আছে, আর আছে চার অক্ষরে তৈরি শব্দের একটা সিরিজ। কাগজটা পকেটে রেখে আবার কাজ শুরু করল ও।

কালো বাক্স দুটোর ঢাকনি তুলে পরীক্ষা করল রানা, নোটবুকে সিরিয়াল ও মডেল নম্বর লিখে নিল। শেড থেকে বেরিয়ে এসে তিনটে এম-সিক্সটিনের সিরিয়াল নম্বর নোট করল। সবশেষে বালির বস্তার নিচে কিছু আছে কিনা দেখল। বস্তাগুলো আবার রেখে দিল আগের অবস্থায়, নাসা আর আর্মির লোকজন যাতে বুঝতে না পারে তাদের আগে কেউ একজন এসেছিল এখানে।

তিন নম্বর এম-সিক্সটিন গান মাউন্ট সার্চ করার সময় বালির বস্তার নিচে থেকে খালি দেশলাইয়ের একটা বাক্স পেল রানা। গায়ে ছাপা রয়েছে—পিনম্যান বার, উইনস্লো, আরিজোনা। বাক্সটা পকেটে ভরে দুর্গ থেকে নেমে আসার প্রস্তুতি নিল ও।

পাঁচিল টপকে কার্নিসে নামতে কোন সমস্যা হলো না। দু'মাইল হেঁটে গাড়ির কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে। অন্ধকারে সেনসরগুলো দেখতে পাচ্ছে না,

তবে খানিক পরপরই দুর্গের মাথা থেকে গর্জে উঠছে এম-সিক্সটিনগুলো। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ওর মাথা থেকে পনেরো-বিশ ফুট ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

চিন্তার ভারে নুয়ে আছে রানার মাথা। এ এমন একটা সময়, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ সমস্যা যখন গোটা বিশ্বকে একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গ্লাসনস্ট ও পেরেস্ত্রয়কা ব্যর্থ হবার পর ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়েছেন গর্বাচেভ, কিন্তু চারদিক থেকে ক্ষমতা ত্যাগ করার প্রবল তাগিদ সত্ত্বেও নড়ছেন না। দেশী-বিদেশী প্রভাবশালী মহলের চাপ তাঁকে দিশেহারা করে তুলেছে। আমেরিকা লোভ দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে সই করিয়ে নিলেও, কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের ভয়ে চুক্তির শর্তগুলো তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারছেন না। মূল সমস্যা, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বলে কিছুর অস্তিত্ব আর নেই। গর্বাচেভের ইচ্ছে কমিউনিজমকে তিনি রক্ষা করবেন, সোভিয়েত ইউনিয়নও অটুট রাখবেন, আবার সেই সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে অর্থনীতিরও উন্নতি ঘটাবেন। এ স্রেফ তাঁর কল্পনাবিলাস। ওদিকে বরিস ইয়েলৎসিন যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে কমিউনিজম ও গর্বাচেভের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা চালাচ্ছেন, তখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে চরমপন্থী রুশ জেনারেলরা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। ঠিক এই রকম একটা সময়ে ড. এনামুয়েল সিজার্স কবির চৌধুরীর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কেন চুরি করতে গেলেন? স্যাটেলাইটটা দখল ও ধ্বংস করে তিনি কি আসলে প্রমাণ করতে চান যে আমেরিকার 'স্টার ওঅর' প্রোগ্রাম বানচাল করে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে? কাজটা কি তিনি নিজের ইচ্ছায় করেছেন, নাকি কারও নির্দেশে? চরমপন্থী রুশ জেনারেলরা কেজিবি-র মাধ্যমে কোন কুটচাল চালেনি তো, স্নায়ুযুদ্ধে নতুন করে ইন্ধন যোগাবার মতলবে?

মেজর দানিয়ুব হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটারই বা তাৎপর্য কি? কবির চৌধুরীর ছেলেকে নিয়েও রানা চিন্তিত। এই অপারেশনে তার কি সত্যি ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য আছে? নাকি সে-ও কারও হাতের পুতুল?

দুই

গাড়ি নিয়ে হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে রানা, মনে মনে বন্ধু কজম্যানকে ধন্যবাদ দিল।

দু'বছর আগে ড্যান কজম্যান সিআইএ-র একজন তুখোড় এজেন্ট ছিল। কেজিবির একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সিআইএ ও বিসিআই আফগানিস্তানে যৌথ একটা অপারেশন চালায়, সেই অপারেশনে কেজিবি এজেন্ট মেজর

দানিয়ুবের গুলি খেয়ে আহত হয় কজম্যান। পরে হাসপাতালে তার দুটো পা-ই কেটে ফেলে দিতে হয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও, চাকরি হারায় সে। পঙ্গু কজম্যানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয় সিআইএ। অফিস ও ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে বেশ ভাল টাকা পায় সে, কিন্তু তার সমস্ত টাকা নিয়ে সুন্দরী স্ত্রী অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এই রকম অসহায় অবস্থায় কজম্যান যখন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে, বন্ধু রানার একটা টেলিফোন পেল সে।

কজম্যান জানত না, দুনিয়ার অন্য এক প্রান্ত থেকে তার সব খবরই রাখছিল রানা। এমন কি ও যে গত এক মাস ধরে ওয়াশিংটনে আছে, তা-ও সে জানত না। ফোনে রানা তাকে বলল, 'আমি একটা কার পাঠাচ্ছি, হুইলচেয়ার সহ ড্রাইভার তোমাকে তুলে নেবে। ফলস চার্চের কাছে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার। ব্যাপারটা জরুরী।'

গাড়িটা মার্সিডিজ। ড্রাইভিং সীট ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে ফেলা যায়; ওখানে যাতে একটা হুইলচেয়ার ঠাঁই করে নিতে পারে। ড্রাইভার কৃষ্ণবর্ণ একজন বাঙালী, সেই উপযাচক হয়ে গাড়ির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করছিল। গাড়িটা ম্যানুয়ালি চালানো যায়, আবার কমপিউটরের সাহায্য নিয়েও চালানো যায়–শুধু কয়েকটা বোতাম টিপে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেই চলবে। বিস্মিত কজম্যান কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। গাড়ি থামল ছোট্ট একটা বিল্ডিঙের সামনে; পাশেই বিশাল শপিং সেন্টার। বিল্ডিংটা একতলা, সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচটা কামরা। বিল্ডিঙের কপালে সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে লেখা–'কজম্যান ডাটা প্রসেসিং ফার্ম'।

গাড়ি থেকে নামতে রানাই তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বন্ধুকে নিয়ে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল ও, সাজানো একটা অফিসে কজম্যানকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কোনও প্রশ্ন করবে না। গাড়িটা নগদ টাকায় কিনতে হয়েছে, বিল্ডিংটা ভাড়া নেয়া, তবে অফিস ইকুইপমেন্ট আর কমপিউটরগুলো কিস্তিতে কেনা। ভেবো না এসব তুমি লটারিতে পেয়েছ। প্রতিটি জিনিসের দাম তোমাকে কড়ায়গণ্ডায় শোধ করতে হবে, তবে ডাটা প্রসেসিং ব্যবসার লাভ থেকে ধীরে ধীরে। ব্যবসাটা একা তোমারই, এখন দেখা যাক নিজের চেষ্টায় ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারো কিনা।'

আবেগে গলা বুজে আসায় কজম্যান কোন কথাই বলতে পারেনি।

সেই শুরু। শুরুটা রানা করে দিলেও, কজম্যানের ডাটা প্রসেসিং ব্যবসাতে ও কোনদিন নাক গলাতে আসেনি। অনেক চেষ্টা করেও পরবর্তী ছ'মাস রানার কোন খোঁজ পায়নি কজম্যান।

ডাটা প্রসেসিং-এ খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল কজম্যানের, সে কথা মনে রেখেই তার জন্যে এই ব্যবসা বাছাই করে রানা। ও কোন ভুল করেনি। ছ'মাসের মধ্যেই তার ফার্ম যথেষ্ট নাম করল। সাবেক সিআইএ এজেন্ট হওয়ায় সরকারী দফতরগুলো গোপন কাজগুলো তাকে দিয়ে করাচ্ছে। দেখতে দেখতে অন্যতম বৃহৎ কমপিউটর ডাটা ব্যাংক হয়ে উঠল

কোম্পানিটা। সিআইএ-র এজেন্ট হয়ে যে ক্ষমতার কথা কল্পনাও করতে পারেনি কজম্যান, কমপিউটর কোম্পানির কর্ণধার হয়ে ছ'মাসের মধ্যে সেই ক্ষমতা হাতে পেয়ে গেল সে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি বলে মনে হলো নিজেকে তার। তথ্যই জ্ঞান, আর জ্ঞানই ক্ষমতা, এটা আগে শুধু শুনেছিল সে, এবার উপলব্ধি করতে পারল। যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গোপন তথ্য ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারে সে। সরকারী ও প্রাইভেট ডাটা ব্যাংকগুলোর সঙ্গে লিঙ্ক থাকায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি অবস্থায় আছে, কি করতে যাচ্ছে, কার দৌড় কতদূর, কার কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সবই সে শুধু বোতাম টিপলেই জানতে পারছে।

ছ'মাস পর আমেরিকার তিনটে জাতীয় সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন ছাপল কজম্যান। তাতে লেখা হলো–'উপকারী বন্ধু, আমাকে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ দাও। কজম্যান।' এই বিজ্ঞাপন উপমহাদেশের কয়েকটা নামকরা পত্রিকাতেও ছাপল সে।

সেই থেকে নিয়মটা চালু হয়ে গেছে। রানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপে কজম্যান। যেখানেই থাকুক রানা, বিজ্ঞাপনে ছাপা টেলিফোন নম্বরে ডায়াল করে। কজম্যানের ফার্মে কখনও যায় না ও। কর্মচারীরা ওদের সম্পর্কের কথা কিছুই জানে না।

কজম্যান তার দেনা শোধ করে দিয়েছে। তবে সে জানে রানা তার যে উপকার করেছে তা টাকা দিয়ে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সেজন্যেই গোপন বা গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য হাতে এলে রানাকে জানিয়ে দেয় সে। তবে এমন কোন তথ্য দেয় না যা হাতবদল হলে দেশের ক্ষতি হবে। রানাকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে।

কজম্যান যখন শেষবার বিজ্ঞাপন দিল, রানা তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়তেই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পাবলিক বুদ থেকে বিজ্ঞাপনে ছাপা নম্বরে ডায়াল করল ও। তিনবার রিঙ হলো। সংযোগ ঘটল ডেড-ড্রপ একটা রিপিটার-এর সঙ্গে। আরও তিনবার রিঙ হলো, আবার সংযোগ ঘটল একটা ডেড-ড্রপ রিপিটার-এর সঙ্গে, তারপর কলটা জায়গামত পৌঁছুল। এবার চারবার রিঙ হলো। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। 'ইয়েস?'

'ভাই, আমি আমার এক বন্ধুকে খুঁজছি।'

'আমিই তোমার সেই বন্ধু।'

পাঁচ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'ফার্মের সবাই কেমন আছে?' এটা একটা কোড। রানা জানতে চাইল লাইনটা নিরাপদ কিনা।

'সবাই কাজে ব্যস্ত, সবাই ভাল আছে।' শব্দ নির্বাচনে একটু এদিক-ওদিক হলেই বুঝতে হবে কজম্যান আশঙ্কা করছে যে লাইন নিরাপদ নয়। সেক্ষেত্রে কানেকশন কেটে দিয়ে আরেকটা নম্বরে ডায়াল করবে রানা। 'শোনো, দোস্ত, তোমাকে একটা তথ্য দিতে চাই। সঙ্গে নোটবুক আছে

তো?'

'আছে। বলো।'

'দু'বছর আগে নাসার একজন অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। ব্যাপারটা নিয়ে সে-সময় পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ভদ্রলোকের দাবি ছিল, আমেরিকার মিসাইল অফেন্সিভ না হয়ে ডিফেন্সিভ হওয়া উচিত। কাল তাঁর ফাইলটা আমার হাতে আসে, তাতে দেখা যাচ্ছে পেনশন দিয়ে হিউস্টনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নতুন একটা আইডেনটিটিও দেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সাবধানের মার নেই ভেবে তাঁর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।'

'ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আমারও মনে পড়ছে। দুর্লভ একটা প্রতিভা, তবে একাকী নেকড়ে। শুনেছি তাঁর কোন বন্ধু নেই, একা থাকতেই পছন্দ করেন।'

'ঠিকই শুনেছ। ইনিই ড. ইমানুয়েল সিজার্স। নাসায় যোগ দেয়ার আগে আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন। তখন ওখানকার এক বাঙালী ছাত্রের ওপর তাঁর নজর পড়ে। ছেলেটা অসম্ভব মেধাবী। গত বছরখানেক ধরে সেই ছেলে তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করছিল। তবে এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি। কি ঘটেছে সেটা আগে বলে নিই।'

'কি ঘটেছে?'

'নাসার অনুরোধে তাঁর ওপর নজর রাখছিল সিআইএ। তিন হপ্তা আগের কথা, সিআইএ জানতে পারে কেজিবি দু'জন এজেন্টও তাঁর ওপর নজর রাখছে। কানেকশনটা কি হতে পারে, এই নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় সবাই। গতকাল ড. সিজার্স তাঁর বাড়ি ছেড়ে বেরোন, সিআইএ আর কেজিবি এজেন্টদের খসান, তারপর অদৃশ্য হয়ে যান বেমালুম। এদিকে, শুধু ড. সিজার্সকেই নয়, কেজিবির দু'জন এজেন্টকেও হারিয়ে ফেলেছে সিআইএ। আমি ভাবলাম, ঘটনাটা জানালে তোমার উপকার হবে।'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'তুমি এখনও সব কথা আমাকে বলোনি।'

'হ্যাঁ, আরও আছে। কাল সকালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ড. সিজার্স, আর রাতে কি ঘটেছে জানো? কেউ একজন আমাদের একটা অরবিটিং কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক্যালি ক্যাপচার করেছে, তারপর ইস্ট কোস্ট-এর মাথায় অ্যাটমসফিয়ারে ক্র্যাশ করিয়েছে, ঠিক সন্ধের পরপরই। এ খবর নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ।'

'হ্যাঁ, নাসার তরফ থেকে বলা হয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল কজম্যান। 'এই ভদ্রলোক যদি একটা অরবিটিং কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দখল ও ধ্বংস করতে পারেন, মহাশূন্যে আমাদের অন্যান্য হার্ডওয়্যার অর্থাৎ

স্পাই-ইন-দ্য স্কাই স্যাটেলাইটগুলো দখল ও ধ্বংস করতে না পারার কি কারণ আছে?'

রানা উদ্বিগ্ন, গলা শুকিয়ে আসছে। তবে মুখে বলল, 'এটা নাসার সমস্যা, নিশ্চয়ই সমাধানের উপায়ও ওদের জানা আছে। কেজিবির ভূমিকা অবশ্য সন্দেহজনক। তুমি আর কি জানো বলো।'

'বাঙালী একজন শিষ্য বা ছাত্রের কথা বলেছি। ড. সিজার্সের সঙ্গে সে-ও গায়েব হয়ে গেছে। তার সম্পর্কেও সিআইএ একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে, তাতে চোখ বুলাবার সুযোগ হয়েছে আমার। সে তোমাদের দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বিজ্ঞানী কবির চৌধুরীর ছেলে, নাম খায়রুল কবির। ইলেকট্রনিক্সের ওপর মাস্টার্স করেছে আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। ড. সিজার্সের অধীনে পিএইচডি করে। তোমাকে তার সম্পর্কে এত বিস্তারিত জানাবার কারণ হলো, সিআইএ-র রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর ওপর এই তরুণ প্রতিভার নাকি সাংঘাতিক আক্রোশ। শুনলে তুমি অবাক হবে, তোমার নাম ধরে ছেলেটা কয়েকজনকে বলেছে, সুযোগ পেলে তোমাকে সে দেখে নেবে।'

এ-সব গুজব আগেও শুনেছে রানা, কাজেই অবাক হলো না। 'আর কিছু, ড্যান?'

'খায়রুল কবিরকে তুমি হালকাভাবে নিচ্ছ, রানা,' বন্ধুকে উত্তেজিত করতে না পেরে অভিযোগ করল কজম্যান।

মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছি না, ভাবল রানা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে মানুষ, বিশেষ করে বাপের মতই যদি অপরাধপ্রবণ হয় সে। কজম্যানকে বলল, 'তোমার পুঁজি কি এখানেই শেষ?'

'ড. সিজার্স সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ একটা প্রিন্টআউট কাল সকালে পেতে পারো তুমি। সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটনে আসতে হবে তোমাকে। সাড়ে ন'টায় দেখা হতে পারে আমাদের, বরাবর যেখানে দেখা হয়।'

হাতে কি কি কাজ আছে চিন্তা করে দেখল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আসছি আমি।'

রানা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে, বুঝতে পেরে খুশি হয়ে উঠল কজম্যান। 'তাহলে কাল দেখা হচ্ছে।'

হোটেলে ফিরে এসে কালো অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেসটা গুছিয়ে নিল রানা। অস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদির ওপর কাপড়-চোপড় সাজাল, আশা করল লাগেজ চেক করার সময় অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে পুরোদস্তুর সার্চ করা হবে না। অবশ্য সার্চ করলে বিব্রতকর প্রশ্নেরই শুধু সম্মুখীন হতে হবে, আইনগত কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না, কারণ প্রতিটি অস্ত্রের লাইসেন্স করা আছে।

তাড়াহুড়ো করায় প্লেন ধরতে অসুবিধে হলো না। লাগেজ চেকিং-এর সময় কোন সমস্যাও হলো না। প্লেনে ওঠার দশ মিনিটের মাথায় ঘুমিয়ে পড়ল ও। পরদিন সকালে ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার

আগে একবার মাত্র ওর ঘুম ভাঙল।

প্লেন থেকে নেমে টয়লেটে ঢুকল রানা। দাড়ি কামিয়ে ঠোঁটের নিচে একজোড়া গোঁফ লাগাল, চোখে পরল রিফ্লেক্টিভ লেন্স লাগানো একটা সানগ্লাস। গায়ের স্পোর্টস কোট-এর সঙ্গে ম্যাচ করা খয়েরী রঙের একটা উলেন ক্যাপ পরল মাথায়। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে একটা লকারে জমা রাখল সুটকেসটা, তারপর টার্মিন্যাল ভবন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল।

তিনটে ট্যাক্সি বদল করে ভার্জিনিয়ায় চলে এল রানা। ফলস্ চার্চ থেকে মাইল দুয়েক দূরে জায়গাটা। পায়ে হেঁটে পৌঁছুল 'ওয়ান স্টপ শপ'-এর পিছনে। ওখানে একটা নীল ভ্যান অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে নাম্বার প্লেট দেখে নিশ্চিত হলো, কজম্যানের ভ্যান এটা। আগেও এই ভ্যানে দেখা হয়েছে ওদের। ঘুরে সামনের জানালার পাশে চলে এল ও, দেখল হুইলে হাত রেখে বসে রয়েছে কজম্যান। জানালার কাঁচ নামিয়ে হাসল সে, বলল, 'উঠে পড়ো।'

রানা উঠতে ভ্যান ছেড়ে দিল কজম্যান।

'এই খানিক আগে আমি কনফার্ম হয়েছি, রানা,' বলল সে। 'ট্রাইয়্যাগিউলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে স্পটটা চিহ্নিত করতে পেরেছে নাসা।'

'স্পট?'

'হ্যাঁ। যে স্পট থেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটা কক্ষচ্যুত করা হয়েছে,' বলল কজম্যান। 'পদ্ধতিটা জটিল, নিশ্চিত হবার জন্যে বারবার হিসাব মিলিয়ে দেখছে ওরা। সরকারী কাজে অনেক ঝামেলা, সিআইএ আর আর্মির সাহায্য পেতে সময় লাগবে ওদের। নাসার প্ল্যান হলো, কাল সকালে ওই স্পটে হামলা চালাবে। ভোরের প্রথম আলোয়। ওদের আগে তুমি যদি পৌঁছুতে চাও, আজই তোমাকে রওনা হতে হবে। কাসা গ্রাঁদ-এর ঠিক পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই জায়গাটা—ফিনিক্স, আরিজোনায়।'

'সংক্ষেপে তোমার নিজের কি ধারণা বলো শুনি, ড্যান।'

'ড. ইমানুয়েল সিজার্স দুর্লভ প্রতিভা। তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। চাকরি ছাড়ার পিছনে যুক্তি ছিল, ডিফেন্স-এর জন্যে অনেক কিছু করার সাধ্য আছে তাঁর, কিন্তু সুযোগ নেই। অসততা বা বেঈমানীর বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যায়নি। তিনি চাকরি ছাড়ার পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, আমাদের মিসাইল সিস্টেম ও অপারেশন্স সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা, সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে কিডন্যাপ করতে চাইলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে বর্তমান অপকর্মটির সঙ্গে এই সন্দেহের কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে।'

'আমি এখনও তেমন উৎসাহ বোধ করছি না,' বলল রানা। 'খায়রুল কবির সম্পর্কে তুমি যা জানো আমিও তাই জানি, সবই বাতাস থেকে ভেসে আসা। মুখে সে যা-ই বলে বেড়াক, বাংলাদেশের জন্যে কোন বিপদ বা হুমকি সৃষ্টি করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা তার আছে বলে মনে করি না আমি।

তুমি আমাকে যুক্তি দাও, কেন আমি এর সঙ্গে নিজেকে জড়াব।'

'প্রথমে আমার ব্যক্তিগত উদ্বেগের কথা বলি। ড. সিজার্স একটা স্যাটেলাইট ধ্বংস করেছেন, ঠিক আছে? প্রশ্ন হলো, এরচেয়ে আরও কত বড় হার্ডওয়্যার তিনি দখল করার ক্ষমতা রাখেন? তিনি যদি নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা স্যাটেলাইট দখল করে বসেন, তারপর অ্যাটমসফিয়ারে ফাটিয়ে দেন, বা কোনও দেশের মাটিতে নামিয়ে এনে বিস্ফোরণ ঘটান তখন কি হবে? রাশিয়ার মাটিতে ফাটলে ওরা ভাববে কাজটা আমেরিকার, আর আমেরিকার মাটিতে ফাটলে তারা ভাববে কাজটা রাশিয়ার। পারমাণবিক যুদ্ধের ট্রিগার টানার আর কিছু বাকি থাকবে তখন? আমি যতদূর জানি, শুধু বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষাই বিসিআই-এর কাজ নয়, বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।'

রানা চুপচাপ শুনছে।

'আমি ভয় পাচ্ছি কেজিবিকে, রানা,' আবার বলল কজম্যান। 'সহায়তাদানের ছুতোয় ড. সিজার্সকে তারা হাত করতে পারে। সারাজীবন অ্যান্টিমিসাইল ডিফেন্স-এর কথা বলে এসেছেন তিনি, এখন যদি সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রাম আর স্টার ওঅর প্রোগ্রামের ক্ষতি করে বসেন? তাতে শুধু সোভিয়েত রাশিয়ারই লাভ হবে, তাই না?'

এখনও চিন্তা করছে রানা। কজম্যান অভিজ্ঞ স্পাই ছিল, তার চিন্তা-ভাবনায় যুক্তি তো থাকবেই?

'এবার সবচেয়ে জরুরী কথাটা বলি তোমাকে, রানা,' বলল কজম্যান। 'আগেই বলেছি, দু'জন কেজিবি এজেন্ট ড. সিজার্সের ওপর নজর রাখছিল। তাদের একজন কে জানো?'

'কে?'

'তোমার প্রাণের শত্রু মেজর ভ্লাদিমির দানিয়ুব।'

নিজের অজান্তেই কজম্যানের কৃত্রিম পা দুটোর ওপর একবার তাকাল রানা। আফগানিস্তানে মেজর ভ্লাদিমির দানিয়ুব-এর ছোঁড়া গ্রেনেড বিস্ফোরণেই কজম্যান তার দুই পা হারিয়েছে। গ্রেনেডটা ছোঁড়া হয় রানাকে খুন করার জন্যে, ঘটনাচক্রে আহত হয় কজম্যান। আফগান মুজাহিদদের দুর্গম একটা পাহাড়ী ক্যাম্পে আর্মস ও মেডিসিন নিয়ে যাবার কথা ছিল রানার। ওর ল্যান্ড-রোভারে জিনিস-পত্র তোলা হয়ে গেছে, এই সময় হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ওদের আস্তানায় হামলা চালায় রুশ এয়ারফোর্স। ল্যান্ড-রোভারের কোন ক্ষতি না হলেও, অস্থায়ী আস্তানায় আগুন ধরে যায়, এবং আহত হবার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে রানা। রুশ গানশিপ চলে যাবার পর কজম্যান রানার ল্যান্ড-রোভার নিয়ে একাই রওনা হয়। রানা মুজাহিদদের পাহাড়ী ক্যাম্পে যাবে, এই খবরটা যেভাবেই হোক লিক হয়ে যায়। পথে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করছিল মেজর দানিয়ুব।

সেদিন মারাই যেত কজম্যান। জ্ঞান ফেরার পর একটা মোটরসাইকেল

নিয়ে ল্যান্ড-রোভারকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়ে রানা। ওর সঙ্গে বাজুকা ছিল। দূর থেকে রানার হাতে বাজুকা দেখতে পেয়ে দানিয়ুব দলবল নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাজুকা ছুঁড়ে তার কয়েকজন লোককে আহত ও নিহত করে রানা, কিন্তু দানিয়ুব পালিয়ে যায়। জ্বলন্ত কজম্যানকে ল্যান্ড-রোভার থেকে বের করে ওই মোটর সাইকেলে তুলেই নিজের পিঠে বেঁধে পেশোয়ারে নিয়ে আসে রানা।

'দানিয়ুব আমেরিকায় আসে কিভাবে? সিআইএ তার কোন ব্যবস্থা করেনি কেন?' রানার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

কজম্যান হাসল। 'দানিয়ুব বর্তমানে একজন কূটনীতিক, রানা,' বলল সে। 'নাম-পরিচয় বদলে আমেরিকায় এসেছে, রুশ দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশের ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। সিআইএ তার আসল পরিচয় অনেক পরে জানতে পেরেছে। এখন তাকে বহিষ্কার করা যেতে পারে, গ্রেফতার করার ক্ষমতা সিআই-এর নেই।'

'কি নামে এসেছে সে?'

'ইউরি পপকিন।'

'তার সঙ্গে যে লোকটা আছে?'

'লোকটা নয়, মেয়েটা,' বলল কজম্যান। 'সিআইএ-র ধারণা তার অধীনেই কেজিবি এজেন্টরা আমেরিকায় তৎপরতা চালাচ্ছে। নামটা আগে কখনও শুনিনি—আলেকজান্দ্রা সাবরিনা।'

'ঠিক আছে,' মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল রানা। 'আমাকে তুমি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দাও।'

'আমি কি তাহলে ধরে নেব ব্যাপারটা তুমি তদন্ত করে দেখতে চাইছ?'

'চাইতাম না, তুমি যদি দানিয়ুবের কথাটা না বলতে,' জবাব দিল রানা।

তিন

প্রচুর সময় নিয়ে এইমাত্র শাওয়ার সেরেছেন ড. ইমানুয়েল সিজার্স, এই মুহূর্তে মোটেল রুমের বিছানায় বসে নগ্ন শরীরে এয়ারকন্ডিশনের শীতল পরশ উপভোগ করছেন। মহৎ একটা কাজে হাত দিয়েছেন তিনি, সে কারণে মনটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। এমনকি বিছানায় বসেও নিজের প্রজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁর ডান হাতে একটা স্পাইরাল নোটবুক, বাম হাতে পেন্সিল, শেষবারের মত দেখে নিচ্ছেন ক্যালকুলেশনে কোন ভুল আছে কিনা। প্রথমে আগের করা হিসাবটা মেলালেন, তারপর শেষ কয়েকটা অঙ্ক নতুন করে কষলেন।

না, হিসেবে কোন ভুল নেই। ভাইটাল একটা সেনসর-এর সাড়া পেতে হলে তার এই ক্যালকুলেশন সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে হবে। প্রিয় শিষ্য খায়রুল

কবিরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া আছে। গ্রাউন্ডওঅর্ক যা করার সেই করবে। সে যদি সময়মত তার কাজ শেষ করতে পারে, সিরিয়াস ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেশন শুরু করার জন্যে আজ রাতেই সব কিছু তৈরি হয়ে যাবে। ওগুলো ছাড়া নিখুঁত ফলাফল পাবার কোন আশা নেই।

নোটবুক রেখে কাপড় পরলেন তিনি। এলোমেলো লম্বা চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, আলুথালু বেশভূষা, এ-সব অপছন্দ করেন ড. সিজার্স। বয়েস হলেও, আজও তিনি নিজেকে সুপুরুষ ও সুদর্শন বলে মনে করেন, সব সময় সুন্দর জামা-কাপড় পরে ধোপদুরস্ত হয়ে থাকাটাকে গুরুত্ব দেন।

যেমন গুরুত্ব দেন নিজের কাজকে। সেজন্যেই সারাক্ষণ একটা বিষয়ে সচেতন হয়ে আছে তাঁর মাথা। তিনি তাঁর কমপিউটরে একটা প্রোগ্রাম ঢোকাবেন। তাতে কয়েকটা নির্দেশ আছে। বহুদূর আকাশে নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে কালো একটা বাক্স। সেই বাক্স এমনভাবে প্রোগ্রাম করা আছে, শুধু বিশেষ ধরনের নির্দেশই সেটা রিসিভ করবে। কাজেই নির্দেশগুলোকে হতে হবে যথাযথ ও সঠিক, তা না হলে কালো বাক্স সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবে।

কোড ভাঙার কাজে যতই তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকুন না কেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কালো বাক্সটাকে সচল করতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে। তবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত সবই তাঁর জানা আছে, জানা আছে একটা অরবিটিং স্যাটেলাইটকে 'কিডন্যাপ' করতে হলে কিভাবে কি করা দরকার।

কাপড় পরা শেষ হতে গুছিয়ে রাখা ছোট সুটকেসটা আরেকবার চেক করে নিলেন। মূল্যবান কিছু ফেলে যাওয়া চলবে না, রেখে যাওয়া চলবে না তার পরিচয় ফাঁস করে দেয় এমন কোন ক্লু। এই মোটেলে তিনি ছিলেন, এটা গোপন রাখার জন্যে ট্যাপ-এর মাথা, দরজার হাতল, কাপ-পিরিচ ইত্যাদি থেকে সময় নিয়ে মুছে ফেলতে হয়েছে হাতের ছাপ।

একটা সুনির্দিষ্ট প্ল্যান ধরে এগোচ্ছেন তিনি। প্ল্যানটার শেষ পর্যায়ের কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন। এই কাজে সফল হলে ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অবশ্য ইতিহাসে অমর হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান দুনিয়ার মানুষ শান্তিতে বাস করুক, যে-কোন মুহূর্তে পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে এই আতঙ্ক থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাক। তিনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে সফল হলেও আরও অনেক কাজ বাকি থাকবে। তিনি শুধু অপ্রত্যাশিত একটা ক্ষেত্র থেকে অকস্মাৎ পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ভয়টা দূর করতে চাইছেন। এটা হবে বিশাল ও জটিল একটা কর্মসূচির সূচনামাত্র। সাহসী, সৎ ও যোগ্য মানুষ আরও অনেক আছে, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাকি কাজে তারাই হাত দেবে, এবং এভাবেই একদিন দেখা যাবে দুনিয়ার বুক থেকে শেষ পারমাণবিক অস্ত্রটিও অস্তিত্ব হারিয়েছে।

প্রস্তুতি শেষ করতে আর মাত্র দু'দিন লাগবে তাঁর। খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ নিখুঁত হওয়া চাই। ড্রেস রিহার্সেলে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা যায়নি, সব

কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে সম্পন্ন হয়েছে। 'ফাইন্যাল অ্যাক্ট'-ও যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, এ-ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই।

একটা কথা ভেবে মিটিমিটি হাসলেন ড. সিজার্স। কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন আর্মি, এয়ারফোর্স আর নাসা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, পরিত্যক্ত দুর্গে, ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে কেমন বোকা বনে গেছে। বুদ্ধিটা আসলে তাঁর প্রিয় শিষ্য কবিরের। সে-ই ইলেকট্রনিক ইউনিটগুলো কম্পটারে তুলে পাহাড়টার মাথায় নিয়ে যায়, ইংরেজি না জানা দু'জন বিদেশী লোকের সাহায্যে তিনদিনের চেষ্টায় একটা ডিফেন্স সিস্টেম খাড়া করে। লোকগুলো জানত না তাদেরকে দিয়ে কি করানো হচ্ছে। তিনি জাপানী ভাষা জানেন না, কবির তাদেরকে কি বুঝিয়েছে সে-ই জানে।

তিনদিন হলো জোড়া ইউনিট নিয়ে পাহাড় থেকে চলে এসেছেন তাঁরা। হেলিকপ্টার পাইলটকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে কবির। ইকুইপমেন্টগুলো প্রথমে একটা ট্রাক ট্রেইলরে তোলা হয়েছিল। কবিরের পরামর্শে একটা দিন আত্মগোপন করে থাকেন তাঁরা, ট্রাক ও ট্রেইলর বদল করেন। কবির ভয় পাচ্ছিল পুলিস বা নাসার লোকজন হেলিকপ্টার পাইলটের খোঁজ পেয়ে যেতে পারে।

অবশেষে এখানে, উত্তর আরিজোনায় চলে এসেছেন তাঁরা, তাঁর নির্বাচিত মিশন সাইটে।

কামরাটা আরেকবার চেক করলেন ড. সিজার্স। বিছানার তলা, বাথরুম আর ক্লজিটেও উঁকি দিলেন। কিছুই ফেলে যাচ্ছেন না। মোটেল থেকে বেরিয়ে এসে সুটকেসটা ফোর্ড ব্রংকো-র ব্যাক সীটে রাখলেন, তারপর উঠে বসলেন ড্রাইভিং সীটের পাশে। সমীহ ভরা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল খায়রুল কবির। 'ভুল করে কিছু ফেলে আসেননি তো, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে।

হেসে ফেললেন ড. সিজার্স। 'তোমার এই খুঁতখুঁতে ভাবটা আমি পছন্দ করি, মাই বয়। লেট'স গো।'

গাড়ি ছেড়ে দিল কবির, ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেশটুকু লেগেই থাকল।

ফোর-হুইল-ড্রাইভ ফোর্ড ব্রংকো প্রায় সর্বত্রগামী, রাস্তা ছেড়ে দূরের লোকেশনে পৌঁছুতে কোন অসুবিধে হবে না।

গাড়ি চলছে, অতীতে ফিরে গেলেন ড. সিজার্স, একে একে স্মরণ করছেন কিভাবে কি ঘটল।

সেই যখন প্রথম স্যাটেলাইট আকাশে উঠল, তখন থেকেই নাসা, এবং সম্ভবত রাশিয়াও, একে অন্যের অরবিটর চুরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলে। প্রথম দিকে রেডিও সিগন্যাল দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় এমন যে-কোন জিনিস দখল করার পদ্ধতিটা বলা যায় খুব সহজই ছিল। রাশিয়া যতগুলো স্যাটেলাইট মহাশূন্যে পাঠায়, তার দুই তৃতীয়াংশের সঙ্গে পরে আর যোগাযোগ রাখতে পারেনি।

সে-সময় কক্ষপথে স্থাপন করা যে-কোন স্যাটেলাইটের রেডিও সেনসর সঠিক সিগন্যাল বা কোড পেলেই সাড়া দিত। কোড মানে অভিন্ন ও অনন্য শব্দের সমষ্টি। এই শব্দসমষ্টি নিয়মিত বদল করার দরকার হত। একটা স্যাটেলাইট চুরি করার পর চোরের প্রথম কাজ হত অ্যাকসেস কোড পরিবর্তন করা, স্যাটেলাইটের আসল মালিক মেশিনটার সঙ্গে এমন কি যাতে 'কথা' বলতেও না পারে।

শুরুতে ব্যাপারটা ছিল আন্তর্জাতিক দাবা খেলার মত। একের পর এক স্যাটেলাইট খুইয়ে রাগে ফুঁসছিল রাশিয়া। তারপর তারাও মাথা খাটিয়ে চুরির কৌশল উন্নত করল। আশঙ্কাজনক হারে নিজেদের স্যাটেলাইট হারাতে শুরু করল নাসা। অগত্যা বাধ্য হয়েই তারা বলল, আর নয়, স্যাটেলাইট দখল করার এই খেলা এবার বন্ধ হোক। এখন থেকে আমরা তোমাদের কোন স্যাটেলাইটে হাত দেব না, যদি তোমরা আমাদের স্যাটেলাইটে হাত না দাও।

অলিখিত এই চুক্তি আজ পর্যন্ত কোন পক্ষই লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু রাশিয়ানদের স্যাটেলাইট চুরি করার পদ্ধতিটা ড. সিজার্সের জানা আছে, এবং যেহেতু এখন আর তিনি নাসায় চাকরি করেন না, তাই এই চুক্তি মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতাও তাঁর নেই।

দুই পক্ষের হাইড্রোজেন অফেন্সিভ উইপন-এর উত্তরোত্তর বর্ধিত সংখ্যা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ-অনিদ্রায় ভুগিয়েছে তাঁকে। তিনি জানতেন নিঃশব্দ ও গোপন অস্ত্র প্রতিযোগিতা কতখানি মারাত্মক সাধারণ মানুষের সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। এক সময় অবস্থা এমন দাঁড়াল, রাশিয়া ও আমেরিকার হাতে দুনিয়াটাকে কয়েকশোবার ধ্বংস করার মত পারমাণবিক অস্ত্র জমে গেল। সমরকৌশলে ডিফেন্সিভ বলে যে একটা কথা আছে, সে-কথা যেন সবাই ভুলে বসেছে। সমরবিদরা শুধু অফেন্সিভ নিয়ে মাথা ঘামান আর প্ল্যান তৈরি করেন। সংখ্যা যত বেশি হয় তত ভাল। যত বেশি মারাত্মক তত ভাল। যত দ্রুত ধ্বংস হয় তত ভাল। প্রথম আঘাতই আসল কথা। এত বেশি অস্ত্র জমা করো, আঘাত করলে প্রতিপক্ষ যাতে পাল্টা আঘাত করার সুযোগই না পায়, তাতেই সার্থকতা।

উইনস্লোর বাইরে এসে হাইওয়ে থেকে সরে গেল খায়রুল কবির, স্টেট এইটিসেভেন ধরে দক্ষিণ দিকে ছোটাল ব্রংকো। সামনে পড়ল কোকোনিনো ন্যাশন্যাল ফরেস্ট ও প্রেসকট ন্যাশন্যাল ফরেস্ট। ক্লিন্টস ওয়েল-এ পৌঁছে উত্তর দিকে বাঁক নেবে সে, সেকেন্ডারি রোড ধরে ফ্ল্যাগস্টাফ-এর দিকে যাবে। ওখান থেকে হর্স নোল-এ পৌঁছুবে, পথ খুঁজে নেবে পাহাড়টার ঢালে। চূড়ায় উঠতে হবে তাকে, প্রায় সাত হাজার ফুট ওপরে।

প্রিয় শিষ্য কবিরের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন ড. সিজার্স। এদিকের রাস্তা-ঘাট তার চেনা আছে, বুঝতে পারছেন ঠিক পথেই যাচ্ছে সে।

বিশ্বাস করে কবিরকেই তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা প্রথম শোনান। ছেলেটার অনেক গুণের একটা হলো, কারও কিছু বলার থাকলে মন দিয়ে

শোনে, তারপর সুচিন্তিত মতামত দেয়। কবিরকে জানালেন, এই ভয়াবহ অস্ত্র প্রতিযোগিতা তিনি থামাতে চান। তিনি তাঁর মেধার সাহায্যে দুনিয়ার মানুষকে জানাবেন সুপার পাওয়ারগুলো কি সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। তারপর ঘোষণা করবেন, এই প্রতিযোগিতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এত বড় একটা কাজে হাত দিতে হলে প্রচুর ফান্ড দরকার, সেটা তাঁর নেই।

সব কথা শোনার পর প্রশ্ন করে কয়েকটা পয়েন্টের ব্যাখ্যা চাইল কবির। কিভাবে কি করবেন বললেন ড. সিজার্স। সন্তুষ্ট হয়ে কবির জানাল, হ্যাঁ, এই মহৎ কাজে তার পূর্ণ সমর্থন আছে। শুধু সমর্থনই করল না, সাহায্য করারও প্রস্তাব দিল–বিজ্ঞানী বাবা তার নামে প্রচুর টাকা রেখে গেছেন ব্যাংকে। তরুণ মেধার প্রস্তাব পেয়ে খুশি হলেন ড. সিজার্স।

কবিরই লোকজন যোগাড় করল। বেশিরভাগই তারা জাপানী। তাদের একজন লীডার আছে, তার নাম ইয়ামুচি। ইয়ামুচির সঙ্গে কবিরের কি সম্পর্ক তা তিনি জানেন না, তবে লক্ষ করেছেন লোকটা কবিরকে যেমন ভয় পায় তেমনি শ্রদ্ধা করে। ড. সিজার্সের এই প্রজেক্টে গত একবছর ধরে কাজ করছে কবির, তখন থেকেই কবিরের সঙ্গে আছে ইয়ামুচি। সম্ভবত কবিরের নির্দেশেই তাঁর সেবা-যত্ন করে লোকটা, আরাম-আয়েশের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। যে-কোন প্রয়োজনে একবার ডাকলেই হলো, অমনি ছুটে আসবে। চওড়া ও চ্যাপ্টা মুখে সব সময় হাসি ফুটে থাকে।

এত সহজে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটা দখল করা সম্ভব হওয়ায় মনে মনে একটু হতাশই হয়েছেন ড. সিজার্স। পদ্ধতিটা তাঁর, তবে সেটা সহজ করে তোলে কবির। তিনি একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছিলেন, ভেবেছিলেন জটিল অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু সে-সব কিছুই ঘটল না। তবে একটা কাজে তিনি খুব মজা পেয়েছেন। কক্ষপথ থেকে কখন সরিয়ে আনলে স্যাটেলাইটটা ইস্টার্ন সীবোর্ড-এর রাতের আকাশে ধূমকেতুর মত জ্বলতে শুরু করবে, এটা তাঁকে কবিরের সাহায্যে অঙ্ক কষে বের করতে হয়েছে। ব্যাপারটা তিনি দারুণ উপভোগ করেছেন। দৃশ্যটা সত্যি দেখার মত হয়েছিল।

প্রজেক্টের পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে এক মাস আগে আদর্শ একটা সাইট নির্বাচন করেছেন ড. সিজার্স। হর্স নোল চূড়ার পাশে, গোলাকার ও সমতল একটা ঝুল-পাথর। পাকা একটা চত্বরের মত দেখতে জায়গাটা। একপাশে এত বেশি গাছপালা, পর্দার কাজ দেবে। বাকি অংশ ফাঁকা ও উন্মুক্ত, ফলে ট্র্যান্সমিশনের কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। গত দু'দিন ধরে কবিরের নির্দেশে ইয়ামুচি ওখানে কাজ করছে, সঙ্গে আছে আরও দু'জন জাপানী। ট্রেইলারটাকে সঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে তারা। অ্যান্টেনা ফিট করেছে সঠিক পজিশনে। ওয়ায়্যারিং-এর কাজও দ্রুত শেষ হবার পথে। তারপর শুরু হবে ইন্সট্রুমেন্ট ক্যালিব্রেশন।

ক্লিন্টস ওয়েলকে পিছনে রেখে উত্তরে বাঁক নিল কবির, সেকেন্ডারি হাইওয়ে ধরে একটা ফরেস্ট্রি রোড-এ পড়ল। পাহাড় পেঁচিয়ে থাকা ট্রেইল,

ফোর-হুইল মোড-এ গাড়ি চালাচ্ছে কবির। পাঁচ মাইল এগোবার পর তালা দেয়া একটা গেট পড়ল ট্রেইলের সামনে। কবিরের কাছে চাবি আছে। ট্রেইল ধরে আবার ছুটল ব্রংকো ফোর্ড।

হঠাৎ ট্রেইলের ওপর একটা গাছ পড়ে থাকতে দেখা গেল। তারপর, যেন মন্ত্রবলে আকাশ থেকে পড়ল দু'জন লোক, ছুটে এসে পাইন গাছটাকে টেনে একপাশে সরাল। আবার এগোল গাড়ি। পিছন দিকে তাকিয়ে ড. সিজার্স দেখলেন গাছটাকে টেনে আবার ট্রেইলের ওপর আনল লোক দু'জন, তারপর পাশের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের কাঁধে রাইফেল দেখে একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি। কবিরকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন, কোন রকম ভায়োলেন্স চান না তিনি।

ট্রেইলের দু'পাশে গভীর জঙ্গল। এতই গভীর, আকাশ থেকে ট্রেইলটা দেখা যাবে না। প্রায় আড়াই মাইল এগিয়ে প্রকাণ্ড এক কেনওয়ার্থ হাইওয়ে ডিজেল ট্র্যাক্টর-এর পাশে থামল ব্রংকো ফোর্ড। ট্র্যাক্টর-এর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ত্রিশ ফুটী ইউটিলিটি ট্রেইলর। এই ট্রেইলরটাই ড. সিজার্সের মোবাইল লঞ্চ-রিকভারি-ক্যাপচার ফিল্ড হেডকোয়ার্টার্স।

গাড়ি থেকে নামলেন ড. সিজার্স। ট্রেইলার থেকে বেরিয়ে এল খাটো হলুদবর্ণ এক লোক। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। নাক নেই বললেই চলে। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নত করে সম্মান জানাল সে ড. সিজার্সকে। 'আপনার দাস তানো ইয়ামুচিকে হুকুম করুন, স্যার।'

ড. সিজার্স কিছু বলার আগে কবির জানতে চাইল, 'পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে জানতে চাই আমি, ইয়ামুচি।'

কবিরকেও মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল লোকটা। 'স্যার, আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই সন্তোষজনক লেভেলে পৌঁছুচ্ছে, প্রয়োজনীয় সাইকল্ পেতে কোন সমস্যা হবে না। আপনারা যখন খুশি ইন্সট্রুমেন্ট টেস্ট শুরু করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, ইয়ামুচি,' বলল কবির।

'একটা কথা।' ড. সিজার্সের চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব। 'ইয়ামুচি, তুমি জানো আমি ধনী নই। পুঁজি বলতে অল্প কিছু ডলার আছে আমার কাছে। তোমরা আমার জন্যে অনেক খাটাখাটনি করছ, কিন্তু বিনিময়ে তেমন কিছুই তোমাদেরকে দিতে পারছি না। আগেই আমি জানিয়েছিলাম, যখন যেমন পারব তখন তেমন দেব। তাতে এখনও তোমাদের সম্মতি আছে তো?'

আড়চোখে একবার কবিরের দিকে তাকাল ইয়ামুচি। কিন্তু কবির অন্য দিকে তাকিয়ে আছে, যেন অন্যমনস্ক। 'জী, স্যার। আপনি যখন যা পারেন দেবেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমি আমার লোকদেরও বুঝিয়ে দিয়েছি—এটা জনহিতকর একটা প্রজেক্ট, নগদ খুব বেশি কিছু আশা করা উচিত হবে না। তারা খুশি মনেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে, স্যার।' চোখের পলক একবারও না ফেলে গড়গড় করে মিথ্যে কথা বলে গেল লোকটা।

কবির তাকে দৈনিক তিন হাজার ডলার করে দিয়ে যাচ্ছে। সেই টাকা ত্রিশজনের মধ্যে বিলি করতে হয় তাকে। তবে সে-কথা ড. সিজার্সকে জানাতে সে-ই নিষেধ করে দিয়েছে।

ইয়ামুচির দিকে একদৃষ্টে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন ড. সিজার্স। সম্ভবত নার্ভ উত্তেজিত হয়ে থাকাতেই তাঁর সন্দেহ হলো, লোকটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। 'গুড,' বলে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

এই মুহূর্তে হাতে তাঁর অনেক কাজ। ইলেকট্রিক আউটপুট নির্দিষ্ট একটা সাইকল্ ও নির্দিষ্ট একটা লেভেলে স্থির রাখার জন্যে ইন্সট্রুমেন্ট রিক্যালিব্রেটেড করা দরকার সেজন্যে সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ, কোন অবস্থাতেই সামান্যতম ভুল থাকা চলবে না। ইয়ামুচির দিকে তাকালেন তিনি। লোকটা তার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে অস্বস্তিবোধ করলেন।

ইয়ামুচি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল তাঁকে। তার দিকে পিছন ফিরে ট্রেইলরটার দিকে এগোলেন ড. সিজার্স। পাইন গাছের আড়ালে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে সেটা। মিলিটারি ক্যামোফ্লাজে যে-ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয়–কালো, সবুজ আর খয়েরি রঙ করা। গাছের তাজা ডালপালা কেটে গায়ে আর ছাদে স্তূপ করা হয়েছে, একশো গজের বেশি দূর থেকে দেখলে চেনা যাবে না। বারো ফুট ডায়ামিটারের ডিশ অ্যান্টেনাটা ট্রেইলরের মাথা। বড় ট্রেইলরের ভেতর ভরে আনা হয়েছে ওটা, জোড়া লাগিয়ে ফিট করতে পুরো একটা দিন সময় লেগেছে। ফিট করার পর রিসিভিং ফাংশন ঠিক আছে কিনা টেস্ট করে দেখেছেন ড. সিজার্স। এখন তিনি তাঁর টেলিকমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি পরখ করে নিশ্চিত হবেন সেন্ডিং ফাংশনও ঠিক আছে কিনা। সবশেষে কবিরকে দিয়েও একবার চেক করাবেন। খুঁত ধরায় ওর জুড়ি মেলা ভার।

ট্রেইলরের ভেতর কন্ট্রোল প্যানেল দেয়ালের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো। অ্যান্টেনা কেবল ঢোকানোর জন্যে ছাদে ফুটো করা হয়েছে। একপাশে একটা সোফা বেড, দুটো চেয়ার আর ছোট্ট একটা কিচেন। রিভলভিং চেয়ারে বসলেন ড. সিজার্স, তাঁর সামনে থাকল মেইন কনসোল। পাওয়ার সুইচ অন করে ইনপুট লেভেল চেক করলেন, তারপর একের পর এক বোতামে চাপ দিয়ে রীডিং নিতে শুরু করলেন। প্যানেলটা বিভিন্ন কমবিনেশন-এ ভাগ করা, সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যাশিত ছন্দ বজায় রেখে নিখুঁতভাবে কাজ না করলে তাঁর অপারেশন সফল হবে না।

এই একই পদ্ধতিতে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটা চুরি করেছেন তিনি। কিন্তু এখনকার কাজটা অনেক বেশি কঠিন এই জন্যে যে তুলনায় অ্যাকসেস কোডটা একহাজার গুণ বেশি জটিল। কমপিউটর ছাড়া এই কাজ সম্ভবই নয়। কমপিউটর-কোড পসিবিলিটি মোড-এর সাহায্যে কালো বাক্সটাকে দিয়ে অরবিটর-এ প্রতিবার চল্লিশ হাজার ট্রিগার কোড রিসিভ করাতে পারবেন তিনি। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দখল করার জন্যে লেগেছিল মাত্র

পাঁচ হাজার সম্ভাব্য কোড ট্র্যান্সমিশন।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কবির।

'সব ঠিক মতই কাজ করছে, মাই বয়। এখন পর্যন্ত একটাই সমস্যা দেখতে পাচ্ছি–মাইনর ভোল্টেজ ইররেগুলারিটি–আমরা সেটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক করে নিতে পারব। তুমি নিশ্চিত তো, জেনারেটর এঞ্জিন চালাবার মত যথেষ্ট ফুয়েল আছে আমাদের?'

'এ-সব ছোটখাট ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই, স্যার,' বলল কবির। 'ফুয়েল যা আছে তা একটানা পাঁচ দিন খরচ করলেও ফুরাবে না।'

'গুড। তাড়াতাড়ি, এই ধরো একদিনের মধ্যেও পেয়ে যেতে পারি কোড। আবার পাঁচদিনও লেগে যেতে পারে।'

'স্যার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম,' বলল কবির। 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে যখন হাত দিয়েছি আমরা, সিকিউরিটি সম্পর্কে উদাসীন থাকাটা শুধু অন্যায় নয়, রীতিমত পাপ হবে। আমি চাই চারদিকে কিছু লোক রাখি, কাউকে আসতে দেখলে তারা আমাদের সাবধান করে দেবে।'

'তুমি যা ভাল বোঝো করো,' বললেন ড. সিজার্স। 'তবে সাবধান, কবির, আমি কোনরকম ভায়োলেন্স বা রক্তপাত চাই না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেইলর থেকে নেমে গেল কবির।

নিজের কাজে আবার মন দিলেন ড. সিজার্স। ইন্সট্রুমেন্টগুলোর ফাংশন চেক করার সময় তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভাগ্য সহায়তা করলে আজ রাতেই ওয়ার্মআপ হিসেবে টেস্ট-ট্র্যাকিং অ্যাকশন শুরু করতে পারবেন তিনি।

কাজের এক ফাঁকে মাথার পিছনে দুই হাত এক করে ট্রেইলরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. সিজার্স। এটা তাঁর একার যুদ্ধ, তিনিই শুরু করেছেন, এবং শেষটাও দেখে ছাড়বেন। অ্যান্টি-মিসাইল শক্তি ডিফেন্সিভ হওয়া উচিত, নাসায় থাকার সময় দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই কথা বলেছেন তিনি। থিউরি দিয়েছেন, এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা অফেন্সিভ সিস্টেমের চেয়ে স্বল্পব্যয়ী শক্তিশালী ডিফেন্সিভ সিস্টেমই সবদিক থেকে আদর্শ। কিন্তু কেউ তাঁর কথা কানে তোলেনি।

অফিশিয়ালি তিনি হেরে যান, কিন্তু তারপরও ডিফেন্সিভ প্ল্যান ও ডিজাইনই শুধু তৈরি করেছেন। এক সময় দেখা গেল নাসা তাঁর কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। বিয়ে করেননি, কাঁধে কোন বোঝা নেই, সঞ্চিত টাকায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে কোন অসুবিধে হবে না। নাসা তাকে পেনশন দিল, একটা ফ্ল্যাটও দিল। হাতে অখণ্ড অবসর, পুরানো শখটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল–গবেষণা করে দেখতে হবে শান্তিপূর্ণ কাজে মিসাইলকে কিভাবে

ব্যবহার করা যায়। এই শখই আবার তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনল। সিদ্ধান্ত নিলেন, ইউএস মিসাইল সিস্টেমকে পুরোপুরি ডিফেন্সিভ করে তোলা সম্ভব কিনা হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে।

আজকের এই প্রজেক্ট সেই এক্সপেরিমেন্টেরই অংশ। যারা তাঁর কথা কানে তোলেনি, তাদেরকে তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। আকাশে কার কি আছে সব তিনি দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দেবেন। দুই সুপার পাওয়ারকে বিব্রত করবেন তিনি, হুমকি দিয়ে বাধ্য করবেন সত্য প্রকাশে। প্রয়োজন হলে ব্ল্যাকমেইল করবেন। এ-সব করতে গিয়ে অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন তিনি, শেষ পর্যন্ত হয়তো প্রাণটাও হারাতে হবে। তা হয় হোক, বিনিময়ে মানুষের জন্যে নিরাপদ একটা পৃথিবী রেখে যেতে পারলেই তিনি খুশি।

এই কাজে যে সফল হবেন, এ-ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ধ্বংস করে এরই মধ্যে নিজের যোগ্যতা তিনি প্রমাণ করেছেন। কতদূর কি করতে পারবেন, এ স্রেফ তার ক্ষুদ্র একটা নমুনা মাত্র। স্যাটেলাইটটা হারিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিঃস্ব হয়ে যাবে না। ক্ষতিপূরণ করবে বীমা কোম্পানি। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষতিই হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি একটা নাটকীয় বিবৃতি রচনা করতে পেরেছেন, প্রদর্শন করতে পেরেছেন নিজের ক্ষমতা, অথচ একজন মানুষও প্রাণ হারায়নি।

মাথার পিছন থেকে হাত নামিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকালেন ড. সিজার্স। কমবিনেশন ফাঙ্কশন আরেকবার চেক করতে হবে। ফাইন্যাল ক্যালিব্রেশন টেস্টগুলোও সেরে ফেলা দরকার। তারপর রাত গভীর হবার জন্যে অপেক্ষার পালা শুরু হবে। গভীর রাতই এক্সপেরিমেন্টাল ট্র্যাকিং-এর জন্যে আদর্শ সময়। মেজারমেন্টে কোন ত্রুটি থাকা চলবে না। আড়চোখে কবিরের দিকে একবার তাকালেন তিনি। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কবিরই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। প্রিয় হবার কারণ ওর মেধা। ইলেকট্রনিক্স এত ভাল বোঝে সে, যেন মায়ের পেট থেকে সব শিখে এসেছে। বেশ কয়েক বছর হলো ওকে দেখছেন তিনি, অথচ ওর সম্পর্কে সব কথা তাঁর জানা নেই। শুধু শুনেছেন ওর বাবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন।

কনসোলে আবার কাজ শুরু করলেন ড. সিজার্স, আপনমনে হাসছেন। বোতামগুলোর ওপর আঙুল বুলাচ্ছেন না, যেন আদর করছেন। ডায়াল মনিটর করছেন গভীর মনোযোগে, রিডআউটে চোখ বুলাচ্ছেন ব্যাকুল দৃষ্টিতে। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরই গোটা দুনিয়া জানতে পারবে কি তিনি করতে চাইছেন—কি তিনি করতে পারেন!

চার

দুর্গ থেকে দশ কিলোমিটার দূরে সরে আসার পর বিশটা আর্মি ভেহিকেলের একটা কনভয় দেখল রানা, উল্টোদিক থেকে আসছে। বাঁক নিয়ে স্টেট সেভেনটিনে উঠল ও; উত্তর ও ফ্ল্যাগস্টাফ-এর দিকে যাচ্ছে, আরেকবার বাঁক নিয়ে পুব ও উইনস্লোর দিকে যাবে। উইনস্লো ছোট শহর, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে ড. সিজার্স সম্পর্কে তারা কোন তথ্য দিতে পারে কিনা।

আরিজোনায় প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কার রেডিও রিপোর্ট করল একশো চার ডিগ্রী। দুর্গে পাওয়া কাগজ আর লেখাগুলো পরীক্ষা করেছে রানা। দেশলাইয়ের বাক্সে উইনস্লোর পিনম্যান বার-এর বিজ্ঞাপন আছে। কাগজের ওপর রাবার স্ট্যাম্প-এর ছাপ আসলে কোন ইন্সপেক্টরের অনুমোদন। কিন্তু বল-পয়েন্ট দিয়ে লেখা শব্দগুলো কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করলেও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে ও।

শব্দগুলো এরকম–'সাইকল্', 'বেইস', 'মনিটর' ও 'ইলিপটিকল্'।

সংখ্যাগুলোও কম জটিল নয়– '14.16 PQX', '115 to 120', '22,000' এবং 'দা স্কয়ার রুট অব 22,000 (অর 148.32396)'

প্রথম সেটের কোন অর্থই বের করতে পারেনি রানা। ওয়ান হানড্রেড ফিফটিন টু ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি–এটা ভোল্টেজ হতে পারে, যে ভোল্টেজ ড. সিজার্স কমপিউটর ও রেডিও গিয়ার চালাবার জন্যে ব্যবহার করছেন। বাইশ হাজার সংখ্যাটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংখ্যা দিয়ে সম্ভবত মাটি থেকে একটা স্যাটেলাইটের দূরত্ব বোঝানো হয়েছে, বাইশ হাজার মাইল।

উইনস্লোতে পৌঁছে বিশেষ খুঁজতে হলো না, পিনম্যান বার পেয়ে গেল রানা। গাড়িটা খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে থামাল, হেঁটে এসে ঢুকল বিল্ডিঙের ভেতর। এটা একটা সাধারণ বিয়ার বার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত; বার-কাউন্টার রেইল দিয়ে ঘেরা, বসার জন্যে টুল আছে, আবার বুদও আছে। টিভিতে স্পোর্টস চ্যানেল ধরা হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগেই বিল্ডিঙের ছাদে স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা দেখেছে রানা।

বার-এ ছ'জন লোক বসে আছে, সবার চোখ টিভির স্ক্রীনে। মেক্সিকান লাইটওয়েট আমেরিকান নিগ্রোকে একতরফা ধোলাই দিচ্ছে। টুলে বসে একটা বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। পিছনের দেয়ালে আয়নার পাশে বিবস্ত্র তরুণীর ছবি সাঁটা।

বারটেন্ডার বিয়ার দিয়ে গেল। গ্লাসে চুমুক দেয়ার ভান করছে রানা, টুলে বসে খদ্দেরদের টুকটাক কথা কান পেতে শুনছে। স্যাটেলাইট সম্পর্কে

একটা শব্দও কেউ উচ্চারণ করছে না। কোন ট্রাক, ট্রেইলর বা পাগল একজন বিজ্ঞানী সম্পর্কেও কারও কোন বক্তব্য নেই। বারটেন্ডারকে ডেকে আরেকটা বিয়ার চাইল ও। ফ্লাওয়ার ভাসে উপুড় করে প্রথম গ্লাসটা খালি করে ফেলেছে।

'এই বারে আমার এক বন্ধু আসার কথা,' বারটেন্ডারকে বলল রানা। 'চল্লিশ ফুটী ট্রেইলর সহ একটা সেমি চালায়, নাম স্যাম বোলান। চেনো নাকি?'

জবাব দেয়ার জন্যে বারটেন্ডার তখনও মুখ খোলেনি, রানা দেখল একজন কাস্টমার আয়নার ভেতর দিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মুখটা দ্রুত আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। লোকটার গায়ে লাল হাওয়াই শার্ট।

'স্যাম বোলান?' মাথা নাড়ল বারটেন্ডার। 'সেমি নিয়ে এদিকে অনেক লোকই আসে, তবে বেশিরভাগই তারা পিয়ারসন-এর ফুয়েল স্টেশনে আড্ডা দেয়। বড় আকারের ট্রাক আর ট্রেইলর থামানোর জায়গা আছে ওখানে। কাছাকাছি ভাল রেস্তোরাঁও আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে বিল মিটিয়ে টুল ছাড়ল রানা। বাইরে বেরুতেই গরম বাতাস ছ্যাঁকা দিল মুখে। মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে গাড়িতে চড়ল ও, দরজা বন্ধ করার সময় রিয়ারভিউ মিররে তাকাতেই দেখতে পেল লোকটাকে। পিনমর্ডান বার থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। বাতাসে ফুলে আছে লাল হাওয়াই শার্ট।

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, যানবাহনের মিছিলের সঙ্গে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আয়নায় চোখ রেখে দেখল এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে তোবড়ানো একটা পিকআপ-এ উঠল লাল শার্ট, স্টার্ট দিয়ে পিছু নিল ওর।

মনে মনে খুশি রানা। নিজেরাই ওরা ধরা দিচ্ছে। তবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না লোকটা কেজিবি, নাকি ড. সিজার্সের চর।

হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে নির্জন একটা রাস্তায় চলে এল রানা, স্পীড তুলল ঘণ্টায় আশি মাইল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা, পিকআপও স্পীড বাড়িয়ে অনুসরণ করছে। তোবড়ানো হলে কি হবে, এঞ্জিনটা নিশ্চয়ই নতুন, তা না হলে এতক্ষণে পিছিয়ে পড়ত।

আরেকবার বাঁক নিল রানা, রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরে ছুটল টয়োটা। পিছনে ধুলোর মেঘ, রিয়ারভিউ মিররে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আশপাশে কোন বাড়ি-ঘর বা র‍্যাঞ্চ নেই, পথের দু'পাশে বোল্ডার আর ঝোপ ছাড়া দেখার কিছু নেই।

স্পীড বাড়ানোই ছিল, কষে ব্রেক চাপতে টয়োটা একশো আশি ডিগ্রী বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ডোবার পাশে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ধুলোর ভেতর দিয়ে শম্বুকগতিতে এগিয়ে এল পিকআপ, হঠাৎ থামল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। হাতে ইনগ্রাম নিয়ে প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে নিচে নামল রানা, টয়োটার ছাদের ওপর দিয়ে তাকাল। ড্রাইভারকে

দেখতে না পেলেও গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মতলবটা কি? পিছু নিয়েছ কেন?'

উত্তরে একটা রিভলভার গর্জে উঠল। টয়োটায় লেগে দিক পরিবর্তন করল বুলেট, একটুর জন্যে রানার কান স্পর্শ করল না। ঝট করে নিচু হলো ও, টয়োটার তলা দিয়ে পিকআপের দিকে তাকাল। পিকআপ-এর উঁচু কাঠামোর নিচে লোকটার পা দেখা যাচ্ছে। পায়ের পাতার ওপর লক্ষ্যস্থির করে পরপর দুটো গুলি করল ও।

এক পায়ে লাফাতে শুরু করল লোকটা, অপর পায়ের পাতার ওপর হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে জোড়া বুলেট। সিধে হয়ে টয়োটার ছাদের ওপর দিয়ে আবার তাকাল রানা। 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। এমন জায়গায় ফেলবে, আমি যেন দেখতে পাই।'

পিকআপ-এর সামনে পড়ল রিভলভারটা। টয়োটার আড়াল থেকে বেরিয়ে সাবধানে সেদিকে এগোল রানা। রিভলভারটা কুড়িয়ে পকেটে ভরল, তারপর কয়েক পা এগিয়ে লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ এক পায়ে লাফিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ধুলোয় শুয়ে মোচড় খাচ্ছে। আহত পা থেকে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

'পিছু নিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘামের সঙ্গে ধুলো আটকে গেছে, লোকটার চেহারা হয়েছে কুৎসিত ও কাতর ভূতের মত। 'আপনি আমার পায়ে কেন মারলেন! সারাজীবন খোঁড়াতে হবে আমাকে!'

'মনে করে দেখো, প্রথমে কে গুলি করেছে?'

'আমি মারা যাচ্ছি!' ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা। 'আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন, প্লীজ!'

'আগে বলো তুমি আমাকে গুলি করলে কেন।' হাতের ইনগ্রামটা দেখাল রানা। 'জবাব না পেলে আরেক পায়েও গুলি করব।'

'না! বলছি! এক লোক আমাকে টাকা দেয়,' বলল লোকটা। 'চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছিল। বলেছিল অচেনা কোন লোক যদি বেশি কৌতূহল দেখায়, নানা রকম প্রশ্ন করে, ট্রাক ও ট্রেইলর সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে তাকে অচল করে দিতে হবে। যীশু! আপনি আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছেন!'

রক্ত পড়া বন্ধ না হলে লোকটা সত্যি মারা যাবে। তার পাশে বসল রানা, নিজের রুমাল দিয়ে ক্ষতটা শক্ত করে বেঁধে দিল। কিন্তু রক্ত পড়া তাতে বন্ধ হলো না। 'শার্ট খোলো,' নির্দেশ দিল ও। লোকটা শার্ট খুলতে সেটা দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল পায়ের পাতার ওপর। 'এবার বলো, কার কাছ থেকে টাকা খেয়েছ?'

'যীশুর কিরে, আমি তাকে চিনি না। হাসপাতালে, প্লীজ···'

সিধে হলো রানা। 'আমি তাহলে যাই। হাসপাতাল এখান থেকে সাত কিলোমিটার দূরে, হেঁটে চলে যেয়ো···'

'না! না! প্লীজ! লোকটার নাম ইয়ামুচি।'

'কেমন দেখতে?'

'জাপানী, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, নাক নেই। বয়েস হবে ত্রিশ কি বত্রিশ। আমার পা···'

'জাপানী একটা লোক টাকা দিয়ে তোমাকে বলল কাউকে সন্দেহ হলেই গুলি করবে, আর তাই তুমি আমাকে গুলি করলে?'

'না! আপনার টয়োটাকে একশো আশি ডিগ্রী হড়কাতে দেখে ভাবলাম আপনি পুলিস। আমি পেরোলে আছি, সঙ্গে একটা রিভলভার ছিল–অটোমেটিক রিয়্যাকশন। প্লীজ, আমাকে বাঁচান!'

'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'রোজ রাতে ওই বারে ফোন করে আমাকে চায় সে। কোথায় থাকে বলেনি। ফোনটা কাছাকাছি কোথাও থেকেই করে সে, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।'

'তার ট্রাকটা তুমি দেখছ, পিছনে ট্রেইলর ছিল।'

'না, আমি কোন ট্রাক বা ট্রেইলর দেখিনি। শহরে আমি তিন-চারদিন আগে এসেছি। ইয়ামুচির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় দু'দিন আগে। আমার ধারণা, আশপাশের কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছে সে। প্লীজ, এবার আমাকে কোন ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিন!'

'পিকআপে ওঠো।' গাড়িতে উঠতে লোকটাকে সাহায্য করল রানা। ইগনিশন থেকে চাবি বের করে হাতে রাখল, তারপর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল ক্যাব-এর দরজা। পিকআপ-এর পিছনে চলে এল ও, ঠেলা দিয়ে সচল করল ওটাকে।

কাছেই একটা ডোবা, স্বচ্ছ অগভীর পানি টলটল করছে। কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে ডোবার মাঝখানে গিয়ে থামল পিকআপ। ঢালের মাথা থেকে গলা চড়িয়ে লোকটাকে বলল, 'পুলিসকে ফোন করব। ইয়ামুচি আবার যদি যোগাযোগ করে, আমার কথা তাকে তুমি বলবে না। বললে আমি জানতে পারব। পরের বার গুলি করব আরেক পায়ে।'

হাইওয়েতে ফিরে এসে প্রথম ফোন বুদ থেকে পুলিস স্টেশনে ডায়াল করল রানা, রিপোর্ট করার সময় নিজের পরিচয় দিল না। তারপর পিয়ারসনের ফুয়েল স্টেশনে চলে এল। প্রচুর গাড়ি লাইন দিয়ে ফুয়েল নিচ্ছে, ওকেও লাইন দিতে হলো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিশাল আকারের কয়েকটা লরি আর ট্রেইলর দেখতে পেল, তবে এগুলোর মধ্যে জাপানী ইয়ামুচির ট্রাক ও ট্রেইলর না থাকারই কথা। লোকটা সম্ভবত ড. সিজার্সের সঙ্গে আছে।

ইতিমধ্যে ইনগ্রামটা কেসে ভরে রেখেছে রানা, বেল্টের সঙ্গে আটকানো হোলস্টারে ভরেছে কোল্ট অটোমেটিক। ফুয়েল নেয়ার পর পার্কিং এরিয়ায় চলে এল ও, ওখান থেকে হেঁটে ফিরে এল জোড়া ডিজেল পাম্পের কাছে।

ছ'টা সেমি লাইন দিয়েছে ফুয়েল নেয়ার জন্যে।

অ্যাটেনড্যান্টদের একজনকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'সেমি নিয়ে এদিকে যারা আসে, প্রায় সবাই তারা নিয়মিত, তাই না?' লোকটা মাথা ঝাঁকাতে আবার বলল, 'আমি আমার এক জাপানী বন্ধুকে খুঁজছি। চ্যাপ্টা নাক, ছোট চুল। দু'তিনদিন আগে একটা সেমি নিয়ে এই পথ দিয়ে যাবার কথা। দেখেছ নাকি?'

'কি আশ্চর্য! আজ সকালে আরেক ভদ্রলোক সেমি সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন।' অ্যাটেনড্যান্ট বিস্মিত। 'হ্যাঁ, গত হপ্তায় এসেছিল। কেন মনে আছে জানেন? লোকটা অসম্ভব বদরাগী। আমি তার ট্রেইলরের দরজায় হাত দেয়ায় প্রচণ্ড রেগে যায়।'

'সেটা কি একটা ম্যাক ডিজেল?'

'না। আনকোরা নতুন কেনওয়ার্থ, সঙ্গে একটা স্লীপার আছে। মেজাজ দেখাবার আগে জানতে চাইল স্টেট এইটিসেভেন কোন দিকে। অদ্ভুত চরিত্র।'

'তুমি ভাই আমার খুব উপকার করলে,' তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা, তারপর হাতে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর ওই ভদ্রলোক, আমার জাপানী বন্ধুকে যিনি খুঁজছিলেন?'

'লোকটা জাপানী কিনা তা ভদ্রলোক জানেন না,' বলল অ্যাটেনড্যান্ট। 'তিনি একটা সেমির খোঁজ করছিলেন। লম্বা-চওড়া, অ্যাথলেটদের মত দেখতে, সম্ভবত বিদেশী। মাথায় বোধহয় পরচুলা।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে টয়োটায় ফিরে এল রানা। লুকোচুরি খেলাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। অ্যাটেনড্যান্ট যে বর্ণনা দিল, কোন সন্দেহ নেই লোকটা মেজর দানিয়ুব। মাথার টাক পরচুলা দিয়ে ঢেকে রেখেছে সে।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ, সূত্র একটা পাওয়া গেছে। ট্রাক ও ট্রেইলর নিয়ে স্টেট এইটিসেভেন-এর দিকে গেছে ইয়ামুচি।

হাইওয়েতে ফিরে এল রানা। টেলিফোন কোম্পানিতে ফোন করে জেনে নিতে হবে স্টেট এইটিসেভেন-এ এমন কোন ব্রিজ আছে কিনা যেখান থেকে টোল আদায় করা হয়। যারা টোল আদায় করে তাদেরকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে ইয়ামুচি কোনদিকে গেছে।

আধ মাইলটাক এগোতে একটা কফি শপ দেখল রানা, পাশেই একজোড়া টেলিফোন বুদ। এঞ্জিন বন্ধ করে দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল ও, এই সময় গান মাজল-এর ঠাণ্ডা ইস্পাত ঠেকল নগ্ন ঘাড়ে।

'প্লীজ, বোকার মত কিছু করবেন না,' ব্যাকসীট থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'সত্যি আমি চাই না আপনি মারা যান। পেশীতে ঢিল দিন, হাত দুটো স্টিয়ারিং হুইলে রাখুন–আমি যাতে দেখতে পাই।'

ঘাড়ে কেউ বন্দুক ধরলে রানা তার সঙ্গে তর্ক করে না। হাত দুটো হুইলে তুলল ও। মেয়েটাকে দেখার জন্যে রিয়ারভিউ মিররে তাকাল, কিন্তু

দেখতে পেল না। 'ডাকাতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, আরও নির্জন জায়গার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল, ম্যাডাম।'

'চুপ করে বসে থাকুন।'

টয়োটার পাশে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ পেল রানা। একটু পর টয়োটার সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটের পাশে উঠে বসল এক লোক। রানার উইপন কেসটা তুলে পিছনে বসা মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিল সে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল রানা।

'সিআইএ তোমাকে খুঁজছে, দানিয়ুব,' বলল ও।

কথা না বলে হেসে উঠল মেজর দানিয়ুব।

পিছন থেকে মেয়েটা বলল, 'আপনাকে না কথা বলতে নিষেধ করেছি!' তারপর সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা হয়নি। এবার আপনার পালা, কমরেড।'

মোটা, লোমশ হাত দিয়ে বেল্ট-হোলস্টার থেকে একটা শর্ট-ব্যারেলড্ রিভলবার বের করল দানিয়ুব, মাজলটা চেপে ধরল রানার বগলের নিচে। হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল, 'দেব নাকি শালাকে শেষ করে?'

'তারপর?' জোর করে হেসে উঠল রানা। 'তুমি ভুলে গেছ এটা আফগানিস্তান নয়, আমেরিকা।'

'চুপ! শুধু যখন প্রশ্ন করা হবে তখন মুখ খুলবেন,' বলল মেয়েটা। 'কমরেড দানিয়ুব, আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা ছেলেখেলা কোন ব্যাপার নয়, বা এখানে আমরা কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে আসিনি।'

'ঠিক আছে, আপনি ওকে জেরা করুন, কমরেড সাবরিনা,' রাগে ফোঁস ফোঁস করছে দানিয়ুব। 'কিন্তু প্রয়োজন ফুরালে ওকে আপনি আমার হাতে তুলে দেবেন। আমি ওকে নিজের হাতে মারতে চাই।'

'দীর্ঘ কয়েক বছর ফিল্ডে থাকলেও, আপনি শুধু ঘাস খেয়েছেন,' কঠিন সুরে বলল মেয়েটা, সাবরিনা। 'ভাল ট্রেনিং না পেলে যা হয় আর কি! কথা বলাবার পর ওকে মেরে ফেলা হবে জানলে ও কি মুখ খুলবে? আপনার দেখছি সামান্য কমনসেন্সও নেই।'

'কমরেড সাবরিনা, শত্রুর সামনে আপনি আমাকে অপমান করছেন!' মেজর দানিয়ুব রাগে কাঁপছে।

রানা লক্ষ করল, সাবরিনা উত্তেজিত হচ্ছে না। এ মেয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক, যে-কোন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে।

'দুঃখিত, কমরেড,' বলল সাবরিনা। 'আশা করি বোকার মত আর কিছু বলবেন না।' তারপর রানাকে বলল, 'মি. রানা, বুঝতেই পারছেন, আপনি কে, এখানে কি করছেন, সব আমাদের জানা। আপনার মত আমরাও বিজ্ঞানী ড. ইমানুয়েল সিজার্সকে খুঁজছি।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল রানা। 'আরও খুশি হই যদি বলেন কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে।'

'আমার ধারণা ফুয়েল স্টেশনে অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে কথা বলে আপনি

কয়েকটা ক্লু পেয়েছেন,' বলল সাবরিনা। 'অর্থাৎ আপনি এখন জানেন ড. সিজার্সকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

রানা কিছু বলার আগেই উত্তেজিত গলায় দানিয়ুব বলল, 'কফি শপের জানালা দিয়ে লোকজন আমাদেরকে লক্ষ করছে। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সাবরিনা। 'ঠিক আছে, চলুন সরে যাই আমরা।'

এক ঝটকায় ছোঁ দিয়ে রানার বেল্ট থেকে .৪৫ অটোমেটিকটা তুলে নিল দানিয়ুব। গাড়ি থেকে নেমে আরেকদিকে চলে এল সে, অস্ত্রের মুখে রানাকে ড্রাইভিং সীট ছেড়ে প্যাসেঞ্জার সীটে সরে যেতে বাধ্য করল। 'মরুভূমির দিকে যাচ্ছি,' সাবরিনাকে বলল সে। 'ইন্টারোগেশনের জন্যে প্রাইভেসি দরকার।'

হাইওয়ে ফরটি ধরে দশ মাইল এগোল দানিয়ুব। চারদিকে মরুভূমি, মাঝখানে ফাঁকা রাস্তা। রাস্তা থেকে সরে এসে একটা বালিয়াড়ির আড়ালে টয়োটা থামাল সে। রানার মাথার পিছনে সারাক্ষণ অস্ত্র ঠেকিয়ে রেখেছে সাবরিনা।

গাড়ি থামতে রানাকে নিচে নামতে বলা হলো। গাড়ির দিকে মুখ করিয়ে সার্চ করা হলো ওকে। ওর বুটে একটা ছুরি পেল ওরা, তবে বেল্টের পিছনে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট ব্লেডটা দেখতে পায়নি।

সার্চ শেষ হয়েছে ভেবে টয়োটার ছাদ থেকে হাত তুলে ঘুরতে যাবে রানা, উল্টো করে ধরা কোল্ট অটোমেটিক দিয়ে ওর মাথার পাশে প্রচণ্ড বাড়ি মারল দানিয়ুব। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। মাথায় না লেগে কাঁধে লাগল, অসহ্য ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, বালির ওপর হাঁটু গাড়ল ও।

'জুতো, কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলো,' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে দানিয়ুব। 'জলদি! তা না হলে কপালে আরও খারাবি আছে।'

'কমরেড দানিয়ুব···' শুরু করল সাবরিনা।

তাকে থামিয়ে দিয়ে দানিয়ুব বলল, 'ওকে আপনি চেনেন না, কমরেড সাবরিনা। গ্যারিসনের সবাইকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ও, আমাদের তিনজন সেন্ট্রিকে জখম করে। ওকে বিশ্বাস করলে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা হবে। শুধু আন্ডারওয়্যার পরে থাকুক, পালাবার চেষ্টা করলে রোদে পুড়ে মারা যাবে।'

সাবরিনা চুপ করে থাকল।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে রানা। এই প্রথম মেয়েটিকে দেখছে ও। একহারা গড়ন, বেশ লম্বা, মাথায় ববকাট সোনালি চুল, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ও চঞ্চল। বয়েস হবে খুব বেশি হলে সাতাশ কি আটাশ। নাইনএমএম ল্যুগারটা ধরে থাকার ভঙ্গিই বলে দেয়, আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে দক্ষ সে। চেহারায় দৃঢ় একটা ভাব, অর্থাৎ গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না। 'বোঝাই

যাচ্ছে, আপনি লীডার। কিন্তু কেমন লীডার, সহকারী বা বডিগার্ড আপনার কথা শোনে না? নাকি আপনিও চান আমি আপনার সামনে দিগম্বর সাজি?' কথাগুলো শেষ হয়নি; তার আগেই সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। একটু টলছে।

সাবরিনা ইতস্তত করছে। আর এই সুযোগটাই নিল দানিয়ুব। মুঠো পাকানো বাম হাত দিয়ে রানার চোয়ালে ঘুসি মারল সে। দু'পা পিছিয়ে গেল রানা, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

'হয়েছে,' দানিয়ুবকে বলল সাবরিনা। 'মি. রানা, কথা দিচ্ছি সহযোগিতা করলে আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব। ড. সিজার্স সম্পর্কে আপনি যা জানেন সব আমাকে বলুন, প্লীজ।'

অকস্মাৎ আবার রানার কিডনি লক্ষ্য করে পা চালাল দানিয়ুব, তবে এবার রানা তৈরি থাকায় ঝট করে সরে যেতে পারল।

সাবরিনা বলল, 'মি. রানা, ফিলিং স্টেশনে অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছে, আমরা জানি। একটা ট্রাক, ট্রেইলর, আর জাপানী একজন ড্রাইভার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন আপনি। আড়াল থেকে এইটুকুই শুনেছি আমরা। কি জানতে পারলেন আমাদেরকেও বলুন।'

'ড. সিজার্স সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না,' বলল রানা। 'ভদ্রলোক জিনিয়াস। দু'বছর আগে পর্যন্ত নাসায় ছিলেন। বর্তমানে একা কাজ করছেন। একটা ইউ.এস. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দখল করার পর ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাতে আমেরিকার পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে। আমার ধারণা, এদিকেই কোথাও আছেন তিনি। ব্যস, এর বেশি এখনও কিছু জানি না আমি। তাঁর ট্রেইল ধরে এতদূর আপনারা এলেন কিভাবে?'

'তুমি শালা প্রশ্ন করার কে!' খেঁকিয়ে উঠল দানিয়ুব। পাগলা কুকুরের মত আচরণ করছে সে। চক্কর দিয়ে রানার চারপাশে ঘুরছে, সুযোগ পেলেই যেন কামড়ে দেবে। কথা শেষ করে আবার লাথি চালাল, তবে রানা সতর্ক থাকায় লাগল না।

'অ্যাটেনড্যান্ট আপনাকে কোন সূত্র দেয়নি?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। দানিয়ুবের আচরণ তার পছন্দ না হলেও, দেখেও না দেখার ভান করছে।

'বলল, গ্যাসোলিনের চেয়ে ডিজেল থেকে বেশি মাইলেজ পাওয়া যায়,' জবাব দিল রানা। এবার বাম দিক থেকে দানিয়ুবের একটা লাথি আশা করল ও। নুকে পায়ের পাতার ওপর ষাট ডিগ্রী ঘুরল, খপ করে ধরে ফেলল দানিয়ুবের বুট, ধরেই ঠেলে দিল ওপর দিকে, সেই সঙ্গে ডান হাত দিয়ে লাগাল এক ঘুসি মারল তার উরুসন্ধিতে।

ছিটকে পড়ল দানিয়ুব, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। মুঠো আলগা হয়ে যাওয়ায় খসে পড়েছে কোল্ট, সেটা আবার ধরার জন্যে বালি হাতড়াচ্ছে, এক হাতে চেপে ধরেছে টেসটিকল।

একটা গুলি হলো। রানা অনুভব করল কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল

বুলেটটা। ডাইভ দিয়ে দানিয়ুবের পাশে পড়ল ও, দু'হাতে চেপে ধরল গলাটা, তারপর মুখ তুলে সাবরিনার দিকে তাকাল। কোল্টটা দানিয়ুবের শরীরের নিচে চাপা পড়েছে।

রানা দানিয়ুবের শরীরটাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে, সাবরিনা গুলি করার সুযোগ পাচ্ছে না।

'চাপ বাড়ালে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবে দানিয়ুব,' বলল রানা। 'ল্যুগারটা ফেলে দিন, ম্যাডাম।'

মাথা নাড়ল সাবরিনা, ঠোঁটে এক চিলতে শান্ত হাসি। 'গলা টিপে ওকে আপনি খুন করতে পারবেন না। যদি পারেনও, উনি মারা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। তারপর আপনি যখন ওর লাশ ছেড়ে সরবেন, তখন গুলি করব।'

'ভেবে দেখুন, তখন আমার হাতে কোল্টটা থাকবে,' বলে দানিয়ুবের গলায় চাপ বাড়াল রানা। বাতাসের অভাবে ছটফট করছে দানিয়ুব।

'আপনি ভুল করছেন, মি. রানা,' বলল সাবরিনা। 'এটা আমাদের একটা স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট। মরতেও রাজি আছি, কিন্তু কারও হাতে বন্দী হতে রাজি নই। আমরা প্রায় একমাস হলো জানি যে ড. সিজার্স আমাদের স্যাটেলাইট স্যাবোটাজ করতে যাচ্ছেন। আমরা ভেবেছিলাম মার্কিন সরকারের ইঙ্গিতে বা নির্দেশে কাজটায় হাত দিয়েছেন তিনি। যা করার একাই করছেন, এটা এই প্রথম শুনলাম।' সুন্দর ভুরু বাঁকা করল সে, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। তারপর ল্যুগারটা তুলল আবার। 'বি প্র্যাকটিক্যাল, মি. রানা। আপনি যদি কমরেড দানিয়ুবকে খুন করেন, আপনাকেও আমি খুন করতে বাধ্য হব। চোখের বদলে চোখ, লাশের বদলে লাশ–কেজিবির নীতি আপনার অজানা থাকার কথা নয়।'

দানিয়ুবের গলায় চাপ একটু কমাল রানা, সন্দেহ হলো তা না হলে সত্যি সত্যি মারা যেতে পারে। 'লক্ষ করুন, কাউকে খুন করা আমার উদ্দেশ্য নয়,' বলল ও। 'কিন্তু এই গর্দভটা আমাকে দেখেই খুন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এমন কি আপনার কথাও শুনছে না। অথচ পদমর্যাদায় আপনি ওর সিনিয়র।'

'ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন, মি. রানা,' বলল সাবরিনা।

'ছেড়ে দিলে যে আপনার কথা শুনবে, তার নিশ্চয়তা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ছাড়ার প্রশ্ন পরে। তার আগে কয়েকটা পয়েন্ট পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনারা কি সত্যি এক মাস আগে থেকে জানেন ড. সিজার্স এই কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। সেই থেকে তাঁর ওপর নজর রাখছিলাম আমরা। কিন্তু আপনাদের ড. সিজার্স অত্যন্ত চালাক...'

'উনি আমাদের ড. সিজার্স নন,' বলল রানা। 'আপনাদের মত আমিও তাঁকে বাধা দিতে চাই। তবে তাঁর উদ্দেশ্যটা মহৎ। যুদ্ধ ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত অফেন্সিভ উইপন ধ্বংস করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

এমনও হতে পারে যে তিনি রাশিয়া ও আমেরিকা, দুই দেশের স্পেস মিসাইলই ধ্বংস করতে চান। অফেন্সিভ উইপন একটা মারাত্মক সমস্যা, এটা তিনি দুনিয়ার লোককে জানাতে চাইছেন। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ধ্বংস করাটা স্রেফ একটা ওয়ার্নিং।'

'ড. সিজার্স অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ।'

'বিরল প্রতিভা আর মহৎ উদ্দেশ্য—হ্যাঁ, এই দুই এক হওয়ায় বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন তিনি।'

'আপনি যদি কথা দেন কমরেড দানিয়ুবকে খুন করবেন না, তাহলে আমার একটা প্রস্তাব আছে,' বলল সাবরিনা। 'আসুন, শত্রুতা ভুলে একটা টীম হিসেবে কাজ করি। টীমের উদ্দেশ্য হবে, ড. সিজার্স যে বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছেন সেটা থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করা।'

'ভাল প্রস্তাব। কিন্তু যতটুকু বলেছি তার বেশি আর কিছু আমি জানি না।'

ঠোঁট আরও প্রসারিত হলো সাবরিনার। হাসছে সে। 'কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি খুব সহজেই ধরে ফেলি, মি. রানা। আপনি আরও অনেক কিছু জানেন।' পিস্তলটা নামিয়ে নিল সে। 'আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে এই প্রস্তাব দিতাম না। কেজিবির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল না হলেও, আমাদের বহু এজেন্টকে বলতে শুনেছি এই পেশায় আপনিই নাকি একমাত্র ভদ্রলোক।'

দানিয়ুবের গলা ছেড়ে দিল রানা, তারপর কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে। কোল্টটা বালি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সিধে হলো ও। 'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল। 'তিন দিন আগে এই এলাকা হয়ে আরেক দিকে চলে গেছেন ড. সিজার্স। সঙ্গে তিনজন লোক ছিল। সব মিলিয়ে তিনটে বাহন। একটা ডিজেল ট্র্যাক্টর, একটা ত্রিশ ফুটি ট্রেইলর আর একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ ইউটিলিটি ভেহিকেল। এদিক থেকে কোনদিকে গেছেন, আমরা জানি না। তার সমস্ত সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, যেগুলো স্যাটেলাইট চুরি করতে লাগবে, দুটো ভেহিকেলে বহন করা হচ্ছে।'

এগিয়ে এসে রানার দিকে ডান হাত বাড়াল সাবরিনা। 'পার্টনারস? পরস্পরকে পছন্দ বা বিশ্বাস না করলেও চলবে, শুধু এই মিশনে একটা টীম হিসেবে কাজ করব আমরা। পাগল বিজ্ঞানীকে খুন করার পর আমাদের এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।'

সাবরিনার হাতটা রানা ধরল না। 'খুন? অসম্ভব! কেন তাঁকে আমরা খুন করতে যাব? আমরা শুধু তার প্ল্যানটা ব্যর্থ করে দেব, ব্যস।'

'ঠিক আছে, তাই,' রাজি হলো সাবরিনা। 'প্রয়োজন না হলে আমিও রক্তপাত চাই না।'

তারপরও রানা হ্যান্ডশেক করছে না। 'একটা টীম হিসেবে কাজ করতে হলে ম্যানিয়াকটাকে আপনার সামলে রাখতে হবে, পারবেন তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এখন থেকে কমরেড দানিয়ুব আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে

মেনে চলবেন।'

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল দানিয়ুবের শরীরে। 'না!' হুঙ্কার ছেড়ে বালির ওপর থেকে বাঘের মত লাফ দিল সে রানাকে লক্ষ্য করে। এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলায় হাতের কোল্টটা তার দিকে ঘোরাতে ব্যর্থ হলো রানা। ওর তলপেটে জোড়া পা দিয়ে পড়ল দানিয়ুব। পিছন দিকে আছাড় খেলো রানা, আলগা মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল কোল্টটা।

দানিয়ুব বালির ওপর কাত হয়ে পড়েছে, বেল্ট হাতড়ে নিজের রিভলবার বের করার চেষ্টা করছে সে। টলতে টলতে সিধে হলো রানা, চোখের সামনে নির্ঘাত মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে। বেল্টের সঙ্গে আটকানো হোলস্টার পেয়ে গেল দানিয়ুবের হাত, সেটা থেকে বেরিয়ে আসছে রিভলবারটা। ছুটে আসছে রানা, কিন্তু এখনও পাঁচ হাত দূরে ও।

দানিয়ুব রিভলবার তাক করল। রানার সময় শেষ। এখন না কোথাও লুকাতে পারবে, না পালাতে পারবে। ওর কোন সুযোগই নেই।

মুহূর্তটি স্থির হয়ে গেল। শর্ট-ব্যারেলড্ রিভলবারের গোল কালো গর্তটা রানাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। একপাশে সরে যাবার জন্যে লাফ দিল, কিন্তু জানে কোন লাভ নেই। রানা শূন্যে, লাফ দেয়ার পর এখনও বালির ওপর পড়েনি, গুলির শব্দ হলো। গরম বালি আর পাথরের ওপর কাঁধ দিয়ে পড়ল ও, পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটা, উপলব্ধি করল বেঁচে আছে। পরমুহূর্তে এক লাফে সিধে হলো, তাকিয়ে থাকল লালচে বালির ওপর পড়ে থাকা দানিয়ুবের দিকে—ঝাঁকি খাচ্ছে দুই পা, মোচড় খাচ্ছে শরীরটা। ঘাড় থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

শব্দ, দৃশ্য, সময়—সব যেন একাধারে পীড়াদায়ক ও বিস্ময়কর মন্থর গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। রানা দেখল, সাবরিনার হাতে ধরা ল্যুগারটা আবার উঁচু হচ্ছে। এবার তপ্ত সীসাটা দানিয়ুবের কপাল ফুটো করে দিল।

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল সাবরিনা। 'গত এক মাস আমার কোন কথাই শোনেনি ও। শুনলে এতদিনে হাতে পেয়ে যেতাম ড. সিজার্সকে।' পিস্তলটা হাতব্যাগে ভরে ফেলল। 'ওর এই অবাধ্যতা সম্পর্কে মস্কোয় আমি রিপোর্ট করেছি। রাশিয়ায় ফিরলে কঠিন শাস্তি পেতে হত ওকে। বলা যায় মরে বেঁচে গেছে।'

রানা নড়ছে না। 'এখন কি হবে?'

'আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি,' বলল সাবরিনা। 'দু'জনের উদ্দেশ্যই যখন এক, পরস্পরকে সাহায্য করতে অসুবিধে কি?' হেঁটে এসে কোল্টটা বালি থেকে কুড়িয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। রানা সেটা নিতে দানিয়ুবের লাশের পাশে চলে এল মেয়েটা, ঝুঁকে সার্চ করল তাকে, জাল পরিচয়-পত্রটা বের করে নিজের হাত ব্যাগে ভরল। রানাকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করে হেঁটে এল গাড়ির কাছে।

'লাশটার কি হবে?' জানতে চাইল রানা।

'লুকাবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। এটা যখন আবিষ্কার হবে, কাজ

সেরে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব আমরা।'

রানা একটা ঢোক গিলল। এমন ঠাণ্ডা পাষাণ খুব কমই দেখা যায়।

'আমি প্রফেশন্যাল, রানা,' যেন রানার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বলল সাবরিনা। 'আমার এই পেশায় দুর্বলতা বা আবেগের কোন স্থান নেই।'

'দানিয়ুব আমাকে পেয়ে গিয়েছিল,' বলল রানা। 'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। সেজন্যে অবশ্যই আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না দানিয়ুবকে আপনি আহত না করে মেরে ফেললেন কেন?'

'ব্যক্তিগত আক্রোশটাকে বড় করে দেখছিল ও, এই পেশায় যেটা মারাত্মক ক্ষতিকর,' বলল সাবরিনা। 'তাছাড়া, আপনাকে আমি গাইড হিসেবে বিবেচনা করছি। সেই গাইডকে খুন করে ড. সিজার্সের কাছে আমার যাবার পথ বন্ধ করে দিতে চাইছিল সে।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, এই মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাবরিনার সঙ্গে কাজ করা যেতে পারে। কাজ শেষ হওয়া মাত্র কেটে পড়তে হবে।

টয়োটা নিয়ে শহরে ফিরল ওরা। অন্য এক ফিলিং স্টেশনে থামল ফোন করার জন্যে। অপারেটরের কাছ থেকে একটা নম্বর সংগ্রহ করল রানা। নম্বরটা লংব্রিজ টোল-বক্সের। সেখানে ফোন করে জানা গেল, তিন দিন আগে একটা কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর ব্রিজ পার হয়েছে। ফোনের রিসিভার এমনভাবে ধরল রানা, সাবরিনাও যাতে অপরপ্রান্তের কথা শুনতে পায়। ভুরু কুঁচকে টয়োটায় ফিরে এল সে। রানা তাকে লাল হাওয়াই শার্ট আর ইয়ামুচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল। তারপর বলল, 'স্টেট-এইটিসেভেন ধরে গেছে ওরা। লংব্রিজ পেরোলে সামনে পড়বে অ্যাপাচি আর হোবি রিজার্ভেশন। পাহাড়ের ছড়াছড়ি ওদিকে। উঁচু পাহাড়ই দরকার ড. সিজার্সের। যত ওপরে থাকবেন তারাদের সঙ্গে তত ভালভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন। দুর্গম এলাকার আরেকটা সুবিধে, সহজে কেউ তাঁর খোঁজ পাবে না।'

'রওনা হবার আগে আমাদের রেন্টাল কার থেকে একজোড়া সুটকেস নিতে হবে,' বলল সাবরিনা।

গতিস্পীডে ছুটছে গাড়ি, মাঝে মধ্যে চোখ ঘুরিয়ে কেজিবি এজেন্টের দিকে তাকাচ্ছে রানা। হাত মেলাবার সিদ্ধান্তটা ভুল হলো কিনা ভাবছে ও।

ওর দিকে একবারই মাত্র সরাসরি তাকাল সাবরিনা, ঠোঁটে শান্ত এক চিলতে হাসি। 'এখনও আপনার ইতস্তত ভাবটা যাচ্ছে না, ভাবছেন একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হওয়াটা উচিত হয়েছে কিনা। শুনুন, অন্তত এই মিশনে আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। পরস্পরকে শুধু তথ্য দিয়ে সাহায্য নয়, প্রাণ দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। আমরা একটা মিলিটারি ইউনিটের মত কাজ করব। এক ঘণ্টা আগে আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি, কিন্তু এরপর হয়তো আপনি সুযোগ পাবেন আমার প্রাণ বাঁচানোর। সামনে কি ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে আমরা জানি না।'

উত্তরে নিঃশব্দে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

এক ঘণ্টা পর রাস্তার ধারের নিঃসঙ্গ একটা কাফের পাশে টয়োটা দাঁড় করাল ও। সাবরিনা ঘুমাচ্ছিল, চোখ খুলে জানতে চাইল, 'থামলেন কেন?'

'আপনার খিদে পায়নি?'

বাইরে তাকিয়ে কাফেটা দেখতে পেল সাবরিনা। 'হ্যাঁ, পেয়েছে,' বলল সে। 'কিন্তু এরপর থেকে আমার সঙ্গে আলোচনা না করে কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না বা কোন কাজ করবেন না। আমিও প্রতিটি কাজে আপনার সম্মতি চাইব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, ঘুমন্ত পার্টনারকেও জিজ্ঞেস করতে আমার ভুল হবে না।'

'রানা,' হেসে উঠে বলল সাবরিনা, 'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে কাজ করা বেশ কঠিনই হবে।'

কাফেতে তিনটে টেবিল, দুটো বুদ। ওরা একটা বুদে ঢুকে স্টেক ডিনারের অর্ডার দিল। চল্লিশোত্তীর্ণা এক মহিলা রাঁধুনি ও ওয়েট্রেস হিসেবে কাজ করলেও, এই ব্যবসার অংশীদারও সে। রানা তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় জানা গেল, মহিলার স্বামী একজন ট্রাক ড্রাইভার। সেমি কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর চেনে সে। তবে এদিকে সে কোন নাক চ্যাপ্টা জাপানী বা কোন সেমি কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর দেখেনি।

ডিনার সেরে আবার টয়োটায় উঠল ওরা। পরবর্তী গন্তব্য ক্লিন্টস ওয়েল।

ক্লিন্টস ওয়েল ছোট একটা গ্রাম। মাত্র দুটো জেনারেল স্টোর, একটা ফিলিং স্টেশন আর পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পনেরো-বিশটা খালি ভ্যাকেশন কেবিন দেখা গেল। গাড়ি থামিয়ে দু'জন দুটো দোকানে ঢুকল ওরা।

রানার দোকানদার ম্যাগাজিন শার্ট পরা এক বুড়ো। চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, কাউন্টারে কফির কাপ, হাতে জ্বলন্ত পাইপ। চুরি যাওয়া একটা সেমি কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর খুঁজছে রানা, শুনে খবরের কাগজ রেখে দিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'সেমিটা কি সবুজ রঙের? সঙ্গে একটা থারটি ফুট ট্রেইলর আছে? একজন জাপানী চালাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ। কোনদিকে গেছে বলতে পারেন?'

জানা গেল, বেআইনীভাবে পার্ক করায় ডেপুটি শেরিফ ড্রাইভারকে পঁয়তাল্লিশ ডলার জরিমানা করেছিল। বাজ পড়া শহরে পুলিসের এটা একটা ফাঁদ, এ-ধরনের একটা অভিযোগ করায় জরিমানার পরিমাণ একশো ডলার করে ডেপুটি শেরিফ। ড্রাইভার তারপরও গজগজ করতে থাকে, পাইন শহরে নাকি পুলিসের এরকম বাড়াবাড়ি নেই। জরিমানা দিয়ে ফুলস্পীডে শহর ছেড়ে চলে যায় সে।

'যাই তাহলে, দেখি পাইনে তাকে পাই কিনা,' বলে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল রানা।

উপত্যকায়, ঘাসের ওপর শুয়ে রয়েছে রানা। গাছপালার ভেতর দিয়ে

ক্যাম্পগ্রাউন্ডের কিনারায় পার্ক করা হালকা সবুজ রঙের ত্রিশ-ফুটী ট্রেইলরটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এত সহজে খোঁজ পেয়ে গেল কেন?

বিশ মাইল গাড়ি চালিয়ে পাইনে পৌঁছেছে ওরা। শহরে এক হাজার লোক বাস করে, গ্রীষ্মের ছুটিতে লোক সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। শহরের সবচেয়ে বড় গ্যাস স্টেশনে থেমেছিল সেমি কেনওয়ার্থ, ট্রেইলরসহ। ওদের মত জাপানী ড্রাইভারও অ্যাটেনড্যান্টকে প্রশ্ন করে জেনে নেয় ডিজেল ফুয়েল কোথায় পাওয়া যাবে, লোকাল ক্যাম্পগ্রাউন্ডটা কোন দিকে। দুই স্টেশনেই কর্মীদের সঙ্গে তর্ক হয় তার। এক জায়গায় হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। প্রকাণ্ড কেনওয়ার্থ আর লম্বা ট্রেইলরটার কথা সবারই মনে আছে। প্রশ্ন করায় একাধিক লোক ইয়ামুচিকে জানিয়েছে পাইন উপত্যকাটা কোন দিকে–হাইওয়ে থেকে এক মাইল দূরে, মোগোলিয়ন রিম-এর নিচে।

ট্রেইলরের দিকে আবার তাকাল রানা, তারপর সাবরিনাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে এক ছুটে বিশ গজ পার হলো। ট্রেইলরের গায়ে তাজা ডালপালা স্তূপ করা রয়েছে। আশপাশে কেনওয়ার্থ বা কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানের মার নেই, কোল্ট অটোমেটিকটা হাতে নিয়ে এগোচ্ছে রানা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হলো। ট্রেইলরটা খালি। কোন জিনিস-পত্রও নেই, লোকজনও নেই। আশপাশটা ভাল করে ঘুরে দেখল রানা। কেউ নেই।

এক ঘণ্টা পর আবার ক্লিন্টস ওয়েল-এ ফিরে এল ওরা। রানাকে সাবরিনা বলল, 'শোনা কথাটা তাহলে সত্যি। আপনি নাকি কখনও ক্লান্ত হন না। বললেন কাল সারারাত গাড়ি চালিয়েছেন। শেষবার কখন ঘুমিয়েছেন জানতে পারি?'

'দু'দিন আগে। আগে ড. সিজার্সকে খুঁজে পেয়ে নিই, তারপর ঘুমানো যাবে।'

'ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোন মোটেল নেই, আমাকে আপনার এই গাড়িতেই ঘুমাতে হবে।'

'আপনি ঘুমান। আমি বুড়ো দোকানদারকে বিয়ার খাইয়ে আসি।'

'আপনি যদি না ঘুমিয়ে থাকতে পারেন, আমিও পারব। ড. সিজার্স তাহলে বোগাস একটা ট্রেইলর ফেলে রেখে আমাদেরকে বোকা বানাতে চেয়েছেন। ড্রাইভার গোলমাল পাকায়, সবাই যাতে তাকে মনে রাখে। আসল ট্রেইলরটা তাহলে কোনদিকে গেছে?'

'বোধহয় আশপাশেই কোথাও আছে। খুঁজে বার করতে হবে।'

'আপনার ধারণা ম্যাগাজিন শার্ট জানতে পারেন?'

'পারেন।' আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বৃষ্টিও শুরু হলো। 'ভিজতে চাইলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন, তা না হলে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিন।' দরজা খুলে টয়োটা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওকে দেখেই বুড়ো দোকানদার জানতে চাইল, 'লোকটাকে পেলেন?'

'ব্যাটা আমাকে বোকা বানিয়েছে,' বলল রানা। 'ট্রেইলর একটা পেয়েছি, কিন্তু খালি। সে নিশ্চয়ই আরও একটা ট্রেইলর নিয়ে দু'তিনদিন আগে এদিকে এসেছিল, কিন্তু আপনি দেখতে পাননি।'

বুড়ো হাসল। 'কে বলল দেখতে পাইনি? প্রথমবার এক সন্ধ্যার দিকে সবুজ কেনওয়ার্থ এল, তবে আমাদের এখানে থামেনি। দোকানের বারান্দা থেকে আমরা দেখলাম বাঁক নিয়ে ম্যাককলাফ লেন-এ ঢুকল। শহর থেকে মাইল দুয়েক উত্তরে হলেও, কেনওয়ার্থের লাইট এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আরেকটা বাঁক ঘুরতে ক্লিয়ার‍্যান্স লাইট হারিয়ে গেল, কাজেই বুঝলাম পাইন বনে ঢুকল ওটা। ওই রাস্তায় ফরেস্ট্রির গেট আছে, এলাকাটা জাতীয় উদ্যানের অংশবিশেষ।'

'এখান থেকে দু'মাইল উত্তরে, ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। আমরা বুঝতে পারছিলাম না অত বড় একটা রিগ ওখানে কি করতে গেল। ওই একই রকম একটা ট্রেইলর পরদিনও দেখলাম। ভাবলাম ড্রাইভার পথ হারিয়ে ফেলেছিল, তাই আবার শহরে ফিরে এসেছে। এখানে থেমে পথের হদিশ জানতে চাইল ড্রাইভার, তখনই ডেপুটি শেরিফ জরিমানা করে। আমরা তাকে পাইনের রাস্তা বলে দিতে সে চলে যায়।'

টয়োটায় ফিরে এসে সাবরিনাকে রানা বলল, 'ড. সিজার্স একটা নয়, দুটো কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর ব্যবহার করছেন। ট্রেইলরসহ প্রথম ট্র্যাক্টর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাতে ন্যাশনাল ফরেস্টে ঢুকেছে। ইয়ামুচি পরে আরও একটা কেনওয়ার্থ নিয়ে ওদিকে যায়, ভান করে পথ হারিয়ে ফেলেছে, এখানে ফিরে এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে পাইন শহরটা কোনদিকে। সবার চোখের সামনে দিয়ে পাইনের দিকে চলে যায় সে। আবার সে ফিরে আসে, সম্ভবত রাতের অন্ধকারে, ফিরে এসে ন্যাশন্যাল ফরেস্টে ঢুকেছে। ওদিকে একটা ফরেস্ট্রি গেট আছে।'

'আমরা তাহলে ওদিকেই যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। ম্যাককলাফ লেন ধরে মাইলখানেক এগোবার পর সাইড ট্রেইল ধরল, দু'মিনিট পর ঝোপের আড়ালে থামাল টয়োটা। চারদিকে আকাশ ছোঁয়া পাইনবন। ইতিমধ্যে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। ঠিক হলো, গাড়িতেই ঘুমাবে সাবরিনা।

হাতে একটা কম্বল নিয়ে টয়োটার পিছনে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কোথাও কোন শব্দ বা নড়াচড়া নেই। ঘন একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল ও, কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

'কবির মাই বয়, তোমার আসল কাজ হলো পাওয়ার-ইনপুট সাইকল্‌বোর্ড মনিটর করা,' বললেন ড. সিজার্স। 'এই ডিজিটাল রিডআউট-এর মার্ক এক বিন্দু এদিক ওদিক হলেই আমাকে জানাবে। প্রপার ভোল্টেজ আর সাইক্‌ল্‌ না পেলে আমার গোটা অপারেশন ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'ইয়েস, স্যার!'

ছয়টা সিআরটি স্ক্রীন থেকে রিডআউটস পাওয়া যাচ্ছে; ড. সিজার্সের চারপাশে কয়েক ডজন ডায়াল আর ডিজিটাল ডিসপ্লে অনুক্রম বজায় রেখে সাজানো হয়েছে। ছ'টা টগল্‌ সুইচ অন করলেন তিনি, বোর্ডগুলোকে আলোকিত হয়ে উঠতে দেখলেন।

কমপিউটর কীবোর্ডে সহজ একটা কমান্ড টাইপ করলেন তিনি, 'ট্র্যাক আইডেনটিফায়েড অরবিটর।' চেয়ারে হেলান দিলেন, ঘাড় ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা কবিরের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে নার্ভাস একটু হাসলেন। রিডআউট থেকে জানা গেল নিয়মিত কক্ষপথ ধরে তাঁর টার্গেট খানিক পরই দুনিয়ার এদিকটায় চলে আসবে।

আসা মাত্র দ্রুত টার্গেটে তাঁর ট্রেসার লক করলেন ড. সিজার্স, কমপিউটরকে নতুন নির্দেশ দিলেন, 'সেন্ড ফার্স্ট ব্যাচ অব অ্যাকসেস কোডস টু দ্য টার্গেটেড অরবিটর অন ইট'স ফ্রিকোয়েন্সি।'

চেয়ার ছাড়লেন ড. সিজার্স, সেটাকে ঘিরে এক পাক হাঁটলেন, ধপ করে আবার বসে পড়লেন। এখন শুধু আশায় আশায় থাকা আর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করা। 'তোমার কি মনে হয়, কবির?'

অভয় দিয়ে হাসল কবির। 'আমরা সফল হবই, স্যার। আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

'গড ব্লেস ইউ, মাই বয়!'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চল্লিশ হাজার সম্ভাব্য কোডেড শব্দসমষ্টি পাঠানো হয়েছে। এখন তিন মিনিটের বিরতি চলছে।

সময়টা পার হয়ে গেল কোন ঘটনা ছাড়াই। অরবিটরের সিকিউরিটি সিস্টেম ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে কোডগুলো। কমপিউটরকে সেকেন্ড ব্যাচ, অর্থাৎ নতুন আরও চল্লিশ হাজার কোড করা মেসেজ ট্র্যান্সমিট করার নির্দেশ দিতে হলো। আবার চেয়ার ছাড়লেন ড. সিজার্স, কবিরের কাঁধ ধরে চাপ দিলেন একবার; তারপর পায়চারি শুরু করলেন।

আরও তিন মিনিট কেটে গেল। কিছু ঘটল না। অরবিটরের কমপিউটর নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তাঁকে। নতুন আরও এক ব্যাচ কোড পাঠালেন তিনি।

রুশ অরবিটরের অ্যাকসেস পেতে কাজে লাগতে পারে, এরকম কিছু বেসিক কোড কয়েক হপ্তা আগে নিজের কমপিউটরে ঢুকিয়েছিলেন ড. সিজার্স। কমপিউটরকে এরপর তিনি বেসিক কমবিনেশনগুলোকে যেমন খুশি তেমন ভাবে সাজিয়ে পৃথক গ্রুপে ভাগ করতে বলেন, থামতে হবে দেড় মিলিয়ন সেট-এ পৌঁছে। কমপিউটর চল্লিশ হাজার কোড-এর গ্রুপ তৈরি করে রেখে দেয় মেমোরিতে।

একে একে দশবার সম্ভাব্য কোড অ্যাকসেস মেসেজ পাঠালেন ড. সিজার্স, দশবারই তাঁর সামনের স্ক্রীন খালি থাকল।

অরবিটরের রহস্য তিনি ভেদ করতে পারছেন না। ভেহিকেলটা আমেরিকার ওপর থেকে সরে গেছে নিজের কক্ষপথ ধরে, এখন আর তাঁর ওটাকে দখল করার সুযোগ নেই।

বিমর্ষচিত্তে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। কপাল খারাপ। তবে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। অনেক সময় বারবার চেষ্টা না করলে অ্যাকসেস পাওয়া যায় না। এমন কি দেড় মিলিয়ন কোডেও হয়তো কাজ হবে না। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য অন্যান্য কোড দেবেন তিনি কমপিউটরকে, সেগুলোয় নতুন শব্দ, নাম আর সংখ্যা থাকবে।

প্রথমবার চেষ্টা করার পর দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এই সময় অ্যান্টেনা ট্র্যাকিং থেকে একটা রিপোর্ট এল—পরবর্তী কক্ষপথ ধরে আবার ঘুরে এসেছে ভেহিকেলটা। টার্গেটে ট্রেসার লক করে আবার তিনি চেষ্টা করলেন।

তৃতীয় ব্যাচ কোড পাঠিয়েছেন, ভোল্টেজ কমে গেল। 'কি হলো, কবির? ভোল্টেজ বাড়াও!'

লিভার আর বাটন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল কবির। একটু পরই ভোল্টেজ লেভেল ওপরে উঠে স্থির হলো।

এক মিনিট পর ড. সিজার্সের সামনে স্ক্রীনটা জ্যান্ত হয়ে উঠল। সঠিক কোড পেয়ে গেছেন তিনি। অরবিটর তাঁর কাছে নির্দেশ চাইছে। রাশিয়ানদের একটা স্যাটেলাইট তিনি দখল করতে পেরেছেন!

কীবোর্ডে দ্রুত আঙুল চালিয়ে কমান্ড টাইপ করলেন ড. সিজার্স। যত দ্রুত টাইপ করলেন, তত দ্রুতই সরল ভাষা থেকে টেলিমেট্রিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়ে নির্দেশটা অরবিটরে পৌঁছে গেল। একটা প্যাডে চোখ বুলালেন। সেটা দেখে অরবিটরের জন্যে তৈরি করে রাখা সাজানো-গুছানো কমান্ড পাঠালেন। তারপর পাঠালেন নতুন আরেকটা কমান্ড, এটার কাজ হবে অরবিটর কমপিউটরের অ্যাকসেস কোড বাতিল করা। নতুন কোড বাতিল কোড-এর জায়গা দখল করবে। এটা ড. সিজার্স এমন এক জটিল পদ্ধতিতে তৈরি করেছেন, এক বিলিয়ন বার চেষ্টা করলে অ্যাকসেস পাবার সম্ভাবনা মাত্র একবার।

কাজ সেরে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। অরবিটরে তিনি দুটো বেসিক কোড পাঠিয়েছেন। একটা পাঠিয়ে অরবিট লাইন দশ ডিগ্রী বদল করেছেন। এতে করে অরবিটর-এর মালিক কিছু একটা ঘটেছে ভেবে আঁৎকে উঠবে।

দ্বিতীয় নির্দেশটা হলো, নতুন গ্রাউন্ড বেইস ছাড়া অন্য কোথাও থেকে যে নির্দেশই দেয়া হোক না কেন, উত্তরে কিছুই ট্রান্সমিট করা যাবে না।

স্ক্রীনে চোখ রেখে ডাটা পাঠানো ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়া লক্ষ করছেন ড. সিজার্স। আপনমনে মিটিমিটি হাসছেন তিনি।

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, স্যার,' বলল কবির, তার চেহারাও উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়! আমরা এখন একটা অরবিটরের নতুন পিতা, কবির! বাইশ হাজার মাইল ওপরে ওটা, ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল গতিতে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরেছে। কংগ্র্যাচুলেশন্স!'

'স্যার, আপনার নাম ইতিহাসের পাতায় উঠে গেল!'

'এই কৃতিত্ব আমি একা নেব না, মাই বয়। এতে তোমারও ভাগ থাকবে।'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে হাসল খায়রুল কবির। 'তার কোন প্রয়োজন নেই, স্যার। আপনার মত আমিও দুনিয়ার মানুষকে চমকে দিতে চাই, তবে সেটা আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে।'

'আমি নিশ্চিত, কবির, তোমার মেধা তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।' খায়রুল কবির মনে মনে বলল, কতদূর তা আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না!

ওয়াশিংটন ডি.সি., ভোর সাড়ে পাঁচটা।

একজন এইড এইমাত্র প্রেসিডেন্টের ঘুম ভাঙিয়েছে। কি ব্যাপার? না, হটলাইনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রিমিয়ার অপেক্ষা করছেন। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সঙ্কট। আলখেল্লা পরে, গায়ে স্লিপার গলিয়ে, করিডরে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট, ওভাল অফিসের দিকে যাচ্ছেন।

ওভাল অফিসে চারজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন, সবার চেহারা থমথম করছে। এরইমধ্যে প্রেসিডেন্টের ডেস্ক ড্রয়ার থেকে লাল ফোনটা বের করা হয়েছে। রিসিভারটা নিয়ে নিজের নাম বললেন প্রেসিডেন্ট।

'মি. প্রেসিডেন্ট, প্রিমিয়ার। আমি ক্ষুব্ধ! আমি স্তম্ভিত! এ-ধরনের কাজ কিভাবে আপনি করতে পারেন! পৃথিবীকে এভাবে হুমকি দেয়ার মানে কি?'

'গুড আফটারনুন, মি. প্রিমিয়ার,' বললেন প্রেসিডেন্ট। মস্কোয় এখন বিকেল হতে যাচ্ছে। 'আপনার বক্তব্য আমার বোধগম্য হচ্ছে না, দুঃখিত।'

'সঙ্কট নিয়ে কৌতুক করা আপনার সাজে না, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার বিজ্ঞানীরা, আপনার স্পেস এজেন্সি আমাদের একটা অরবিটিং স্যাটেলাইট ক্যাপচার করেছে। এবং অবশ্যই আপনি তা জানেন!'

'আপনারা একটা স্যাটেলাইট হারিয়েছেন? না, আমি জানি না।' নাসা-র চীফ ডগলাস বোথাম-এর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, হটলাইন অ্যাকটিভেট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউসে ডাকা হয় তাঁকে। তাঁর ইঙ্গিতে একজন এইড ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে মাথা

নাড়লেন তিনি। প্রেসিডেন্ট হটলাইনে আবার বললেন, 'কনফার্ম হয়েই বলছি, মি. প্রিমিয়ার। খবরটা আমাদের কাছে নতুন।'

অপরপ্রান্তে কারও সঙ্গে পরামর্শ করছেন রুশ প্রিমিয়ার। তারপর আবার তাঁর গলা ভেসে এল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, এর আগে পরস্পরকে আমরা মিথ্যেকথা বলিনি। আশা করি এখনও সেই সুনাম আপনি অক্ষুণ্ন রাখছেন।'

প্রেসিডেন্ট জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

'মি. প্রেসিডেন্ট, ওটা দখল করা হয়েছে গোপন অ্যাকসেস কোড ভেঙে। তারপর থেকে ওটার সঙ্গে আমরা আর যোগাযোগ করতে পারছি না। প্রশ্ন হলো, আমেরিকা ছাড়া আর কে এই কাজ করতে পারে···'

'কেন ভাবছেন কেউ চুরি বা দখল করেছে? কি করে জানলেন নষ্ট হয়নি বা ভেঙে পড়েনি?'

'আমরা ওটা ট্রেস করতে পারছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন রুশ প্রিমিয়ার। 'অর্থাৎ নষ্টও হয়নি, ভেঙেও পড়েনি। এমন কি হতে পারে না, আপনার অজান্তে আপনাদের কোন এজেন্সি ওটা দখল করে নিয়েছে? আপনি বরং খোঁজ নিন, প্লীজ। ছ'ঘণ্টা পর আবার আমি যোগাযোগ করব। গুড বাই, মি. প্রেসিডেন্ট।'

নাসা চীফ-এর দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ছ'ঘণ্টা। ডগলাস, চেক করে দেখো ওদের কোন্ স্যাটেলাইটটা কক্ষপথ বদল করেছে। প্রথমে জানতে হবে কি ওরা হারিয়েছে, তারপর কারা দায়ী। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হবে, স্রেফ একটা ওয়েদার বা স্পাই স্যাটেলাইট নয়। তারপর আমরা ইমার্জেন্সি মীটিঙে বসব।'

ঘুম ভাঙার পর কম্বলের তলা থেকে ইনগ্রামটা বের করে কাঁধে ঝোলাল রানা, কম্বলটা ভাঁজ করে বগলের তলায় আটকাল, তারপর ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল গাড়ির দিকে।

টয়োটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, ঝোপ আর গাছপালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাবরিনা, অলসভঙ্গিতে চিরুনি চালাচ্ছে সোনালি চুলে। জিনস আর ব্লাউজ পরে আছে সে। টয়োটার রেডিওটা খোলা, খবর পড়া শেষ হতে চলেছে।

দৃশ্যটা স্বাভাবিক, কিন্তু রানার চোখে কয়েকটা খুঁত ধরা পড়ল। সাবরিনার সঙ্গে হাতব্যাগ নেই, নেই ল্যুগারটাও। অস্ত্রটা সে কখনোই নাগালের বাইরে রাখে না। চুলে চিরুনি চালাবার ফাঁকে দু'একবার বাম পাশের ঝোপের দিকে তাকাচ্ছে সে।

টয়োটা আর সাবরিনার আশপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা। মনে হলো কিছু নড়ছে, কিন্তু কোথায়? সাবরিনার হাতে ধরা চিরুনিটা কি কাঁপছে? নাকি সে বিশেষ একটা দিকে তাক করছে ওটা? তারপর চোখে পড়ল। সাবরিনা চিরুনি তাক করছে টয়োটা থেকে দশ ফুট দূরে, একটা ঝোপের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বাতাস নেই, অথচ ঝোপটা সামান্য

নড়ল একবার।

আরও কাছাকাছি অন্য একটা ঝোপও নড়ে উঠল, এত সামান্য যে তাকিয়ে না থাকলে ধরা পড়ত না চোখে। পিছিয়ে এসে কাছাকাছি ঝোপটার দিকে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। ভোরের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি। পাখিরা এখনও জাগেনি। টয়োটার দরজার কাছে সরে এসে রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে দিল সাবরিনা। ধন্যবাদ!

কয়েকটা পাইন গাছকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা। ঝোপের আড়াল থেকে বিশ ফুট সামনে প্রথম লোকটাকে দেখতে পেল। লোকটা খর্বকায় জাপানী, পরনে ক্যামোফ্লেজড আর্মি ইউনিফর্ম। হাতে একটা এম-সিক্সটিন অটোমেটিক রাইফেল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাবরিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লোকটার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। খুক করে কাশল ও। বন করে ঘুরল লোকটা। ইনগ্রামের মাজল তার ঠোঁটে চেপে ধরল রানা। 'একটা শব্দ করলেই খুন হয়ে যাবে। আঙুল তুলে দেখাও তোমরা ক'জন?'

ধীরে ধীরে একটা আঙুল তুলল লোকটা।

ব্যারেলটা তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল রানা। লোকটা এবার তাড়াতাড়ি দুটো আঙুল খাড়া করল। রানা জানতে চাইল, 'এখানে কে তোমাদের পাঠিয়েছে?'

'ইয়ামুচি।'

'মেয়েটাকে খুন করার পর আমার জন্যে অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না?'

'বসের বস্ নির্দেশ দিয়েছেন, কোন রকম রক্তপাত ঘটানো চলবে না। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে এদিকে কাউকে দেখলে বন্দী করে তিন দিন আটকে রাখতে হবে।'

'বস্ কে? বসের বস্ই বা কে?'

'আমাদের বস্ চৌধুরী খায়রুল কবির। তাঁর বস্ ড. ইমানুয়েল সিজার্স। তিনি একজন বিজ্ঞানী।'

বিনা নোটিশে লোকটার কপালের পাশে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। ট্রাউজারের পকেট থেকে নাইলন কর্ড বের করে দ্রুত তার হাত-পা বাঁধল। তারপর ক্রল করে এগোল দ্বিতীয় লোকটার খোঁজে।

বিশ ফুট দূরে থাকতে ওকে দেখে ফেলল দ্বিতীয় লোকটা। ইনগ্রাম সাবমেশিন গান তাক করা দেখে হাতের রাইফেল ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল সে। 'দম বন্ধ করে থাকো,' নির্দেশ দিল রানা। সুবোধ বালকের মত মাথা ঝাঁকাল লোকটা। এগিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়াল রানা।

এরও হাত বাঁধল ও। তারপর টয়োটার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল। ওকে দেখে সাবরিনা বলল, 'যাক, বিপদ কেটে গেছে।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে পায় ওরা?'

'হ্যাঁ, তবে কথা দিচ্ছি এরকম আর কখনও ঘটবে না।'

'আমাদেরই ভুল। উচিত ছিল…'

ঘুরে লোকটার গালে একটা চড় কষল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সব কথা খুলে বলো। এখানে তোমরা কি করছ?'

'কিছু না। আমরা হরিণ শিকার করতে এসেছি।'

'তোমার আয়ু আর পাঁচ মিনিট,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গী অনেক কথাই স্বীকার করেছে। জেরার উত্তর না মিললে আয়ুর মেয়াদ বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে কি করছ তোমরা?'

লোকটার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা ইয়ামুচির বন্ধু। প্রায় সবাই আমরা রিজার্ভ ন্যাশনাল গার্ড। সে বলল, মানুষের কল্যাণে যুগান্তকারী অবদান রাখবে, এমন একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন একজন বিজ্ঞানী, আমাদের কাজ তাঁকে নির্বিঘ্নে গবেষণা করতে দেয়া। কাজেই এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি, কাউকে আসতে দেখলে আটক করব।'

'এই রাস্তা ধরে কতদূর গেলে ট্রেইলরটা পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল রানা।

'ট্রেইলরটা কোথায় তা আমাদেরকে বলা হয়নি। ট্রেইলের ওদিকে আমরা যাইনি।'

'সব মিলিয়ে কতজন তোমরা?'

'জানি না। ন্যাশনাল গার্ড থেকে আমরা বিশজন এসেছি। তবে ইয়ামুচিকে ত্রিশজনের কথা বলতে শুনেছি।'

'আর কি জানো তুমি?'

লোকটা মাথা নাড়ল।

তাকে পিছন ফিরতে বলল রানা। অজ্ঞান করার পর পা বাঁধল, তারপর টেনে একটা ঝোপের ভেতর রেখে এল। গাড়ি নিয়ে ট্রেইল অনুসরণ করার চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। সাবরিনাকে তৈরি হয়ে নিতে বলে উইপন কেসটা বের করল গাড়ি থেকে, তারপর স্কিনসুটটা পরতে শুরু করল।

নিজের একটা সুটকেস খুলে জার্মানীতে তৈরি একটা স্মাইযার এমপি-ফরটি সাবমেশিন গান বের করল সাবরিনা।

স্কিনসুটের পকেটে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ভরল রানা। কমব্যাট ওয়েবিং বেল্টে চারটে গ্রেনেড ছাড়াও হোলস্টারে কোল্ট অটোমেটিকটা রাখল। আরও নিল সি-ফোর প্রাইমার, কোয়ার্টার পাউন্ডের দুই টুকরো সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আর ইনগ্রামের জন্যে ছ'টা এক্সট্রা ম্যাগাজিন। পিঠে থাকল চিল্ডার্স ব্যাটল শটগান। হঠাৎ মুখ তুলতে সাবরিনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। মেয়েটা একদৃষ্টে ওকেই দেখছিল। সে দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা তৃষ্ণা–বা হয়তো মোহ। ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জা পেল সে।

মাইলখানেক হাঁটার পর ট্রেইলের ওপর গেটটা দেখতে পেল ওরা।

প্যাডলক আর চেইনটা পরীক্ষা করল রানা। চেইনটা পুরানো হলেও তালাটা নতুন, চকচক করছে। গেটের ভেতরে হেভি ট্রাক টায়ারের দাগ দেখা যাচ্ছে। এই দাগ ট্রেইলের এদিকেও দেখেছে ওরা। গেটের দু'পাশে প্রকাণ্ড সব গাছ ফেলে রাখা হয়েছে, গেটটাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাতে কোন গাড়ি ঢুকতে না পারে।

ট্রেইল ধরে একশো গজ এগোবার পর চোখের কোণে কিছু নড়তে দেখল রানা। সামনে অ্যামবুশ, বুঝতে পেরে পিঠে ধাক্কা দিয়ে সাবরিনাকে ফেলে দিল ও, নিজেও ডাইভ দিল। শরীর গড়িয়ে দিয়ে ধরাশায়ী একটা মোটা লগের পিছনে এসে থামল দু'জন। দুই কি তিনটে এম-সিক্সটিন একসঙ্গে গর্জে উঠেছে, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এক ঝাঁক বর্শার মত বিশ-পঁচিশ রাউন্ড বুলেট আঘাত করল।

'ক'জন ওরা?' বাম কাঁধটা হাত দিয়ে ডলছে সাবরিনা, রানার ধাক্কা খেয়ে একটা পাথরের ওপর পড়েছিল সে।

'দুই কি তিনজন,' বলল রানা। 'দু'জন দু'দিক থেকে এগোই চলুন।'

রওনা হবার আগে লগটার ওপর মাথা তুলে ইনগ্রাম থেকে এক পশলা গুলি করল রানা, সামনের কয়েকটা ঝোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ও কোন টার্গেট দেখছে না, গুলি করল নিজেদের ফায়ারপাওয়ার সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে একটা ধারণা দেয়ার জন্যে। লগ পেরিয়ে বাম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাবরিনা। আরও এক পশলা গুলি করে তাকে কাভার দিল রানা, তারপর ডান দিকে রোল করে এগোল।

একটু পরই আবার গর্জে উঠল এম-সিক্সটিন। রানার শরীরের একপাশে বিস্ফোরিত হলো পাথর আর মাটি। রানা থামল না, খোলা জায়গা ছেড়ে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর। ডালপালার ফাঁক দিয়ে চার-পাঁচটা পাইন গাছ দেখতে পেল ও, ওগুলোর কাছে পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আড়াল পাওয়া যাবে।

মস্কোয় এখন রাত বারোটা বেজে চব্বিশ সেকেন্ড। রুশ প্রিমিয়ার এইমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হটলাইনে কথা বলেছেন। প্রিমিয়ারের উপদেষ্টারা বেশিরভাগই এখনও ক্রেমলিন ত্যাগ করেননি। এই সময় কামরার জানালাগুলো হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠায় সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। প্রায় চোখের পলকে সেই আলো এত উজ্জ্বলতা পেল, মস্কো যেন প্রখর রোদে ঝলমল করছে।

মস্কোর মাথায়, পঁচিশ হাজার মাইল ওপরে, একটা হাইড্রোজেন ওঅরহেড-এর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

টলতে টলতে জানালার সামনে থেকে পিছিয়ে এলেন প্রিমিয়ার, ভয় পাচ্ছেন আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কারও কোন ধারণা নেই কি ঘটছে। প্রিমিয়ার ভাবছেন, তবে কি আরম্যাগেডন অর্থাৎ কেয়ামত শুরু হয়ে গেল? কিন্তু না, দু'জন উপদেষ্টা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন,

ইনকামিং মিসাইল সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নেই। দ্রুত একটা উপসংহারে পৌঁছুলেন তাঁরা–হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল ওপরে।

শহরে কাক ডাকছে। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে মানুষ। কয়েক লক্ষ ফটোসেনসিটিভ স্ট্রীট লাইট নিভে গেছে।

পাঁচ মিনিট পর রিপোর্ট আসতে শুরু করল। সরাসরি মস্কোর ওপর, পঁচিশ হাজার মাইল ওপরে ঘটনাটা ঘটেছে। 'ওটা কি আমাদের?' ডিফেন্স চীফকে প্রশ্ন করলেন প্রিমিয়ার। জানালার বাইরে চোখ-ধাঁধানো আলোর উজ্জ্বলতা ইতিমধ্যে কমতে শুরু করেছে।

'কি হারিয়েছি তা আমরা জানি। তবে সেটাই বিস্ফোরিত হয়েছে কিনা এক্ষুণি বলা যাচ্ছে না। এই রহস্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত, আমার মতে, আমেরিকান স্যাটেলাইটের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া উচিত হবে না।'

'ওয়াশিংটনে এখন বিকেল চারটে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আবার আমি কথা বলব আমাদের এখানে সকাল হলে,' সিদ্ধান্ত নিলেন প্রিমিয়ার।

দশ মিনিট কেটে গেল। মস্কোয় আবার অন্ধকার জমাট বাঁধছে।

আট ঘণ্টা পর, ওয়াশিংটন সময় রাত ঠিক বারোটায়, রাজধানী থেকে পঁচিশ হাজার মাইল ওপরে একই ধরনের আরও একটা বিস্ফোরণ ঘটল। প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসে নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে গেলেন সবাই।

বিকেল চারটে থেকে চীফ একযিকিউটিভ তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাদের নিয়ে মীটিং করছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল মস্কোর ওপর মাঝরাতে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য আলোর বিস্ফোরণ। দৃশ্যটা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র থেকেও দেখা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে রিপোর্ট করেছে তারা। আকাশের কত ওপর বিস্ফোরণটা ঘটেছে জানার পর নাসার কাছ থেকে আপার অ্যাটমসফিয়ারে রেডিয়েশন-এর সম্ভাব্য মাত্রা সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়। নাসা জানিয়েছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে সময় লাগবে, তবে সেই সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছে মস্কো বা রাশিয়ার অন্য কোথাও রেডিয়েশন ছড়িয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা নেই।

গোলাপ বাগান হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠায় হাত তুলে চোখ ঢাকলেন প্রেসিডেন্ট। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, নিশ্চিতভাবে জানেন মাটির বুকে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই, এটা থার্মোনিউক্লিয়ার হলোকস্ট-এর সূচনা নয়, তারপরও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 'কেন?' উপস্থিত সবার উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমরা স্রেফ জানি না, মি. প্রেসিডেন্ট। একটা মস্কোর ওপর, একটা ওয়াশিংটনের ওপর। আর কোথায়? এরপর কোথায়? দুঃখিত, এরপর ড. সিজার্স কি করবেন কেউ আমরা জানি না।'

'জানুন!' প্রায় ধমকের সুরে নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করুন আমাকে। সকালে প্রিমিয়ারের সঙ্গে কথা বলার আগে সমস্ত তথ্য আমার হাতে আসা চাই।' নাসা চীফ ডগলাস বোথামের দিকে পিস্তলের মত তর্জনী তাক করলেন তিনি। 'ডগলাস, তুমি কি আমাকে ডোবাবে?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলেন। 'ড. সিজার্সকে ধরা যাচ্ছে না, তোমার এই কথা আমি আর শুনতে চাই না।'

'দেখি সকালের মধ্যে কি করতে পারি,' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বোথাম।

তিন ঘণ্টা পর, অরিগন রাজ্যে কাঁটায় কাঁটায় মধ্যরাত, অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রান্সমিটার থেকে একটা রেডিও সিগন্যাল ছড়িয়ে পড়ল ঈথারে। ওটা জ্যান্ত হলো মাউন্ট হুড ন্যাশনাল ফরেস্টের একটা চূড়ায়, রাস্তা থেকে ছ'মাইল দূরে। ওয়াশিংটন আর অরিগনে যারা রাত জেগে গান, টক-শো বা খবর শুনছিল তারা হঠাৎ আবেগে কাঁপা কাঁপা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—নরমাল প্রোগ্রাম সিগন্যালকে চাপা দিয়ে গমগম করে উঠল আওয়াজটা। মস্কো আর ওয়াশিংটনে ঠিক কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা বিবরণ দিচ্ছে ঘোষক।

রিপোর্টাররা বিছানা ছাড়ল। দৈনিকগুলোর প্রথম পৃষ্ঠা বাতিল করা হলো। রেডিও টিভি ব্রডকাস্ট নতুন করে লিখতে হলো। পনেরো মিনিট পর আবার সেই কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঈথারের মাধ্যমে।

'প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট থেকে সবাইকে সুপ্রভাত। রেডিও স্টেশন হলনিক থেকে বিশ্ব-সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। মস্কোয় স্থানীয় সময় রাত ঠিক বারোটায়, এবং আট ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় রাত ঠিক বারোটায়, একটা করে হাইড্রোজেন মিসাইল ওঅরহেড-এর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পৃথিবীর কোন বিপদ বা ক্ষতি হয়নি। ওঅরহেড দুটো বিস্ফোরিত হয় মাটি থেকে পঁচিশ হাজার মাইল ওপরে, তা সত্ত্বেও দুই রাজধানী দশ থেকে বারো মিনিটের জন্যে দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মাঝরাতে এত আলো দেখে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেও, কোথাও কোন জানমালের ক্ষতি হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

'ওই মিসাইল দুটো দখল করার পর আমিই ফাটিয়ে দিয়েছি। উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষকে জরুরী একটা মেসেজ জানানো: আপনারা সতর্ক থাকুন, দুই সুপারপাওয়ার পারমাণবিক যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে যেন ধ্বংস করতে না পারে। আমেরিকা ও রাশিয়া যতই নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি করুক, তাদের কাছে এত বিপুল পরিমাণ নিউক্লিয়ার ওঅরহেড জমা হয়ে আছে, নিজেরাও জানে না কখন একটা সর্বনাশা যুদ্ধ বেধে যাবে।

'যে দুটো রাশিয়ান এমআইআরভি ওঅরহেড বিস্ফোরিত হয়েছে, ওগুলো একটা স্যাটেলাইটে ছিল, স্যাটেলাইটটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নিজের

কক্ষপথে ঘুরছে। এই রাশিয়ান সুপারমিসাইলে আলাদাভাবে টার্গেট করার উপযোগী চব্বিশটা ওঅরহেড ছিল। গতরাতে যে দুটো ফেটেছে, বাকিগুলোরও ওই একই শক্তি। প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমা। আউটার স্পেসে এরকম ভেহিকেল আরও অনেক আছে।

'এ-ধরনের বারোটা রাশিয়ান ভেহিকেল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, উড়ে বেড়াচ্ছে সরাসরি আপনাদের বাড়ির মাথায়। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের জন্যে হুমকি ওগুলো। এর মানে হলো দুশো ছিয়াশিটা আলাদাভাবে টার্গেট করার উপযোগী হাইড্রোজেন বোমা এখনও নিয়ন্ত্রণ করে রাশিয়া। যে-কোন মুহূর্তে ওগুলো আপনাদের বাড়ির ওপর ফেলা হতে পারে!

'কয়েক ঘণ্টা আগে ইলেকট্রনিক কৌশলের সাহায্যে রাশিয়ার একটা মিসাইল দখল করেছি আমি। কোন সন্দেহ নেই হটলাইনে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সোভিয়েত প্রিমিয়ার যোগাযোগ করেছেন, ভেহিকেলটা আসলে কি জিনিস তা না জানিয়েই ফেরত পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি। এই সব মারণাস্ত্র, বিশেষ করে এমআইআরভি টাইপ ওঅরহেড, মহাশূন্যে রাখা যাবে না বলে চুক্তি করার পরও রাখছে ওরা।

'আমার নাম ড. ইমানুয়েল সিজার্স। দীর্ঘ দিন নাসায় চাকরি করার সময় অফেন্সিভ উইপন ধ্বংস করে ডিফেন্সিভ উইপন-এর ওপর নির্ভর করার পক্ষে জোরাল যুক্তি দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা কানে তোলেনি। অগত্যা বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দিই আমি। চাকরি ছাড়ার পর নিজের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সুযোগ এল। রাশিয়ার মিসাইল দখল করার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো সুপারপাওয়ারগুলো কিভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে, কিভাবে আমাদেরকে বিপদের মধ্যে রাখছে। এই কাজের কৃতিত্ব বা দায় একা আমার, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা সরকারের কোন স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সাহায্য বা অনুমতি নেয়া হয়নি।

'আমার উদ্দেশ্য আউটার স্পেস থেকে সমস্ত নিউক্লিয়ার উইপন নামিয়ে আনা। এই কাজটা শেষ করার পর মাটির বুকে যত নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র আছে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার প্রজেক্ট হাতে নেব। বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার জন্যে গোটা ব্যাপারটাকে আমি একটা পবিত্র চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আপনারা আবার আমার কথা শুনতে পাবেন। ধন্যবাদ।'

ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোন পেয়ে ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন-এর অরিগন শাখার অফিসাররা পোর্টেবল ডিরেকশন অ্যান্টেনা নিয়ে ছাদে উঠলেন। পাঁচ মিনিটের মাথায় ম্যাপে একটা সাইটিং লাইন আঁকলেন তারা। পোর্টল্যান্ড থেকে পুব দিকে গেছে লাইনটা, পার হয়েছে মাউন্ট হুড চূড়ার সরাসরি ওপর দিয়ে। লাইনটা পরীক্ষা করে অফিসাররা একমত হলেন, ইউনিক নামে বেআইনী রেডিও স্টেশনটা মাউন্ট হুড ফরেস্টের মাঝখানে কোথাও বসানো হয়েছে। ওদিকটা গভীর জঙ্গল, অন্তত দশ বর্গমাইল এলাকায় তল্লাশী চালাতে হবে।

ট্রাউটডেল এয়ারপোর্টে ফোন করা হলো, সকালে রওনা হবার জন্যে একটা হেলিকপ্টার যেন তৈরি রাখা হয়। আকাশ পথে রওনা হবার পর ট্রায়্যাগিউলেশনের মাধ্যমে সঠিক পজিশন পিনপয়েন্ট করা যাবে।

ভোর হবার খানিক আগে রওনা হয়ে গেলেন অফিসাররা। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে বার করতে পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

ক্রল করে পাইন গাছগুলোর কাছে পৌঁছুল রানা। আড়াল পেয়ে সিধে হলো, উঁকি দিয়ে সামনে তাকাল। সামনেই কোথাও থাকার কথা ওদের, কিন্তু ঝোপের একটা পাতাও নড়ছে না। অনেকক্ষণ হলো কোন গুলিও করেনি। নিচু হলো ও, ক্রল করে সাবধানে এগোচ্ছে। সাবরিনার জন্যে চিন্তা হচ্ছে খুব। বৃত্তের অর্ধেকটা ঘুরে এসেছে ও, বাকি অর্ধেক ঘোরা শেষ করে এতক্ষণে এদিকে চলে আসার কথা তার।

আরও বিশ ফুট এগিয়ে থামল রানা। ত্রিশ ফুট দূরে একটা ঝোপ নড়ছে। পেশীতে টান পড়ল, ঝোপটার দিকে তাক করল হাতের ইনগ্রাম। এক সেকেন্ড পর দু'জন লোককে দেখতে পেল ও, মাঝখানে দশ ফুটের মত ব্যবধান রেখে নির্দিষ্ট একটা জায়গা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে তারা। তারপর রানা সাবরিনাকে দেখতে পেল। লোকগুলো খুনী নয়, সাবরিনাকে বন্দী করতে চাইছে।

ওরা যখন সাবরিনার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে, এক পশলায় দশ রাউন্ড ফায়ার করল রানা। প্রথম লোকটার হাত থেকে এম-সিক্সটিন ছিটকে পড়ল, গুঁড়ো হয়ে গেল হাতের কব্জি; ঘুরেই ছুটল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর। দ্বিতীয় লোকটা ডাইভ দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর লুকাল।

'সাবরিনা, শুয়ে পড়ুন! আরও একজন আছে!' দ্বিতীয় লোকটাকে ধরার জন্যে ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটছে ও।

ঝোপটা খালি দেখে উল্টোদিক থেকে বেরিয়ে এল, চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হন হন করে এগোচ্ছে। জঙ্গলে ঢাকা জমিন ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। একটা ঢিবির মাথায় এসে থামল ও। ইতিমধ্যে উল্টোদিকের ঢালে, বিশ গজ নিচে নেমে গেছে লোকটা। একবার থেমে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, তারপর আবার ছুটল। সরু একটা ট্রেইল পেয়ে গেছে সে।

ট্রেইলটা ছোট একটা নালার পাশ দিয়ে এগিয়েছে। নালাটা নেমে এসেছে তিন কি চার মাইল দূরের একটা পাহাড় থেকে। মনে মনে দূরত্বের একটা হিসাব কষে ডান দিকে ছুটল রানা, নালা পেরিয়ে খুব বেশি দূর যাবার আগেই লোকটাকে ধরতে চায়।

মিনিট দশেক ছোটার পর থামল রানা, ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিতেই পাঁচ ফুট সামনে ট্রেইলটা দেখতে পেল। দু'মিনিট পরই জাপানী লোকটাকে আসতে দেখা গেল। পিছন ফিরে একবার তাকাল সে, তারপর রানা এম সিক্সটিন দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে কপালে ঢিলে হয়ে থাকা

সবুজ সিল্ক রুমালটা ভাল করে বাঁধল।

তার পায়ের পাশে এক পশলা গুলি করল রানা। চমকে উঠল লোকটা, এম-সিক্সটিন খসে পড়ল ট্রেইলের ওপর।

'মাথার পিছনে হাত তোলো, তারপর ওটা টপকে দু'পা এগোও,' নির্দেশ দিল রানা, বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে। দু'পা এগিয়ে মাথার পিছনে হাত রাখল লোকটা। 'কে তুমি? কার নির্দেশে খুন করতে চাইছিলে?'

'আমার নাম নিকো আশাশুনি। আমরা কাউকে খুন করতে চাইনি। বস্ বলেছেন এদিকে কাউকে আসতে দেখলে আটক করতে হবে।'

'কাকে বস্ বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চৌধুরী খায়রুল কবিরকে?'

'আমাদের বস্ ইয়ামুচি। চৌধুরী আমাদের বসের বস্।'

'তোমরা এখানে ক'জন?'

'সঠিক বলতে পারব না। আমি বিশজনের কথা জানি। যদি জানতাম মেশিন গান নিয়ে কেউ আসবে, আমি অন্তত এই পাহারা দেয়ার কাজ নিতাম না।'

'তুমি আমাদেরকে ট্রেইলরের কাছে নিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'সামনে থাকবে, পালাতে চেষ্টা করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। তার আগে তোমার আহত সঙ্গীকে খুঁজে বের করতে হবে।' এম-সিক্সটিন কুড়িয়ে ম্যাগাজিন খালি করল রানা, বুলেট আর অস্ত্র কয়েকটা ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিল—লোকটাকে সার্চ করে পাওয়া রিভলভারটাও। 'এসো।'

আগের জায়গায় ফিরে আসতে বিশ মিনিট লাগল। একটা ঝোপের পাশে প্রথম জাপানী চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বিস্ফারিত চোখ দুটো স্থির, হাতে একটা রিভলভার। আশপাশে কোথাও সাবরিনাকে দেখা যাচ্ছে না। তার নাম ধরে ডাকল রানা, বলল বিপদ আপাতত কেটে গেছে।

লুকানোর জায়গা থেকে সাবধানে বেরিয়ে এল সাবরিনা, হাতে বাগিয়ে ধরা এমপি-ফরটি। কপাল চাপড়ে বিলাপ জুড়ে দিল আশাশুনি, 'আমার বন্ধুকে আপনি খুন করেছেন। আপনি একটা ডাইনি। ইয়াশিকা আহত হয়েছিল, তারপরও...'

সাবরিনা শান্ত গলায় বলল, 'আমি আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করি। আমার দিকে রিভলভার তুলছিল সে।'

লাশটা সার্চ করল রানা। পরিচয়-পত্র বা গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাওয়া গেল না। সিধে হয়ে ইনগ্রাম দিয়ে আশাশুনির পেটে গুতো মারল ও। 'পথ দেখাও, ট্রেইলরের কাছে নিয়ে চলো আমাদের।'

হাতব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ট্র্যানজিসটর বের করে কয়েক মুহূর্ত খবর শুনল সাবরিনা। সেটটা অফ করে দিয়ে এমআইআরভি দখল ও জোড়া বিস্ফোরণ সম্পর্কে ড. সিজার্সের বক্তব্য সংক্ষেপে জানাল রানাকে। সবশেষে বলল, 'অন্তত এইটুকু জানা গেল কেন তিনি আমাদের এমআইআরভি দখল করেছেন। পাগল ছাড়া আর কি বলা যায়! এরকম পাগল আমাদের দেশেও আছে। এতদিন শক্তির একটা ভারসাম্য ছিল। উনি সেটা নষ্ট করতে

পাচ্ছেন। এ-ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয় যে দুই পরাশক্তির সমান ক্ষমতাই কেবল বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে পারে।'

'ভদ্রলোক এরপর রাশিয়া বা আমেরিকার ওপর বোমা ফেলতে পারেন,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে আমাদের থামানো দরকার।'

ওদের গাইড অনিচ্ছার ভাব নিয়ে পথ দেখাচ্ছে। ফরেস্ট্রি রোড ধরে আধ মাইল এগোবার পর একটা তিনমাথা পড়ল, ভারী ট্রাক টায়ারের দাগ বাম দিকে চলে গেছে। ট্রেইল ধরে আরও একশো গজ যাবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল আশাশুনি। 'শুনুন, আপনাদের আমি সাহায্য করছি শুধু প্রাণে বাঁচার আশায়। ঢাল বেয়ে আরও একশো গজ উঠে গেলে একটা ফাঁদ পাবেন। মানে, ওখানে কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। তারা যদি দেখে আপনাদের আমি সাহায্য করছি, গুলি করে ফেলে দেবে আমাকে। কাজেই আমি আর এগোতে রাজি নই।'

রানার মনে হলো আশাশুনি সত্যি ভয় পাচ্ছে। 'থাকো তাহলে এখানে,' বলে নাইলন কর্ড দিয়ে তার হাত-পা বাঁধল ও, মুখের ভেতর একটা রুমাল গুঁজতেও ভুলল না। তারপর ইঙ্গিতে সাবরিনাকে পিছনে থাকতে বলে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

খানিক দূর উঠে একটা গাছের নিচে থামল রানা, কে-বার নাইফ দিয়ে ফুট ছয়েক লম্বা একটা ডাল কাটল। এগোবার সময় লাঠির মত ব্যবহার করল ওটা, মাটিতে ঠুকে দেখে নিচ্ছে কোন ফাঁদ আছে কিনা।

ট্রিপ ওয়ায়্যারটা এত সরু, ছোঁয়া না লাগার আগে রানা দেখতেই পায়নি। কোমর সমান উঁচুতে ওটা, দুই গাছের মাঝখানে। গায়ে লাগতেই ছিঁড়ে গেল। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, সাবরিনার হাতটা খপ করে ধরেই ডাইভ দিল।

একটা নয়, প্রায় একই সঙ্গে তিনটে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। শরীরের নিচে কেঁপে উঠল মাটি, বড় একটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল শ্র্যাপনেল।

ঝোপের ভেতর পড়েছে ওরা। লম্বা ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে রেখেছিল রানা। বিস্ফোরণ ও দিগ্বিদিক শ্র্যাপনেল ছুটে যাবার শব্দ থামতে গুঙিয়ে উঠল সাবরিনা। 'ও মা! মা গো!'

সাবধানে বসল রানা, দেখল সাবরিনার ব্লাউজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বোতাম খুলে ব্লাউজটা ধীরে ধীরে শরীর থেকে ছাড়িয়ে আনল ও। কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সাবরিনা। তার ব্রেসিয়ারও রক্তে ভিজে গেছে, শ্র্যাপনেল কেটে ফেলেছে স্ট্র্যাপটা। বাম স্তনের ওপর ইঞ্চি দুই লম্বা একটা ক্ষত দেখতে পেল রানা, তবে ধারাল ধাতব ক্ষতটা গভীর না করেই বেরিয়ে গেছে।

চোখ নামিয়ে রক্তের দিকে তাকাল সাবরিনা। 'তেমন সিরিয়াস কিছু না,' বলল সে। 'হাত সরান, ব্রাটা খুলে ফেলি—এটা আর ব্যবহার করা যাবে না।' লাগাম ব্লাউজ খুলল সে, তারপর ব্রা। রানা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে দেখে নিঃশব্দে একটু হাসল, বলল, 'ধন্যবাদ।'

ওয়েব বেল্ট থেকে একটা প্যাকেজ বের করল রানা, একটা প্যাকেট খুলে শুকনো অ্যান্টিসেপটিক পাউডার ছড়িয়ে দিল ক্ষতটায়। ওই একই এনভেলাপ থেকে বেরুল আঠা লাগানো ব্যান্ডেজ। সেটা ক্ষতের ওপর বসিয়ে দিল ও। 'রক্ত পড়া বন্ধ হবে।'

বুক থেকে রক্ত মুছে ব্লাউজটা আবার পরল সাবরিনা। 'বন্দী লোকটা কিন্তু সাবধান করে দিয়েছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হঠাৎ বিকেলের সূর্য ঢাকা পড়ে গেল কালো মেঘে। প্রবল বাতাসে কাত হয়ে যাচ্ছে আকাশ ছোঁয়া পাইন গাছ। একটু পরেই ঝম-ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি মাথায় করেই হাঁটছে ওরা। মেঘ সরে যেতে আবার রোদ উঠল। হাতের লাঠিটা সামনে বাড়িয়ে ওপর নিচে ওঠানামা করাচ্ছে রানা, সূক্ষ্ম তামার তার থাকলে সাবধান হবার সময় পাবে। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ায় আশপাশে ওরকম তার বেশ কয়েকটা চোখে পড়ল, তবে ওদের সামনে একটাও নেই।

আরও বিশ গজ এগোবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সামনে একটা ঝোপের ডাল মাটি কামড়ে পড়ে আছে, একটু বাঁকা হয়ে। লাঠি দিয়ে সেটা নাড়ল ও, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। জমিনে কি যেন একটা ছিঁড়ে গেছে, রানার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে লাঠিটা। সরু একটা নাইলন লাইন একটানে বিশ ফুট শূন্যে তুলে ফেলেছে ওটাকে। ট্রেইলের মাথায় কাত হয়ে রয়েছে একটা পাইন গাছ, সেটা থেকে ঝুলছে।

'একটা স্নেয়ার,' বলল রানা। 'লাঠিটার বদলে আপনার বা আমার ওখানে ঝোলার কথা।' আরেকটা ডাল কেটে লাঠি বানাল ও, তারপর আবার এগোল।

এবার সরাসরি সামনেও তামার তার পেল ওরা। প্রতিবার গাছের আড়ালে সাবরিনাকে লুকাতে বলে হাতের লাঠি তার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা, দিয়েই লাফিয়ে আড়ালে চলে এল। তারে লাঠি লাগতেই কখনও দুটো, কখনও তিনটে করে গ্রেনেড ফাটল। চারদিকে ছুটে গেল শ্র্যাপনেল, পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল প্রতিধ্বনি।

সব মিলিয়ে সাতটা তার পেল ওরা। শেষবার গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর বিশ গজ এগিয়েছে, হঠাৎ রানা অনুভব করল পায়ের তলায় মাটি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে পিছু হটল ও, খপ করে সাবরিনার একটা হাত ধরে ফেলল। উল্টোদিকে কাত হয়ে পড়ল সাবরিনা, রানাকে সরিয়ে আনল শক্ত মাটিতে।

মাটিতে বসে দু'জনেই হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়।

'টাইগার পিট,' বলল সাবরিনা। ঝরা পাতা আর শুকনো ডালপালা সরিয়ে নিচে তাকাল ওরা। গর্তটা ছ'ফুট গভীর, চার ফুট চওড়া, ছ'ফুট লম্বা। গর্তের নিচে ওপর দিকে মুখ করে বসানো লোহার শিক, প্রতিটি দু'ইঞ্চি মোটা, মুখগুলো ছুঁচাল।

ফাঁদটার দু'পাশে মাটি পরীক্ষা করে দেখে নিল রানা, তারপর এক পাশ দিয়ে এগোল। 'রেডিও কি বলে শুনুন। হয়তো নতুন কোন খবর আছে।'

নব ঘুরিয়ে ফিনিক্স রেডিও স্টেশন ধরল সাবরিনা।

'...নাসার বিবৃতি খানিক পর আবার প্রচার করা হবে। এখন আপনারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি শুনুন। ডিফেন্স সেক্রেটারি উইলিয়াম বারডেন সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিবৃতি দিয়েছেন। এখানে সেটা হুবহু পড়ে শোনানো হচ্ছে।

' "ইউনিক নামে বেআইনী রেডিও স্টেশন থেকে যা প্রচার করা হয়েছে তা নির্জলা প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিতভাবে জানে মহাশূন্যে রাশিয়ার কোন নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সজ্জিত স্যাটেলাইট বা মিসাইল নেই, কাজেই যা নেই তা দখল করা বা ফাটিয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাসত্ত্বেও হটলাইনে রুশ প্রিমিয়ারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট। মি. প্রিমিয়ার দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছেন, মহাশূন্যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সজ্জিত কোন ভেহিকেল কোন কালে ছিল না তাদের, আজও নেই। ধন্যবাদ।"

'এখন আবার নাসার বিবৃতি পড়ে শোনানো হচ্ছে। নাসার প্রধান জনাথাস বোথাম সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিবৃতি দিয়েছেন। সম্মেলনে তাঁর পাশে নাসার চীফ মেডিকেল অফিসার ড. বিল রিচার্ডসন উপস্থিত ছিলেন। মি. বোথামের বিবৃতি হুবহু পড়ে শোনানো হচ্ছে।

'"ড. ইমানুয়েল সিজার্স নাসার একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন। আজ থেকে আড়াই বছর আগে প্রথম তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ ধরা পড়ে। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন তিনি, আপনমনে একা একা কথা বলতে শুরু করেন, গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়ে নিজের বাড়িতে সারারাত পায়চারি করার সময় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন। ব্যাপারটা নাসা ও দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে হুমকি হয়ে উঠল যখন তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অফেন্সিভ মিসাইল সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। এ-ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে মারমুখো হয়ে ওঠেন তিনি। সঙ্গত কারণেই এরপর কর্তৃপক্ষ ড. সিজার্সের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। নাসার চীফ মেডিকেল অফিসার ড. বিল রিচার্ডসনকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন ড. সিজার্সকে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। ড. রিচার্ডসন কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্টকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করেন, সেই বোর্ড ড. সিজার্সকে দু'মাস পরীক্ষা করার পর একটা রিপোর্ট দেন। রিপোর্টে বলা হয়, ডিফেন্সিভ মিসাইল সিস্টেমের পক্ষে ওকালতি ড. সিজার্সের একটা অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের পর মাস তিনি না ঘুমিয়ে থাকছেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পুরানো সহকর্মীদের হঠাৎ দেখলে চিনতে পারেন না। তাঁর চিন্তা-ভাবনায় ধারাবাহিকতা থাকছে না। নাসার অনেক গোপন তথ্য পত্রিকায় ফাঁস করে দিচ্ছেন তিনি, অথচ প্রশ্ন করা হলে বলছেন এগুলো টপ সিক্রেট বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই—অফেন্সিভ

মিসাইল সিস্টেম পৃথিবীর জন্যে কতটা মারাত্মক তা জনগণের জানার অধিকার আছে। সব মিলিয়ে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে ড. সিজার্স মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নন।

"'এই রিপোর্ট পাবার পর নাসা কর্তৃপক্ষ উভয়সঙ্কটে পড়ে যান। ড. সিজার্স প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, নাসায় তাঁর অবদানও কম নয়। তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়াটা নির্মম হয়ে যায়, আবার মানসিকভাবে অসুস্থ একজন ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখাও সম্ভব নয়। সবদিক চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মৌখিকভাবে অনুরোধ করেন, তিনি যেন স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে ইস্তাফা দেন। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। স্বাভাবিক কারণেই কর্তৃপক্ষ সিআইএ-কে অনুরোধ করেন, তারা যেন ড. সিজার্সের ওপর নজর রাখে।

"'কয়েকদিন আগে সিআইএ রিপোর্ট করেছে, ড. সিজার্স তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গায়েব হয়ে গেছেন। রিপোর্টে বলা হয়, গায়েব হবার আগে ড. সিজার্সের সঙ্গে চৌধুরী খায়রুল কবির নামে এক তরুণ ছিল। অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রনিক্স-এর ওপর মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন মি. কবির। এক সময় ড. সিজার্সের ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেছে, অ্যাকসেস কোড ভেঙে নাসার কম্পিউটরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন, উদ্দেশ্য অফেন্সিভ মিসাইল সিস্টেম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ও ডাটা চুরি করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে, এসব ইনফরমেশন আর ডাটা একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া অর্থাৎ কেজিবিই কিনতে আগ্রহী হবে।

"'এবার মস্কো আর ওয়াশিংটনের মাথায়, পঁচিশ হাজার মাইল ওপরে, হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর দাবি প্রসঙ্গে কিছু বলতে হয়। মহাশূন্যে আমেরিকা বা রাশিয়ার নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা কোন ভেহিকেল সত্যি নেই। ড. সিজার্স মানুষের মনে অহেতুক আতঙ্ক ছড়াবার জন্যে মিথ্যেকথা বলছেন। তবে এ-কথা সত্যি যে তিনি প্রথমে আমেরিকার একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দখল করেন, তারপর দখল করেন রাশিয়ার একজোড়া স্যাটেলাইট ওয়েদার স্টেশন। এই স্যাটেলাইট দুটোয় প্রচুর পরিমাণে তরল জ্বালানি ছিল, ড. সিজার্স রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ওই জ্বালানিতে আগুন ধরিয়ে দেন। তারই ফলশ্রুতিতে মস্কো আর ওয়াশিংটন মধ্যরাতে দিনের মত আলোকিত হয়ে ওঠে।

'নাসার অনুরোধে সিআইএ ও আর্মি ইউনিক নামে ড. সিজার্সের বেআইনী রেডিও স্টেশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আশা করা যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, ড. সিজার্স ও মি. চৌধুরী খায়রুল কবিরের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ধন্যবাদ। এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন...' '

প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হবার আগেই রেডিও বন্ধ করে দিল সাবরিনা। 'ওঁরাই মিথ্যে কথা বলছেন, তাই না?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'চাইছেন

মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে না ওঠে?'

'বোধহয়,' বলল রানা। 'কিন্তু মানুষকে কতক্ষণই বা ভুল বুঝিয়ে রাখা যাবে?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ড. সিজার্সের সঙ্গে আরও একজন আছে। এই চৌধুরী খায়রুল কবির সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

সাবরিনার মুখে রক্ত উঠে এল। 'নাসার বক্তব্য রীতিমত অপমানকর। ওদের কাছ থেকে চুরি করা ইনফরমেশন আর ডাটা একমাত্র রাশিয়াই কিনতে আগ্রহী হবে, এ-কথা বলার মানে কি?'

'কবির সম্পর্কে আমি খুব কম জানি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। সে কি কেজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে–আপনার জানা মতে?'

'স্বাভাবিক বুদ্ধি কি বলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সাবরিনা। 'কবির যদি কেজিবির হয়ে কাজ করত, ড. সিজার্স কি তাহলে রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা চুরি করে মস্কোর মাথায় ফাটাতে পারতেন? এ-কাজে কবির তাঁকে বাধা দিত না?'

'রাশিয়ার মারাত্মক কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে জানলে অবশ্যই বাধা দিত।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'এইটুকুই যে ড. সিজার্সকে আমি শান্তিকামী নিরপেক্ষ মানুষ বলে মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু কবিরকে একবিন্দু বিশ্বাস করি না। তার নিশ্চয়ই খারাপ কোন মতলব আছে। সেটা কি, এই মুহূর্তে আমি জানি না।'

'আমিও জানি না,' গম্ভীর সুরে বলল সাবরিনা।

'সময়ই বলে দেবে কে কতটুকু জানি আমরা,' বলল রানা। 'অনেক হয়েছে, এবার চলুন আমরা আমাদের কাজ করি।'

ঢাল বেয়ে পাহাড়ে চড়ার সময় ঝোপ আর গাছপালার ফাঁকে আরও কয়েকটা ফাঁদ দেখতে পেল ওরা। চূড়া যখন আর বিশ ফুট ওপরে, অনেকক্ষণ পর আবার গুলি হলো। স্যান্ড ট্যাংক পাহাড়ে যা ঘটেছিল, এখানেও তাই ঘটছে। পাহাড়ের ঢালে সেনসর লুকানো আছে, চূড়ায় আছে গানারবিহীন মেশিন গান, রেডিওর মাধ্যমে সিগন্যাল পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠছে ওগুলো।

জঙ্গলে ঢাকা চূড়ায় ওঠার পর বোকা বনে গেল ওরা। সমতল চূড়ায় মেশিন গান ছাড়া কিছুই নেই। উল্টোদিকে আরেকটা পাহাড় দেখা গেল, তারপর আরও দুটো–একটার চেয়ে অপরটা উঁচু। ডান দিকেও তাই, সারি সারি পাহাড়। ওদিকের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা ম্যাপে খুঁজে পেল রানা–হর্স শোল।

'ট্রেইলের ওপর ফাঁদ থাকায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম ঠিক পথেই আসছি,' বলল রানা। 'আসলে এটা ওদের চালাকি। উদ্দেশ্য সময় নষ্ট করানো। এখন আবার তিন মাইল হেঁটে ট্রেইলের তিন মাথায় ফিরে যেতে

হবে, এগোতে হবে ডান দিকের ট্রেইল ধরে। চলুন, চলুন।'

'ড. সিজার্সের মাথায় এত কুবুদ্ধি আসতে পারে না,' বলল সাবরিনা। 'এ নিশ্চয়ই কেজিবির বেতনভুক কবিরের কাজ, কি বলেন?'

সাবরিনার কৌতুক শুনে হেসে উঠল রানা, তবে কোন মন্তব্য করল না।

ঝোপ আর গাছপালার ভেতর দিয়ে ঢাল বেয়ে আধ ঘণ্টা নামল ওরা, কিন্তু তারপরও ট্রেইলটা খুঁজে পেল না। হঠাৎ করেই ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক, একটু পরই অন্ধকার নামবে। 'আর এগোবার কোন মানে হয় না,' বলল রানা। 'অন্ধকারে ট্রেইলটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাতটা বিশ্রাম নিয়ে ভোরে রওনা হব।'

ঘন ঝোপের মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে বের করল ওরা, গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে বিছানা তৈরি করল। কাজটা শেষ হতে রানা বলল, 'শোয়ার ব্যবস্থা তো হলো, কিন্তু দুঃখিত, খাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।'

শোবার সঙ্গে অন্য একটা খিদের সম্পর্ক আছে, তুমি সেটার কথা কিছু ভাবছ? মুখের নয়, এটা সাবরিনার চোখের ভাষা। কিন্তু বুঝতে পেরেও রানা সাড়া দিল না। তবে রানাকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল সাবরিনা। বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই। এই জন্যে চাই যে বিষয়টা যেন আমাদের মিশনের কোন ক্ষতি না করে।'

'কি বিষয়?'

'নারী-পুরুষের ব্যাপারটা আর কি। সেক্স। ব্যাপারটা আমাকে বিরক্ত করছে। তোমাকেও করছে কি?'

'অস্বীকার করলে মিথ্যে বলা হবে,' বলল রানা। 'তুমি অত্যন্ত সুন্দরী।'

'খিদের জ্বালায় অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। ওটা সময় কাটানোর একটা উপায় হতে পারে, কি বলো?' অনেক খেটে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দুটো আলাদা বিছানা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু নিজের বিছানা ছেড়ে রানার কাছে চলে এল সাবরিনা। ঘুম না আসায় অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করল ওরা। বিশেষ করে কবির সম্পর্কে খুব আগ্রহ দেখাল সাবরিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল।

ছয়

ঠিক ওই সময় হর্স নোল-এর উঁচু ঢালে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ড. সিজার্স। 'সাইক্ল্-এর ওপর খেয়াল রাখো, কবির! পারফেক্ট ইলেকট্রিকেল প্রোডাকশন চাই আমার।'

কন্ট্রোল বোর্ডে তাঁর দুই হাত ব্যস্ত হয়ে আছে, ট্র্যাকিং সিস্টেম ঠিকমত

কাজ করছে কিনা লক্ষ রাখছেন, নিশ্চিত হতে চাইছেন টার্গেট তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে যাচ্ছে না। আরেকটা চমক সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি। এতে করে নাসাকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে রাশিয়ান এমআইআরভি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, শুনে হাসি পেয়েছে তাঁর। দুনিয়ার মানুষকে বোকা বানাবার কি হাস্যকর প্রচেষ্টা! বলে কি না ওরা নিশ্চিতভাবে জানে মহাশূন্যে রাশিয়ার কোন নিউক্লিয়ার অস্ত্র সাজানো ভেহিকেল নেই! আমি নাকি মানসিক রোগী!

'স্যার, ভোল্টেজ আর সাইক্‌ল্ মার্কে পৌঁছেছে।'

সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন ড. সিজার্স। কমপিউটর মনিটরে টার্গেট অর্থাৎ নতুন একটা অরবিটর ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিয়ে কীবোর্ডে ইনস্ট্রাকশন টাইপ করলেন তিনি, পাঁচ হাজার কমান্ড দূর আকাশে ভাসমান হার্ডওয়্যার লক্ষ্য করে ছুটে গেল। সাঙ্কেতিক শব্দসমষ্টির পাঁচ হাজার আলাদা গুচ্ছ, অরবিটর-এ বসানো কমপিউটরের অ্যাকসেস পাওয়ার চেষ্টা করবে। এটা যেহেতু নাসার অরবিটর, কোড সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন তিনি, তাই কমপিউটরের সাহায্যে অনেক কম গুচ্ছ তৈরি করেছেন।

ট্র্যান্সমিশন শেষ করে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। এক মিনিটও পেরোয়নি, তাঁর সামনের স্ক্রীন আলোকিত হয়ে উঠল। যোগাযোগ ঘটেছে। এবার দখল পর্ব, তারপর কোড ওয়ার্ড বদলে ফেলা। এখন তিনি দ্বিতীয় একটা মিসাইলের গর্বিত মালিক। তবে এটা নাসা তথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের!

বোতাম টিপে মেসেজ আর কমান্ড পাঠাতে শুরু করলেন ড. সিজার্স, অন-বোর্ড কমপিউটরে অযৌক্তিক কমান্ড-অ্যাকসেস কোড ভরছেন, স্পেস ভেহিকেলের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়াটা নাসার জন্যে অসম্ভব করে তুলছেন। নির্দেশ দিলেন, কমপিউটর যেন একা শুধু তাঁর কমান্ডে সাড়া দেয়। এমআইআরভি-র পরিভ্রমণে বা রেগুলার ইনফরমেশন ট্র্যান্সমিশন্স-এর কাজে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন না।

চেয়ারে আবার হেলান দিলেন তিনি, মাথার পিছনে হাত রেখে সহাস্যে কবিরকে সুখবরটা দিলেন। মুচকি হেসে অভিনন্দন জানাল কবির।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন ড. সিজার্স। টিভি নেটওঅর্ক-এর মাধ্যমে আরেকবার তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করবেন। মাউন্টেন টাইম রাত আটটার কিছু বেশি হয়েছে। তারমানে ওয়াশিংটনে এখন রাত দশটা।

ডায়াল আর কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করলেন ড. সিজার্স, সিগন্যাল পাঠালেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে, সেটা শিকাগোর বাইশ হাজার মাইল ওপরে রয়েছে। স্যাটেলাইটটা তিনটে টিভি নেটওঅর্কের সিগন্যাল রিসিভ করছে, তাঁর পাঠানো অডিও সিগন্যাল ওগুলোর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, ফলে রেগুলার প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল, শোনা গেল তাঁর রেকর্ড করা বক্তব্য। তিনি মডেম ডিভাইস-এর সাহায্যে দশ মিনিটের

ভাষণ স্যাটেলাইটে পাঠালেন মাত্র আট থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে। দশ সেকেন্ডে পাওয়া মেসেজ দশ মিনিট ধরে ব্রিডকাস্ট করবে স্যাটেলাইট। এই কৌশলের কারণে ট্র্যান্সমিশনের উৎস খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।

ড. সিজার্স স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি নেটওঅর্কে বক্তব্য প্রচার করবেন, নাসা কর্তৃপক্ষ এটা আগেই সন্দেহ করেছিলেন। টিভি ব্রডকাস্টিং স্টেশনগুলোকে আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল, ড. সিজার্স-এর বক্তব্য শুরু হতেই চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। অডিও সিগন্যাল ধারণ করা হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে না। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় নাসা ও হোয়াইট হাউসের কয়েকটা টেলিফোন লাইনে ড. সিজার্সের বক্তব্য শোনার আয়োজন করা হয়েছে।

ড. সিজার্সের গলা অত্যন্ত জোরাল হয়ে বাজছে কানে।

'আমার প্রিয় আমেরিকাবাসী, আশা করি আপনারা ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনবেন। পৃথিবীর আকাশে নতুন পরিবর্তন ঘটেছে। নাসা যা-ই বলুক, ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। আপনারা জানেন কাল আমি রাশিয়ানদের একটা এমআইআরভি অরবিটর দখল করেছি, সব মিলিয়ে ওটায় চব্বিশটা হাইড্রোজেন ওঅরহেড ছিল। আজ রাতে, এই কিছুক্ষণ আগে, আরও একটা মিসাইল দখল করেছি আমি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। হ্যাঁ, রাশিয়ার মত আমেরিকাও দুনিয়ার মানুষকে নির্লজ্জ মিথ্যে কথা বলে আসছে। রাশিয়া একা নয়, আমেরিকাও মহাশূন্যে এমআইআরভি মিসাইল রেখেছে। এ-কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই মিসাইলগুলো বিশ্বশান্তির জন্যে চরম হুমকি। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে দুনিয়ার মানুষকে মুক্তি দেয়ার সময় হয়েছে।

'প্রশ্ন হলো, কিভাবে তা সম্ভব? আমার কাছে এর সহজ সমাধান আছে। হাইড্রোজেন বোমা ফিট করা মিসাইল রয়েছে আমার কাছে, অর্থাৎ গোটা দুনিয়া আমার হাতে জিম্মি। যতক্ষণ না সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা তাদের বাকি সব এমআইআরভি মিসাইল ধ্বংস না করে বা মাটিতে ফিরিয়ে না আনে ততক্ষণ আপনারা আমার হাতে জিম্মি থাকবেন। হ্যাঁ, আমেরিকারও এ-ধরনের বারোটা মিসাইল রয়েছে মহাশূন্যে।

'আমেরিকা ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে পারে এই কাজ কিভাবে করা সম্ভব। তবে আমার মতে সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান হলো, দুই পক্ষই একটা করে কমপ্লিট এমআইআরভি সূর্যের দিকে তাক করে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিক্ষেপ করুক। প্রথমে একজোড়া, তারপর আরেক জোড়া, এভাবে সবগুলো। এক সময় ওগুলো সূর্যের ওপর পড়ে বিস্ফোরিত হবে, কিন্তু আমাদের বা সৌরজগতের কোন ক্ষতি হবে না।

'এতে করে দুই পক্ষই পরাজিত হবে, কিন্তু জিতে যাবে দুনিয়ার ছয়শো কোটি মানুষ। দুর্ঘটনাবশত পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা অনেক

কমে যাবে। আমার কর্মসূচিতে আরও অনেক বিষয় আছে, সেগুলো পরে আমি ব্যাখ্যা করব। আপাতত মহাশূন্য এমআইআরভি মুক্ত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। দুই পরাশক্তিকে বারো ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আমি। আমার শর্ত না মানলে দুই রাষ্ট্রকেই অকল্পনীয় মূল্য দিতে হবে।

'এ আমার মিথ্যে হুমকি নয়। বড় লাঠিটা আমার হাতে। মস্কো আর ওয়াশিংটনকে ম্যাপ থেকে মুছে ফেলতে পারি আমি। বারো ঘণ্টার মধ্যে একযোগে যদি সমস্ত এমআইআরভি মিসাইল ধ্বংস করা না হয়, আমেরিকা ও রাশিয়ার একটা করে ছোট শহরে সত্যিই আমি হাইড্রোজেন বোমা ফেলব। তাতে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে, এবং সেজন্যে দায়ী হবে হোয়াইট হাউস আর ক্রেমলিনের কর্তাব্যক্তিরা।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার উচিত নরমাল রেডিও নেটওয়র্কের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা। আমি আপনার বক্তব্য শোনার জন্যে অপেক্ষায় থাকলাম। সবাইকে ধন্যবাদ।'

ওভাল অফিসে টেলিফোন থেকে রেকর্ড করা ভাষণটা মাঝরাতের দিকে আরও একবার শুনলেন প্রেসিডেন্ট। ইতোমধ্যে তাঁকে জানানো হয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ট্র্যান্সমিট করায় ড. সিজার্সের ট্র্যান্সমিটার ট্রেস করা অসম্ভব না হলেও, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, এমন কি কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে।

আধ ঘণ্টা আগে রুশ প্রিমিয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। প্রিমিয়ার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সেনসরে যদি মাত্র একটা ইনকামিং মিসাইলও ধরা পড়ে, যুক্তরাষ্ট্রের মেইনল্যান্ডে ফার্স্ট স্ট্রাইকের নির্দেশ দেবেন তিনি। এই হুমকি পাবার পর মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়–রাশিয়া হামলা শুরু করেছে জানতে পারলে তারাও পাল্টা আঘাত হানবেন। এর কোন বিকল্প নেই। অর্থাৎ দুই পক্ষই ধ্বংস হয়ে যাবে জেনেও থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅর শুরু করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট পায়চারি শুরু করলেন।

'ব্লাফ, মি. প্রেসিডেন্ট,' সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স বললেন। 'মি. প্রিমিয়ার ব্লাফ দিচ্ছেন। বদ্ধ পাগল ছাড়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার ঝুঁকি কেউ নিতে পারে না।'

'কিন্তু ড. সিজার্স তো আর ব্লাফ দিচ্ছেন না!' পায়চারি থামিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্যে যদি একটা পাগলই দরকার হয়, তিনিই সেই পাগল! সত্যি যদি একটা হাইড্রোজেন বোমা আমাদের কোন শহরে ফেলা হয়…ওহ্ গড, তার পরিণতি আমি কল্পনাও করতে পারছি না।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন, 'সময় থাকতে ড. সিজার্সকে আমরা ধরতে পারিনি, এখন তার খেসারত তো দিতেই হবে। মি. প্রেসিডেন্ট, ড. সিজার্সের সঙ্গে আপোস না করে আমাদের উপায় নেই।'

'আপোস করতে চান কিভাবে?'

'আমরা তাঁকে বলতে পারি, ম্যাসিভ সানস্পট-এর কারণে টেকনিকাল প্রবলেম দেখা দিয়েছে, তাই সবগুলো এমআইআরভি ধ্বংস করা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না–তবে তাঁর শর্ত অনুসারে একটা করে মিসাইল পঞ্চাশ হাজার মাইল ওপরে তুলে দিয়ে ফাটিয়ে দেব। উভয়পক্ষের দশটা করে বাকি বিশটা মিসাইল সম্পর্কে বলা হবে, কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে দুই হপ্তা সময় দরকার।'

'মন্দ নয়। ড. সিজার্সকে খুঁজে বের করার জন্যে যথেষ্ট সময়ও পাওয়া যাবে হাতে।' প্রেসিডেন্ট নাক চুলকালেন। 'তবে তাঁর কথামত এখুনি কেন আমরা প্রথম এমআইআরভি ধ্বংস করব? তাঁকে বলা হোক কাজটা করতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দরকার–টেস্টিং, সিস্টেম চেক, নতুন সেট করা কাউন্টডাউন ইত্যাদির জন্যে।'

নাসা চীফ বললেন, 'রেডিও স্ক্যানার-এর সাহায্যে গোটা এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু ড. সিজার্সের গোপন আস্তানার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা জানি তিনি আরিজোনায় ছিলেন, এখনও হয়তো সেখানেই আছেন। কিন্তু ওখানে এত বেশি পাহাড়, কম্বিং অপারেশন শেষ করতে কয়েক হপ্তাও লেগে যেতে পারে।'

'প্রিমিয়ারকে সে-কথা বলা উচিত হবে না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তাঁকে বিশ্বাস করাতে হবে ড. সিজার্সকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধরতে পারব আমরা। ঠিক আছে, হটলাইন অ্যাকটিভেট করতে বলুন।'

ঘুম ভাঙার পর কয়েকটা পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে মেইন ফরেস্ট্রি ট্রেইলে পৌঁছুতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে গেল ওদের। হর্স নোল-এর ঢাল বেয়ে উঠছে রানা, ওর ঠিক পিছনেই সাবরিনা। এদিকের ট্রেইলেও ভারী ভেহিকেলের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছে ওরা। মাটি যেখানে বেশি নরম, সেখানে ওগুলো ছয় ইঞ্চি গভীর। প্রথম দু'মাইল নির্বিঘ্নে উঠে এল, কোন ফাঁদ বা বাধা পেল না। তারপর একটা বাঁক ঘুরতে দেখতে পেল ট্রেইলের ওপর গাছ পড়ে আছে।

ট্রেইলের পাশে যেদিকে গভীর জঙ্গল, ছুটে তার ভেতর আড়াল নিল ওরা। 'বিপদ,' বিড়বিড় করল রানা।

'বিপদের কথা বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেটি কিন্তু হবে না,' বলল সাবরিনা, হাতের সাবমেশিন গানটা আরও শক্ত করে ধরল। 'ড. সিজার্সের কাছাকাছি চলে এসেছি, কাজেই এখন তোমাকে একা হতে দিচ্ছি না আমি। একসঙ্গে থাকব আমরা, পরস্পরকে সাপোর্ট দেব।'

ঝোপ আর পাইনগাছ এড়িয়ে আরও কিছুদূর এগোল রানা, তারপর উঁকি দিয়ে রোডব্লকের দিকে তাকাল। টীম হিসেবে কাজ করতে রাজি হলেও, সাবরিনাকে একটা সমস্যা বলেই মনে করছে ও। দুই রাতেই যেখানটায় ঘুমাবার কথা বলে সরে গেছে, সেখানে ঘুমায়নি। আড়াল থেকে দীর্ঘক্ষণ লক্ষ করেছে, বিছানা ছেড়ে ওকে সাবরিনা খুঁজতে বেরোয় কিনা। তা

সে বেরোয়নি, তবু রানা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। বোঝা যায়, সাবরিনাও ওকে চোখে চোখে রেখেছে, বিশ্বাস করতে রাজি নয়। পাহাড়টার চূড়ায় ওঠার পর মেয়েটা কি আচরণ করবে কে জানে।

সাবধানে রোডব্লকের দিকে এগোল ওরা। প্রথমে মনে হলো ওখানে কেউ নেই। গাছটা হয়তো কাল বিকেলের ঝড়ে পড়েছে। ঝোপের আড়াল নিয়ে এগোবার সময় রানার কাছ থেকে বিশ গজ পাশে সরে গেছে সাবরিনা। হঠাৎ ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে ধরাশায়ী পাইন গাছটার ডালপালায় এক পশলা গুলি করল সে।

'ওহ্‌হো, ম্যাডাম, করেন কি! আমি হানড্রেড পার্সেন্ট সিওর, এদিকে কোন হরিণ নেই!' ল্যাটিন বাচন ভঙ্গিতে ইংরেজি বলছে লোকটা, গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শান্তভাবে, খালি হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলছে। পরনে জিন্স, মাথায় পানামা হ্যাট, চেহারাই বলে দেয় লোকটা মেক্সিকান।

লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সাবরিনা, খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। রানা কিন্তু সাবধান, আড়াল ছেড়ে বেরুচ্ছে না। সাবরিনার ডান দিকে, একটা ঝোপের পিছন থেকে সিধে হলো দ্বিতীয় লোকটা। হাতের এম-সিক্সটিনটা কাঁধে তুলল সে। সরাসরি সাবরিনার মাথায় লক্ষ্যস্থির করছে। সত্যি লোকটা গুলি করবে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে এক সেকেন্ড দেরি করতে ইচ্ছে হলো রানার। তা করলে সাবরিনা বাঁচত না।

ট্রিগার টেনে দিয়েছে লোকটা, তবে রানা গুলি করেছে এক পলক আগে। দুটো অস্ত্র প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল। এম-সিক্সটিনের পাঁচ রাউন্ড সাবরিনার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল, ইনগ্রামের দশ রাউন্ড লোকটার বুক ঝাঁঝরা করে দিল। ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

গুলির শব্দ হতেই সাবরিনার সামনে দাঁড়ানো প্রথম লোকটা ঝট্ করে একটা রিভলবার বের করল। মনে মনে সাবরিনার প্রশংসা করল রানা। ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকায়নি সে, এক ঝটকায় হাতের সাবমেশিন গান তুলেই ট্রিগার টেনে নিল। রিভলবার বের করলেও, লক্ষ্যস্থির করার সময় পায়নি মেক্সিকান কাউবয়। ঝাঁকি খেতে খেতে পিছিয়ে গেল সে, তারপর সটান পিছন দিকে আছাড় খেলো।

দু'জনেই ওরা যে যার জায়গায় বসে পড়েছে। পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে গুলির আওয়াজ। পাঁচ মিনিট পার হলো। কিছু ঘটছে না। সিধে হলো রানা। 'এখানে দু'জনই ছিল।'

নিজের জায়গা ছেড়ে ধীরে ধীরে রানার দিকে এগিয়ে আসছে সাবরিনা। হাঁ হ করেই রানার দিকে তাকাচ্ছে না সে।

'এত মন খারাপ করার কিছু নেই, এখনও তুমি বেঁচে আছ,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'রেডিওটা আর একবার খুললে হয় না!'

'তোমার সান্ত্বনা আমার দরকার নেই। আমি জানি মারাত্মক একটা ভুল করেছি। এই ভুলের জন্যে দু'জনেই আমরা মারা যেতে পারতাম। ভাগ্যক্রমে

ব্যাপারটা ঘটেনি।'

'এই পেশায় ভাগ্যের ভূমিকা অর্ধেক।'

কাঁধের ব্যাগ থেকে খুদে রেডিওটা বের করে অন করল সাবরিনা।

'...শুধু এপি বা ইউএনএনবি নয়, রয়টার-এর সংবাদদাতারাও গোপন ও বিশ্বস্ত সূত্র পাওয়া খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে নাসা মারাত্মক কিছু একটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। হোয়াইট হাউস ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিও গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করছেন তাঁরা।

'বেশিরভাগ খবর হোয়াইট হাউস থেকেই লিক হচ্ছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন হোয়াইট হাউস ইন্টার্নি রয়টারকে জানিয়েছে, গত চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় বিরতিহীন মীটিং চলছে ওভাল অফিসে। কমপক্ষে তিনটে টিভি স্টেশনের দর্শক-শ্রোতারা জানিয়েছেন, কাল রাতে ড. সিজার্স আবার তাঁর বক্তব্য প্রচার শুরু করেছিলেন, কিন্তু তারপরই চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। ইন্টার্নি জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসে, এবং সম্ভবত নাসায়ও, ড. সিজার্সের ভাষণ শোনা গেছে।

'ড. সিজার্সের বক্তব্য কি ছিল তা জানা না গেলেও, তিনি যে এখনও পৃথিবীকে জিম্মি করে রেখেছেন, তাতে প্রায় কোন সন্দেহই নেই। শোনা যাচ্ছে, তিনি একটা শর্ত দিয়েছেন, সেটা পূরণ করা না হলে রাশিয়া ও আমেরিকার দুটো শহরে বোমা ফেলা হবে। এরপর প্রেসিডেন্ট তাঁর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা সময় প্রার্থনা করেন, নিজের ও রুশ প্রিমিয়ারের পক্ষ থেকে। কিন্তু ড. সিজার্স সময় দিতে রাজি না হওয়ায় প্রেসিডেন্টের নির্দেশে চব্বিশটা ওঅরহেড ফিট করা একটা এমআইআরভি ভেহিকেল দূর মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার অবজারভেটরি থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, ডিটোনেশন সত্যি ঘটেছে।

'কিন্তু রাশিয়া নাকি এখনও ড. সিজার্সের শর্ত মেনে নেয়নি, অর্থাৎ তারা তাদের ওঅরহেড-এর বিস্ফোরণ ঘটায়নি। ডেডলাইন পার হয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট রাশিয়াকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এখন যদি তারা কোন এমআইআরভি মিসাইল আসতে দেখে, সেটাকে তাদের নিজেদের বলেই ধরে নিতে হবে–যদিও, ড. সিজার্সের নিয়ন্ত্রিত।

'ড. সিজার্সের বক্তব্য প্রচারে বাধা সৃষ্টি অর্থাৎ আসল ঘটনা চেপে রাখার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও সারা দুনিয়ায় ব্যাপক জল্পনাকল্পনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে মানুষ। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট এখন নাকি ড. সিজার্সের সঙ্গে একমত হয়ে বলছেন যে নীতিগতভাবে মহাশূন্যে কোন ধরনের নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র রাখার বিরোধী তিনি। ওগুলোকে হয় মাটিতে নামিয়ে আনবেন, কিংবা সূর্যের দিকে নিক্ষেপ করবেন–যেটায় কম খরচ পড়ে...'

রেডিওটা বন্ধ করে দিল সাবরিনা। মাতৃভূমির সমালোচনা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠেছে সে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া

ট্রেইলটা এদিকে বেশ চওড়া। সামনে লম্বা একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল রানা। আরও আধ মাইলটাক এগিয়ে একটা গাছের পাশে ছায়ায় বসে পড়ল ও। 'কাছাকাছি চলে এসেছি, কাজেই এখন থেকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। ট্রেইল থেকে সরে থাকব আমরা, ওটাকে শুধু গাইডলাইন হিসেবে ব্যবহার করব। কবির আর তার লেফটেন্যান্ট জানে আমরা আসছি। কোন সন্দেহ নেই চূড়ায় উঠতে বাধা দেবে ওরা।'

'তুমি কি সেই ভয়ে পিছু হটতে চাইছ?' খোঁচা মারার জন্যে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'চূড়ায় আমি একা উঠতে চাইছি,' বলল রানা, সাবরিনার বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। 'তুমি আমাকে কাভার দেবে। রেডিওটাও অন করে রাখবে, মস্কো আর ওয়াশিংটনে কি ঘটছে জানা দরকার। কোনও সাজেশন?'

'কথা ছিল আমরা যা-ই করি, আলোচনার মাধ্যমে করব,' বলল সাবরিনা। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এরচেয়ে ভাল কোন প্ল্যান যখন দিতে পারছি না, তোমার কথাই থাক। তবে তোমার পিছু নিয়ে আমিও চূড়ায় উঠব।'

রিভলভিং চেয়ারটা এক পাক ঘুরিয়ে আবার কনসোল-এর দিকে ফিরলেন ড. সিজার্স। দরাজ গলায় অট্টহাসি হাসছেন তিনি। ওদেরকে তিনি বাধ্য করেছেন! তাঁর শর্ত মেনে নিয়ে চব্বিশটা মহাবিপজ্জনক ওঅরহেড ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। তবে এখনও মহাশূন্যে কয়েকশো ওঅরহেড রয়েছে। নতি স্বীকার করে রাশিয়াও তাদের একটা সুপারমিসাইল ধ্বংস করবে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি। তবে স্রেফ তাগাদা দেয়ার জন্যে হুমকিটা পুনরাবৃত্তি করা দরকার। তাঁর বক্তৃতা টিভি নেটওঅর্কে প্রচার করা হচ্ছে না বটে, তবে হোয়াইট হাউসের ওরা ঠিকই শুনতে পাচ্ছে। ক্রেমলিনে বসে রুশ প্রিমিয়ারও যাতে শুনতে পান, সে-ব্যবস্থা করার জন্যে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করবেন তিনি। হটলাইন অ্যাকটিভেট করেই তা সম্ভব।

প্রথমে সরাসরি প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে এক মিনিটের একটা মেসেজ ট্র্যান্সমিট করলেন তিনি, তাতে বলা হলো, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার শর্ত মেনে নেয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাই। দুনিয়াটাকে নিরাপদ ও বাসযোগ্য করার আমার প্রচেষ্টায় আপনি সাহায্য করছেন, সেজন্যে আপনার আমি প্রশংসা করি। এবার দয়া করে আরও একটু সাহায্য করুন। হটলাইন অ্যাকটিভেট করে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রিমিয়ারকেও আমার পরবর্তী ভাষণ শোনার সুযোগ করে দিন, প্লীজ। ধন্যবাদ। তিন মিনিট পর আমি আমার ভাষণ শুরু করব।'

তিন মিনিট পর শুরু হলো মূল ভাষণ।

'এটা রাশিয়ার প্রিমিয়ারের জন্যে বিশেষ একটা মেসেজ। মি. প্রিমিয়ার, আপনার হাতে এখন আর মাত্র চার ঘণ্টা সময় আছে। এই সময়ের ভেতর আপনাকে একটা এমআইআরভি মিসাইল ক্যারিয়ার, এবং তার সঙ্গে

চব্বিশটা হাইড্রোজেন বোমা ধ্বংস করতে হবে। আউটার স্পেসে ওঅরহেডগুলো ইজেক্ট করা যায়, কিংবা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটিয়েও দেয়া যায়। যেটা আপনি ভাল মনে করেন। আমেরিকা এরইমধ্যে আমার শর্ত মেনে নিয়ে চব্বিশটা ওঅরহেড ধ্বংস করে দিয়েছে। আপনি যদি আমার শর্ত না মানেন, এখন থেকে চার ঘণ্টা পর রাশিয়ার যে-কোন শহরে আমি একটা বোমা ফেলব। ভুলবেন না, এটাই আমার শেষ নোটিশ!'

চেয়ারে হেলান দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন ড. সিজার্স। অপেক্ষার পালা শেষ হলো। তাঁর কথা শুনতেই হবে, রাশিয়ার আর কোন উপায় নেই।

ট্রেইলরে ঢুকল কবির, পিছু নিয়ে প্রকাণ্ডদেহী ইয়ামুচিও।

'আজ রাতে শ্যাম্পেন আর স্টেক চলবে, মাই বয়! কঠিন পর্যায়টা পার হয়ে এসেছি আমরা—প্রথম মিসাইল ধ্বংস করানো গেছে। আমার ধারণা, দু'একটার মধ্যে রাশিয়াও তাদের একটা মিসাইল ধ্বংস করবে,' রুদ্ধশ্বাসে বলে যাচ্ছেন ড. সিজার্স। 'আমরা সফল হতে যাচ্ছি, কবির! এই বিজয় দুনিয়ার শান্তিকামী সব মানুষের বিজয়, মাই বয়!' হঠাৎ ইয়ামুচিকে দেখে থেমে গেলেন। 'কবির, তোমাকে আমি বলেছিলাম,' গম্ভীর সুরে বললেন তিনি, 'তুমি ছাড়া ট্রেইলরে কেউ যেন না ঢোকে।'

স্মার্ট একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল কবির। 'স্যার, ইয়ামুচি আপনাকে কি যেন একটা দেখাতে চায়।'

'ইয়ামুচি দেখাতে চায়? আমাকে? কি?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন ড. সিজার্স।

লেদার জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা রিভলবার বের করল কবির, দেখাদেখি ইয়ামুচিও। রিভলবার নেড়ে সে-ই ট্রেইলরের দরজার দিকটা দেখাল ড. সিজার্সকে, জাপানী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'এদিকে আসুন, মি. সিজার্স। বাইরে তাকান।'

কনসোল ছেড়ে উঠলেন না ড. সিজার্স। 'এ-সব কি, কবির!' অস্ফুটে বললেন তিনি, লক্ষ করলেন কবির সরাসরি তার বুকের দিকে রিভলবার তাক করেছে। 'সঙ্গে অস্ত্র রাখতে নিষেধ করেছি তোমাকে, মনে নেই? এখুনি সরাও ওটা!'

'যা বলছি শুনুন, ড. সিজার্স। এদিকে এসে বাইরে একবার তাকান,' বলল ইয়ামুচি। 'আরও মারাত্মক সব অস্ত্র দেখতে পাবেন।'

'মানে?' ড. সিজার্স হতভম্ব। 'কি বলছে ও, কবির?'

'প্রশ্ন না করে নিজের চোখেই দেখুন না!' বলল কবির।

চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলেন ড. সিজার্স। খোলা দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'মাই গড! এ-সবের মানে কি?'

'মি. কবির আপনার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন, ড. সিজার্স,' বলল ইয়ামুচি। 'আপনি যদি অহেতুক তর্ক করেন বা বাধা দেন, এই গ্রুপটার সঙ্গে লড়তে হবে আপনাকে।'

ট্রেইলরের বাইরে দশজন লোক। সবার পরনে কমব্যাট-গ্রীন ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম। কারও হাতে এম-সিক্সটিন রাইফেল, কারও হাতে উজি সাবমেশিন গান। প্রত্যেকের পিঠে একটা করে প্যাক–গুটানো কম্বল, মগ, টর্চ, টিনজাত খাবার ইত্যাদি ঠাসা। কোমরে একটা করে ওয়েবিং বেল্ট, তাতে গ্রেনেড, ছোরা, নাইলন রশি ইত্যাদি গোঁজা। এরা পেশাদার যোদ্ধা, দেখেই বোঝা যায়।

'দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছ মানে?' কবিরের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন ড. সিজার্স, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল কবির। 'স্যার, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, যে ক্ষমতা আপনার হাতে এসেছে তার তাৎপর্য আপনি পুরোপুরি বোঝেন না। সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলি আমি কি করতে চাই।

'আপনার হাতে এখন যে ক্ষমতা, তা অন্য কারও হাতে এলে নিজেকে সে ঈশ্বরের সমতুল্য ভাবত। কিন্তু এই ক্ষমতা যে সাময়িক, এটা আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না। সাময়িক বলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে হবে, এ-ও আপনার মাথায় ঢুকবে না। আপনার ধারণা ক্রেমলিন আর হোয়াইট হাউস আপনার কথামত যার যার সমস্ত নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ধ্বংস করে ফেলবে।' মাথা নাড়ল কবির। 'তা কোনদিন সম্ভব নয়, স্যার। ওরা আপনার শর্ত মেনে নেয়ার ভান করছে কেবল। জানি, ফাঁদে পড়ে আমেরিকা তাদের চব্বিশটা ওঅরহেড ধ্বংস করেছে। রাশিয়াও হয়তো করবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ওরা আপনাকে ধরার চেষ্টাও করছে। আমাদের এই অল্প কয়েকজন লোকের সাহায্য নিয়ে কতক্ষণ আপনি ওদের চোখে ধুলো দেবেন? ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে আপনি শেষ, আপনার সঙ্গে আমরাও।

'তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি গোটা ব্যাপারটা আমিই সামলাব। উপত্যকায় আর পাহাড়ে, ঢালে আর ট্রেইলে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছি আমি। ওরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে-কোন হামলা ঠেকিয়ে রাখবে। ওদের প্রত্যেককে মোটা টাকা দেয়া হয়েছে, স্যার। এখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে ওরা মারা গেলে সেই টাকা ওদের আপনজনেরা পেয়ে যাবে। আমি বলতে চাইছি, এখানে ওরা মরার জন্যেই এসেছে। টাকার বিনিময়ে ওরা আমাকে কিছুটা সময় পাইয়ে দেবে। আর আমি ওই সময়ের ভেতর নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে কেটে পড়ব।

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমার হাতের রিভলবার আপনার দিকে তাক করা। এখন আপনার বেঁচে থাকার একটাই পথ, আমার কথামত কাজ করা। আপনি আমার শিক্ষক ছিলেন, তাই আপনাকে আমি টরচার করতে পারি না। কনসোল আমি নিয়ন্ত্রণ করব, আপনার কাছ থেকে অ্যাকসেস কোড জেনে নিয়ে। আপনি যদি মরতে চান তাহলে বলুন আমাকে সাহায্য করতে রাজি নন। আপনাকে আমি টরচার করতে পারি না, কিন্তু খুন করতে পারি–যদি প্রয়োজন হয়।'

একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড কবিরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ড. সিজার্স বললেন, 'কি জানো, কবির, মানসম্মত জীবনের চেয়ে অনেক সময় শুধু বেঁচে থাকাটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

'অর্থাৎ আমার কথামত কাজ করতে আপনি রাজি?'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বললেন ড. সিজার্স। 'এখানে যা কিছু আছে সব রক্ষা করতে হলে তোমার পাশে থাকতে হবে আমাকে। এক সময় তুমি হয়তো ব্যাখ্যা করবে আসলে কি পেতে চাও তুমি।'

'কেন, স্যার, আপনাকে আমি বলিনি? আপনার মত আমিও একজন বিজ্ঞানী, তাই না? বিজ্ঞানের সাধনা বংশ পরম্পরায় আমাদের একটা নেশাও বলতে পারেন। এই সাধনায় অঢেল টাকা লাগে, স্যার। আপনি যে ক্ষমতা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, এটার সাহায্যে আমি এক বিলিয়ন ডলার কামাতে চাই। তাছাড়া স্যার, কেজিবির সঙ্গে অনেক আগেই আমার একটা চুক্তি হয়েছে। আমেরিকানদের এমআইআরভি মিসাইলটা আমি রাশিয়ার হাতে তুলে দেব।'

'ওহ্, গড! ব্ল্যাকমেইল! কবির, তুমি আমাদের গ্রহটাকে হাইজ্যাক করতে চাইছ?' হেসে উঠলেন ড. সিজার্স। 'তুমি প্রতিভা জানি, কিন্তু কত বড় প্রতিভা তা সত্যিই জানি না–তবে তোমার চিন্তা-ভাবনা যে সামান্য কিছু নয়, এটা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। অবশ্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছে তোমার মত ঘৃণ্য একটা সাপকে আগে কেন চিনতে পারিনি ভেবে।'

বাইরে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কবির। ট্রেইলরে একজন শ্বেতাঙ্গ ঢুকল। 'স্যার, এ আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, হ্যারিস, কমপিউটর ও টেলিকমিউনিকেশন এক্সপার্ট। এখন থেকে হ্যারিস আপনার ছায়া হয়ে থাকবে। বেশিরভাগ ইকুইপমেন্টই চেনে ও, জানে কোন্‌টার কি কাজ। চারপাশে নজর রাখার জন্যে আমাকে বাইরে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে, ট্রেইলরে আমার অনুপস্থিতিতে ওর কথামত কাজ করতে হবে আপনাকে। ওর কাছে টেপ রেকর্ডার আছে, স্যার। অ্যাকসেস কোড সহ সুপারমিসাইলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে যা যা করা দরকার, সব আপনি বলে যাবেন, ও রেকর্ড করে নেবে।'

'দেখা যাচ্ছে তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছ,' মন্তব্য করলেন ড. সিজার্স।

'আমি শাঁখের করাত, স্যার,' হেসে উঠে বলল কবির। 'যেতেও কাটি, আসতেও কাটি। এখন আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে রেডিওতে একটা মেসেজ ব্রডকাস্ট করব। তবে আপনি নন, এবার কথা বলব আমি।'

'জানতে পারি, মেসেজটা কি হবে?'

'প্রচার করার সময় শুনতে পাবেন, স্যার।'

খোলা জায়গা পার হয়ে কেউ একজন ছুটে আসছে। একটু পরই ট্রেইলরের পিছনে দেখা গেল তাকে। প্রকাণ্ড এক নিগ্রো। তাকে দেখেই নিচে নেমে গেল ইয়ামুচি। দু'জনে চাপাস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর আবার

ট্রেইলরে উঠল ইয়ামুচি, কবিরকে বলল, 'দুঃসংবাদ, মি. কবির। কারা যেন আসছে। দ্বিতীয় রোডব্লকে দু'জন লোককে হারিয়েছি আমরা। স্যামুয়েল বলছে, সে কাউকে দেখেনি, তবে অটোমেটিক ফায়ারের আওয়াজ শুনেছে। টানেল ধরে যায় ও, গিয়ে দেখে আমাদের দু'জন লোক মরে পড়ে আছে।'

'ওহ্, গড! মারা গেছে? মানে খুন হয়েছে?' ড. সিজার্স টলছেন। 'কবির···'

'আপনি বড় বেশি বকবক করছেন!' ধমক দিল কবির। 'আমরা কাউকে খুন করিনি, বুঝলেন! ওরাই আমার দু'জন লোককে মেরে ফেলেছে। শুনুন, এখন আর নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। প্রথম ব্রডকাস্ট এখুনি শুরু করা দরকার। স্যাটেলাইটে সিগন্যাল পাঠান–আমি চাই না ট্রাইয়্যাগিউলেট-এর সাহায্যে ওরা আমাদের পজিশন জেনে ফেলুক।'

সাত

হিউসটন লিসনিং পোস্ট ড. সিজার্সের দ্বিতীয় ভাষণ ট্রেস করতে ব্যর্থ হলেও, ইকুইপমেন্টের সাহায্যে একটা বিয়ারিং পাওয়া গিয়েছিল। সেটার ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশের ওপর একটা লাইন তৈরি করা হয়েছে, নিউ মেক্সিকো থেকে আরিজোনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

এয়ারফোর্স-এর কয়েকটা প্লেন হিউসটন থেকে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত সারি সারি পাহাড়ের ওপর কম্বিং অপারেশন চালাচ্ছে সেই দিনের আলো ফোটার পর থেকে। কিন্তু কিছুই তারা পায়নি। দ্বিতীয় ভাষণের পর কোডেড ট্র্যান্সমিশন সরাসরি স্যাটেলাইটে চলে গেছে, কিন্তু তা-ও এত দ্রুত অন আর অফ হয়েছে যে ট্রাইয়্যাগিউলেশন করা সম্ভব ছিল না। এখন এয়ারক্রাফট্ ক্রুদের কোনও ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যান্সমিশন দরকার, পজিটিভলি লক করার জন্যে।

ক্রুরা রিপোর্ট করল কয়েকটা ইন্ডিকেটর জ্যাম্ড হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেগুলো এতই অস্পষ্ট যে নিশ্চিতভাবে দিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ক্রসগুলো মনে হলো হয় আরিজোনায়, নয়তো ক্যালিফোর্নিয়ায়। গ্রাউন্ড ফোর্সকে ওই দু'জায়গায় ভাল করে তল্লাশী চালাতে বলা হলো।

কাল্পনিক রেখা বরাবর একটা ইউ-টু স্পাই প্লেন উড়ে যাচ্ছে। প্লেনটায় রয়েছে লেটেস্ট এরিয়াল ফটো ইকুইপমেন্ট, প্রতি দশ সেকেন্ডে দুশো ফ্রেম সংগ্রহ করতে পারে। কি খুঁজছে, সে-সম্পর্কে পাইলটের ভাল ধারণা নেই। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে তুলে আনা হয়েছে তাকে, ককপিটে উঠেছে আধ বোজা চোখে। এই মুহূর্তে নিউ মেক্সিকোকে পিছনে ফেলে আরিজোনার আকাশ সীমায় প্রবেশ করছে সে।

*

হোয়াইট হাউসে উপস্থিত কর্মকর্তারা অধীর অপেক্ষায় পায়চারি করছেন। ট্র্যান্সমিশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রস রেফারেন্স লাইন পাওয়া যায়নি। বাস্তব পরিস্থিতি দেখে এখন মনে হচ্ছে লাইনটা স্পষ্টভাবে পাওয়া সহজ হবে না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একের পর এক নির্দেশ দিয়ে অনেকগুলো প্লেন আকাশে তুলেছেন। কাল্পনিক রেখাটা নিজেও অন্তত দশবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি। বেশ কয়েকবার প্লেনগুলো গাছপালার মাথা প্রায় ছুঁয়ে উড়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত চর্মচক্ষে বা কুইক-ডেভলপিং ফিল্মে কিছু ধরা পড়েনি।

পরিস্থিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আরও সময় লাগবে। একটা করে ঘণ্টা পার হওয়া মানে আরও একটা এমআইআরভি খোয়ানোর আশঙ্কা বেড়ে যাওয়া। খুব শিগ্‌গির রাশিয়ানরাও যদি তাদের একটা মিসাইল ধ্বংস না করে, ভাবলেন তিনি, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাশিয়ার এখন যে রাজনৈতিক অবস্থা, কট্টরপন্থী কমিউনিস্টরা গর্বাচেভকে বোঝাবেন ড. সিজার্সকে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রই তাদের একটা শহরে হাইড্রোজেন বোমা ফেলেছে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ আমেরিকার ওপর খেপে যাবে, তখন আমেরিকার বিরুদ্ধে কঠিন কোন পদক্ষেপ না নিয়ে গর্বাচেভেরও কোন উপায় থাকবে না।

ওভাল অফিসে ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন প্রেসিডেন্ট। ভেতরেই কোথাও নরম শব্দে রেডিও বাজছে। মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছেন তিনি। কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা মাত্র আধ ঘণ্টার থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। না, এরকম বোকামি করার অধিকার কারও নেই! ভুল শুধরে নেয়ার সুযোগ এখনও আছে, রাশিয়াও যদি তাদের সুপারমিসাইল নামিয়ে আনতে বা ধ্বংস করে ফেলতে রাজি হয়।

'স্যার, মস্কো থেকে হটলাইন অ্যাকটিভেট করা হয়েছে,' একজন এইড বলল।

বাক্স থেকে বের করা ফোনের রিসিভারটা হাত বাড়িয়ে ধরলেন প্রেসিডেন্ট। অপরপ্রান্তে রুশ প্রিমিয়ার। দীর্ঘ দেড় মিনিট ধরে অনেক কথাই বলে গেলেন তিনি, সবশেষে জানালেন, '...অগত্যা আমরা আউটার স্পেসে একটা এমআইআরভি মিসাইল ফাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. প্রিমিয়ার।' প্রেসিডেন্টের ম্লান চেহারায় খানিকটা রঙ ফিরে এল।

ক্রল করে প্রকাণ্ড এক পাইন গাছের পাশে চলে এল রানা। মাথাটা খানিক উঁচু করে ঘাস আর নিচু ঝোপের ওপর দিয়ে তাকাতে বুঝতে পারল কানে ভুল শোনেনি ও। সামনের একটা বড় ঝোপের আড়ালে দু'জন লোক দুটো গর্ত খুঁড়ছে। দু'জনের পরনেই সবুজ ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম। পিঠে ঝুলছে

সাবমেশিন গান, ওয়েবিং বেল্টে রিভলবার গোঁজা। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল রানা। এটা ওদের একটা আউটপোস্ট, লিসেনিং পোস্ট। লোকগুলোর পিছনের এলাকা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লোক দু'জন রাস্তার দু'পাশের ঢালে রয়েছে।

পাহাড়ের চূড়া এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবে না। নিঃশব্দে বিশ গজ পিছিয়ে এল রানা, লোকগুলোকে এড়াবার জন্যে ঘুরপথ ধরে এগোল। পাঁচশো গজ হাঁটার পর আবার রাস্তার পাশে চলে এল ও। জমিন এখানে সমতল, আধ মাইল এগিয়ে রাস্তাটা ঘন ঝোপ আর পাইন গাছের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। এদিকে কোন গার্ড নেই, অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। হয়তো সামনের ঝোপে লুকিয়ে আছে, কিংবা রাস্তার পাশের কোন ট্রেঞ্চে অপেক্ষা করছে।

রানা তাকিয়ে আছে, হালকা পায়ে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণকে চূড়ার দিক থেকে ছুটে নেমে আসতে দেখল, বাঁ হাতে একটা সাবমেশিন গান। তার ছোটার মধ্যে ইতস্তত কোন ভাব নেই, যেন খুব ভাল করেই জানে কোথায় যাচ্ছে।

ঘন ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল তরুণ, তারপর আর কোথাও তাকে দেখা গেল না। রানার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটল। রাস্তার পাশ থেকে সরে এল ও, ঢুকে পড়ল জঙ্গল যেখানে গভীর। আধ মাইল হাঁটার পর পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এল, ওর টার্গেটটা দেখা গেল সামান্য নিচে।

ওর নিচে জিনিসগুলো ছড়িয়ে রয়েছে—ক্যামোফ্লেজড ট্রেইলর, আকাশের দিকে তাক করা বিশাল ডিশ অ্যান্টেনা, পাইনের ডালপালা দিয়ে আড়াল করা একটা ট্র্যাক্টর-এর আকৃতি। এমন কি ডিশ স্কাইরিডারটাও ক্যামোফ্লেজ কালারে পেইন্ট করা হয়েছে। তিনশো ফুটের বেশি ওপর থেকে কোন পাইলট এই সেটআপ দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

জায়গাটায় দশ-বারোজন সশস্ত্র লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। একবার সুদর্শন এক তরুণ ট্রেইলরের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, পরনে সাদা পপলিনের শার্ট, লাল টাই, মাথায় এলোমেলো কোঁকড়া চুল। মাত্র এক সেকেন্ড তাকে দেখার সুযোগ হলো। তারপরই ট্রেইলরের ভেতর দিকে সরে গেল আবার।

ঝোপের ভেতর অর্ধবৃত্তাকারে একটা ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। হামলা হলে সশস্ত্র লোকজন ওই ট্রেঞ্চ থেকে প্রতিরোধ করবে।

ঘুরল রানা। সাবধানে সাবরিনার কাছে ফিরে এল। ইতিমধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে ও। দেখা যাক কেজিবির ফিল্ড এজেন্ট মার্সেনারিদের বিরুদ্ধে কেমন লড়তে পারে।

কিন্তু শোনার পর অ্যাসাইনমেন্টটা সাবরিনার পছন্দ হলো না। 'এবারও তুমি আলোচনার মধ্যে যাচ্ছ না। স্রেফ হুকুম করছ আমাকে।'

'ঠিক আছে, ওপরে উঠে পরিস্থিতিটা দেখে এসো, আমি এখানে তোমার

জন্যে অপেক্ষা করি,' বলল রানা। 'তবে দয়া করে হারিয়ে যেয়ো না। এই আর ওই জায়গার মাঝখানে জঙ্গল ও পাহাড়ের কোন কমতি নেই, সবগুলো প্রায় একই রকম দেখতে।'

রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল সাবরিনা, হঠাৎ হেসে ফেলল। 'তুমি আসলে ভারি চালাক। খুব ভাল করেই জানো যে দু'বার রেকি করার সময় আমাদের হাতে নেই।'

'কাজেই মুখ বুজে আমার কথা শোনো।'

সাবরিনা জানতে চাইল, 'দিনের আলো আর কতক্ষণ পাব বলতে পারবে?'

'সন্ধে হতে আরও ছয় ঘণ্টা বাকি। সঙ্কেতগুলো সব মনে আছে তো?'

'তা আছে। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না আমাকে আরেক দিকে পাঠিয়ে তুমি একা কেন ওদের আস্তানায় হামলা করতে চাইছ।'

'ট্রেইলরের আশপাশে সশস্ত্র লোকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি আমি,' বলল রানা। 'ওখানকার পরিবেশ উত্তেজনায় কেমন যেন টান টান হয়ে আছে। ট্রেইলরের দরজায় সম্ভবত কবিরকেও দেখেছি। দেখে মনে হলো, গোটা ব্যাপারটা সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'সে কেন নিয়ন্ত্রণ করবে?' হঠাৎ আগ্রহী মনে হলো সাবরিনাকে। 'ড. সিজার্স কি করছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না।'

'তোমার সন্দেহ তাঁর কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। 'কবিরের হাতে বন্দী হয়েছেন তিনি?'

'অসম্ভব নয়,' বিড়বিড় করল রানা।

আজও দুপুরের পরপরই ঝড় শুরু হলো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাল, বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো। ঝম ঝম করে একটানা পনেরো মিনিট বৃষ্টিও পড়ল। প্রকাণ্ড এক সীডার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেও, ভিজে গেল দু'জনেই। বৃষ্টি থামতে অস্ত্র মুছে রওনা হলো ওরা।

প্রথম এক মাইল একসঙ্গে থাকল। সাবরিনা রেডিও অন করল, শোনার জন্যে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল রানাকে।

'...আগেই বলা হয়েছে, এই নাটকীয় খবরটাও গোপন সূত্র থেকে পাওয়া, এবং রয়টার পরিবেশিত। এর আগে ড. সিজার্স স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি নেটওঅর্কে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এবার টিভি নয়, রেডিও নেটওঅর্কে ভাষণটা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে—তবে এই কণ্ঠস্বর ড. সিজার্সের নয়, অন্য একজনের। কণ্ঠস্বর যেমন আলাদা, তেমনি মেসেজও আলাদা এবং রোমহর্ষক।

'ভাষণের শুরুতে পৃথিবীকে সম্বোধন করে গুড মর্নিং বলা হয়। বক্তা নিজেকে দুনিয়ার নতুন লীডার বলে দাবি করে। নামে নাকি কিছু আসে যায় না, তবে লোকে তাকে মি. ট্রেজারার বললে সে কিছু মনে করবে না বলে জানিয়েছে। কথা বলার সময় বেশ কয়েকবার শ্রোতাদেরকে সে স্মরণ করিয়ে

দেয়, এই ভাষণ ড. সিজার্স দিচ্ছেন না। ড. সিজার্স মারা গেছেন নাকি বন্দী হয়েছেন, এ-সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, শুধু বলেছে–এমআইআরভি হাইজ্যাকিং সেন্টার এখন তার দখলে।

'বক্তার বক্তব্য ছিল, মহাশূন্যে কি আছে না আছে তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। ড. সিজার্স নাকি বোকার স্বর্গে বাস করছেন, কারণ তাঁর একার চেষ্টায় কোনদিনই দুই সুপারপাওয়ারের অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে না। আমেরিকা ও রাশিয়াকে সম্বোধন করে সে বলেছে, যত খুশি নিউক্লিয়ার ওঅরহেড মহাশূন্যে রাখুক তারা, তাতে তার কোন আপত্তি নেই। সে টাকা পেলেই খুশি।

'তার দাবি নাকি এক বিলিয়ন ডলার। দুনিয়াটাকে ধ্বংস না করার বিনিময়ে এই টাকা দাবি করছে সে। নগদ নয়, আনকাট ডায়মন্ড দিতে হবে তাকে। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও বেঁধে দিয়েছে। তার দাবি মেনে নেয়া হলো কিনা তা জানাবার উপায় হলো, নির্দিষ্ট একটা সময়ে রেডিও নেটওঅর্কে নতুন একটা পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে–সহজে ভাঙা যায় এমন সাঙ্কেতিক ভাষায়। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে ড. সিজার্সও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেছিলেন।

'পৃথিবীর এই স্বঘোষিত নতুন লীডার সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তাকে বা তার ট্র্যান্সমিটারকে যেন খোঁজা না হয়। এই নির্দেশ অমান্য করা হলে দুনিয়ার বুকে কোথাও না কোথাও একটা এমআইআরভি মিসাইল ছুঁড়বে সে। কাজটা করার জন্যে যে জ্ঞান আর দক্ষতা দরকার তা নাকি তার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে...'

রেডিও বন্ধ করে দিল সাবরিনা। সম্পূর্ণ শান্ত সে, এতটুকু বিচলিত নয়। 'এই তোমার চৌধুরী খায়রুল কবির! ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার!'

'কবিরকে আমি কিন্তু হালকাভাবে নিচ্ছি না,' বলল রানা। 'ড. সিজার্সের তবু তো একটা নীতি ও আদর্শ ছিল, কিন্তু কবির স্রেফ লোভী আর স্বার্থপর। নিধিরাম সর্দার বলছ কেন? সে এখন দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।

'শেষ পর্যন্ত তোমার সন্দেহই সত্যি হলো,' বলল সাবরিনা। 'ড. সিজার্সকে হটিয়ে দিয়ে সেটআপটা কবির দখল করে নিয়েছে।'

দশ মিনিট পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা।

সাবরিনার কাজ হলো ঢালের নিচের দিক থেকে ট্রেইলরের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছে গুলি করা। তাতে যদি দু'একজন মার্সেনারি মারা পড়ে তো ভাল, না মরলেও ক্ষতি নেই। সাবরিনার খোঁজে দলবেঁধে ছুটে আসবে ওরা।

সাবরিনাকে দিয়ে ডাইভারশন তৈরি করাই রানার উদ্দেশ্য। সাবরিনার পিছু নিয়ে মার্সেনারিরা যখন দূরে সরে যাবে, ও তখন গুলি করে বা না করে ডিফেন্সিভ পেরিমিটারের ভেতর ঢুকে পড়বে।

আক্রমণ শুরু হবার পাঁচ মিনিট আগেই নিজের পজিশনে পৌঁছে গেল

রানা। ওপর থেকে নিচের দৃশ্যটা আরেকবার দেখে নিল ও, সব আগের মতই আছে। তবে এবার একটা রকেট লঞ্চার আর তেপায়ার ওপর বসানো মেশিন গান চোখে পড়ল। ভারী অস্ত্রশস্ত্র বসাচ্ছে ওরা।

ক্রল করে কাছাকাছি গার্ডের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছুল রানা। একটা গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর শরীর ডুবিয়ে রেখেছে লোকটা, গর্তের পিছনে দুই ফুট ডায়ামিটারের একটা কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে।

শেষবার সেকেন্ডের কাঁটাটা দেখে নিল রানা। ঠিক ফিফটিনফিফটিন আওয়ারে ভেসে এল অটোমেটিক ফায়ারের আওয়াজ। সময়ের কাঁটা ধরেই অপারেশন শুরু করেছে সাবরিনা।

গর্ত থেকে শরীরের অর্ধেকটা তুলে আনল লোকটা, জাপানী ভাষায় চিৎকার করে কাকে যেন কি বলল। কেউ একজন সাড়া দিল, আরও একটা গর্ত থেকে লাফ দিয়ে বেরুল দু'জন লোক, ট্রেইলরটাকে পাশ কাটিয়ে ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে ট্রেইলের দিকে। তৃতীয় লোকটা দু'সেকেন্ড ইতস্তত করে তাদের পিছু নিল।

ত্রিশ সেকেন্ড পর আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল রানা, প্রথম গর্তটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল কমপাউন্ডে। ওর বাম দিকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠেই গুলি করল। ডাইভ দিল ও, মাটিতে পড়ার আগেই ট্রিগার টেনে দিল চিল্ডার্সের। সবুজ ইউনিফর্ম পরা মার্সেনারি বিশ গজ দূরে ছিল, তাসত্ত্বেও .৩৩ ক্যালিবারের আটটা বুলেটের ধাক্কা খেয়ে আধ পাক ঘুরে গেল সে।

ডানে ঘুরে ট্রেইলরের দিকে ছুটল রানা। ওটার এক পাশ থেকে বেরিয়ে এসে পিস্তল তুলল এক লোক, গুলি করেই আড়ালে চলে গেল। আরেক লোক ঢাল বেয়ে উঠে আসছে, তবে এখনও অনেকটা নিচে সে। ছুটে ট্রেইলরের পাশে চলে এল ও, কিন্তু পিস্তলধারী লোকটাকে কোথাও দেখতে পেল না। তার বদলে অন্য দু'জন লোককে ছুটে আসতে দেখল ও। আবার গর্জে উঠল চিল্ডার্স। দু'জনেই পড়ে গেল। ডান দিকের ঝোপের আড়ালে আরও কয়েকটা মাথা দেখা যাচ্ছে, ছুটে আসছে এদিকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও, একটা কাভার দরকার।

পিস্তলধারী লোকটা ট্রেইলরের তলায় লুকিয়ে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে রানার পিঠে অস্ত্র তাক করল। কি মনে করে পিছন দিকে ঘুরল রানা। গুলি করার সময় পাওয়া গেল না, পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল লোকটা। উরুর খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। দ্বিতীয়বার গুলি করল লোকটা, কিন্তু মেকানিজম কাজ না করায় গুলি বের হলো না। এক পশলায় পাঁচটা গুলি করে আবার আধ পাক ঘুরল রানা, ঝোপের ওপর মাথাগুলো লক্ষ্য করে আরও এক পশলায় বিশ রাউন্ড গুলি করল। ডাইভ দিয়েছে, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে পৌঁছে গেছে একটা গাছের পিছনে। এই সময় ট্রেইলরের ভেতর থেকে এক পশলা গুলি হলো।

আরেক দিক থেকে আরও ছ'জন লোক ছুটে আসছে ট্রেইলর লক্ষ্য

করে। এখন রানার পিছু হটা ছাড়া কোন উপায় নেই। পায়ের ক্ষতটা পরীক্ষা করতে হবে, ফিরে আসতে হবে অন্য কোন পথ ধরে। ড. সিজার্স যে এখানে বন্দী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় তাঁকে ট্রেইলরেই রাখা হয়েছে, কাজেই ওটার কোন ক্ষতি করা উচিত হবে না। ভেতরে জটিল সব ইকুইপমেন্ট আছে, মহাশূন্যে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড-এর অ্যাক্সিডেন্ট ঠেকানোর জন্যে ওগুলো ড. সিজার্সের প্রয়োজন হতে পারে।

আড়াল থেকে পিছু হটতে শুরু করল রানা, খোঁড়াচ্ছে। জানে রক্ত পড়ছে, তবে কি পরিমাণে জানে না। বাম দিক থেকে এক লোক গুলি করল। সেদিকে চিল্ডার্স তুলে ট্রিগার টানল ও। ঝোপ আর গাছপালার আড়াল নিয়ে সরে আসছে, পায়ের আওয়াজ বলে দিচ্ছে মার্সেনারিরাও অনুসরণ করছে ওকে। আধ মাইল আসার পর খুব গভীর, প্রায় নিশ্ছিদ্র একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ক্ষতটা পরীক্ষা করল। হাঁটতে তেমন অসুবিধে হয়নি, কারণ ক্ষতটা গভীর নয়। তবে প্রচুর রক্ত পড়েছে। বেল্ট থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করে দ্রুত হাতে ক্ষতের ওপর একটা ব্যান্ডেজ বাঁধল। এবার অপেক্ষার পালা।

ওরা এল, তবে একশো গজ বামে দেখা গেল সব ক'জনকে। ঝোপটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে ওখান থেকেই ফিরে গেল তারা।

ইমার্জেন্সীর সময় কোথায় দেখা করতে হবে জানা আছে সাবরিনার। এক ঘণ্টা পর সেখানে পৌঁছুল রানা। আকাশে ডালপালা মেলে দেয়া বিশাল এক পাইন গাছের নিচে শুয়ে আছে সাবরিনা। কাঁধে হাত রেখে তার ঘুম ভাঙাল রানা। ঝট করে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল সে।

'শান্ত হও, আমি রানা।'

'কি ঘটল?' উঠে বসল সাবরিনা। 'তুমি বলেছিলে ঘাঁটিটা আমরা দখল করতে পারব।'

'ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে এসেছি,' বলল রানা। 'এখন আমরা ওদের শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখি। তুমি কি আহত হয়েছ?'

'সিরিয়াস কিছু না।'

'কই, দেখতে দাও।'

বুলেটটা কাঁধে ঢুকেছে, বেরিয়ে আসেনি। হাত নাড়াচাড়া করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না, খুব একটা ব্যথাও নেই।

'তোমার পায়ের কি অবস্থা?' জানতে চাইল সাবরিনা।

'সিরিয়াস কিছু না।'

'তবু আমি দেখব।' ব্যান্ডেজটা খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল সাবরিনা। 'দু'জনেরই কপাল ভাল,' বিড়বিড় করল সে, ব্যান্ডেজটা আবার ভাল করে বেঁধে দিল। 'আমরা কি আবার আজ রাতেই হামলা করব?'

'অন্ধকারে অনেক সুবিধে,' বলল রানা। 'তুমি হাঁটতে পারবে তো?' সাবরিনা মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, তাহলে এখুনি রওনা হই চলো। এবার

আমরা আরেক দিক থেকে হামলা করব। সময় লাগে লাগুক, কোন শব্দ করব না, ঠিক আছে? সকালের মধ্যে মার্সেনারিদের সবাইকে আমি অচল করে দিতে চাই।'

'রেডিওতে নতুন কিছু নেই,' বলল সাবরিনা। 'মার্কিন সরকার ডায়মন্ড সংগ্রহ করছে। একজন কমেনটেটর বলল, এমআইআরভি ওঅরহেড ভর্তি একটা মিসাইল-এর দাম পড়ে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কাজেই বলা যায় খুব সস্তায় সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে।'

কবিরের ঘাঁটি থেকে তখনও আধ মাইল দূরে ওরা, রানা বুঝতে পারল পরিস্থিতি বদলে গেছে। রাতের কথা মনে রেখে নতুন প্ল্যান করেছে কবির। ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে আসার পর সমস্যাটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। ছোট্ট আর্মড ক্যাম্পের চারধারে দুশো পাওয়ারের বেশ কয়েকটা বালব জ্বালা হয়েছে। সঙ্গে রাইফেল নেই, কাজেই দূর থেকে ওগুলো ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। আলো নেভাতে হলে খুব কাছাকাছি পৌঁছুতে হবে ওকে।

জেনারেটরটা উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? চিন্তা করছে রানা। রাশিয়া ও আমেরিকার একটা করে মিসাইল এখন কবিরের দখলে। কোড বদলে ফেলা হয়েছে, কাজেই একমাত্র সেই ওগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। জেনারেটর উড়িয়ে দিলে ফ্যাসিলিটিতে ইলেকট্রিকাল পাওয়ার থাকবে না, ফলে এমআইআরভিগুলো আসল মালিকদের ফিরে পাওয়ার সুযোগও থাকবে না।

যা করার নিঃশব্দে ও চুপিসারে করতে হবে।

সাবরিনাকে সঙ্গে নিয়ে শেষ বিশ গজ পেরিয়ে এল রানা, নিচের দিকে ঝুঁকে ঘাঁটিটার দিকে তাকাল। সব সেই আগের মতই আছে, যোগ হয়েছে শুধু বালবগুলো। ট্রেইলরের দরজা আগের মতই খোলা, ওপরে ওঠার লম্বা সিঁড়িটাও দেখা যাচ্ছে। ট্রেইলরের আশপাশে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাঁধের সঙ্গে ঝুলছে সাবমেশিন গান। রান্নার জন্যে এক পাশে আগুন ধরানো হয়েছে। কয়েকটা গাছের নিচে পরিবেশনের আয়োজনও চোখে পড়ল।

'সাবরিনা, আমি কাভারিং ফায়ার চাই,' বলল রানা। 'ভাল একটা পজিশন খুঁজে নাও—দুই গাছের মাঝখানে বা কোন লগের পিছনে। অটোতে গুলি করবে, ঠিক যেখানে আমার দরকার বলে মনে হবে। আমি যেখানেই থাকি, ওদেরকে তুমি ব্যস্ত রাখবে। ওরা যদি তোমার খোঁজে আসে, হিরো হবার চেষ্টা না করে সময় থাকতে পিছু হটবে।'

'কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি হবে? কি করতে চাও তুমি?' একদিকে রানাকে অবিশ্বাস করছে সাবরিনা, আবার একই সঙ্গে ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

'এটা কোন প্রশ্ন হলো! কবিরের নাগাল পেতে হলে প্রথম কাজ মার্সেনারিদের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা। মাঝে মধ্যে আমাকে তুমি দেখতে পাবে বা আমার উপস্থিতি টের পাবে। আমি শটগানটা ব্যবহার

করব। তবে ভুলেও আমার কাছে যাবে না, কিংবা ট্রেইলরে গুলি করবে না। যে-কোন মূল্যে ড. সিজার্সকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তা না হলে এমআইআরভিগুলো চলে যাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কোথায়-কখন-কিভাবে ফাটবে কেউ বলতে পারবে না।'

'বুঝিয়ে বলো, ঠিক কি করতে হবে আমাকে,' তর্ক না করে রানার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল সাবরিনা।

পিঠ থেকে সামনে এনে চিল্ড্যার্স শটগান লোড করা আছে কিনা দেখে নিয়ে রওনা হলো রানা, হিপের কাছে পাউচে স্পেয়ার আছে। শোল্ডার হোলস্টার থাকলেও, ইনগ্রামটা বেল্টে গুঁজে রেখেছে ও। ওয়েব বেল্টে আটকানো পাউচটা ছুঁলো একবার, সব ঠিক আছে।

অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল রানা, আলোকিত ঘাঁটিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। নির্দিষ্ট কয়েকটা পজিশনে আসা-যাওয়া করছে সশস্ত্র লোকজন, তবে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই। ওর কাছ থেকে ট্রেইলরটা পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়। খোলা দরজা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

বাতাসে ডিজেলের গন্ধ পেল রানা। বাম দিকে তাকাল ও। পাইন পাতা দিয়ে তৈরি একটা পাঁচিলের পিছনে হালকা সবুজ কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টরটা দেখা গেল। ঢাল বেয়ে ওদিকেই রওনা হলো ও। ওদিকে আলো খুব ম্লান।

ড্যাশ-এর নিচে একটুকরো সি-ফোর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আটকাল রানা, সঙ্গে থাকল ছোট একটা রেডিও কন্ট্রোলড ডিটোনেটর।

পঞ্চাশ ফুট সামনে প্রথম ট্রেঞ্চটা দেখতে পেল রানা। এটাও আলোর বৃত্ত থেকে দূরে। গর্তে একজনই লোক, সামনে আর দু'পাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে।

ক্রল করে একজোড়া গাছকে পাশ কাটিয়ে একটা লগের পিছনে এসে থামল রানা, লুকআউট এখান থেকে মাত্র বারো ফুট দূরে। লোকটা আলোর দিকে মুখ ফেরাতেই ছুটল ও, হাতে দুই ফুট লম্বা নাইলন কর্ড। কর্ডের দুই প্রান্ত রাবার টিউবে আটকানো।

গর্ত লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, একই সময়ে আলো থেকে চোখ সরাল লোকটা। দশ সেকেন্ড প্রায় অন্ধ হয়ে থাকবে সে। আর এই দশ সেকেন্ডই রানার দরকার। গলায় কর্ডের ফাঁস পরানো হয়েছে, দেখতে না পেলেও বুঝতে পেরেছে লোকটা। আনাড়ির মত ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। কর্ডে টান দিচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে লোকটার বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে।

দশ সেকেন্ড পর জ্ঞান হারাল লোকটা। মুখের ভেতর তুলো গুঁজে বাইরে থেকে টেপ লাগিয়ে দিল রানা, লম্বা একপ্রস্থ নাইলন কর্ড দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল গর্তের মেঝেতে। ট্রেঞ্চ সার্চ করে একজোড়া ইউ.এস. আর্মি পাইনঅ্যাপেল গ্রেনেড, একটা গ্রেনেড লঞ্চার, পাঁচটা রাইফেল গ্রেনেড আর পুরোপুরি লোড করা একটা এম-সিক্সটিন রাইফেল পেল ও। গ্রেনেডগুলো নিল শুধু, গর্ত থেকে বেরিয়ে বাম দিকে ক্রল করে এগোল।

আরও তিনজনকে পেল রানা। গলায় কর্ড জড়িয়ে জখম ও অজ্ঞান করল, হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল ট্রেঞ্চের মেঝেতে। এরকম ট্রেঞ্চ আরও তিনটে পাওয়া গেল, তবে খালি। তিনটেতেই প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের ছোট টুকরো ফেলে এল, রেডিও-কন্ট্রোলড ডিটোনেটর সহ। প্রয়োজনের সময় ওর একটা পাউচে রাখা রেডিও ট্র্যান্সমিটারের বোতামে চাপ দিলেই বিস্ফোরিত হবে ওগুলো।

আরও খানিকটা এগোবার পর ঝোপের আড়ালে ব্রংকোটাকে দেখতে পেল রানা। নিঃশব্দে হুড তুলে ডিস্ট্রিবিউটর রোটরটা বের করে নিল। এটা ছাড়া গাড়ি চলবে না। পালাবার প্রয়োজন হলে রানা ওটাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

গাছপালার ভেতর হঠাৎ গর্জে উঠল একটা সাবমেশিন গান। ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল রানা, তারপর উপলব্ধি করল সাবরিনা গুলি করছে, ওর ঠিক উল্টোদিকে।

সাবরিনাকে নিয়ে চিন্তিত রানা। তার উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার নয় ওর কাছে। তার ওপর হয়তো নির্দেশ আছে ড. সিজার্সকে কিডন্যাপ করতে হবে। কিংবা সাহায্য করতে হবে কবিরকে।

ক্রল করে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল রানা, আলোকিত জায়গাটা ওর সামনে। লোকজন ছুটোছুটি করে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ছে, ট্রেইলর থেকে অনেকটা দূরে। মনে মনে অ্যাটাক প্ল্যানটা সাজিয়ে নিল ও। মার্সেনারিদের ইমিডিয়েট বস্ ইয়ামুচি, সুযোগ পেলে তাকেই প্রথমে ধরতে হবে; তারপর একে একে ধরবে মার্সেনারিদের। ঘাঁটি রক্ষার জন্যে সশস্ত্র লোকজন না থাকলে কবির অসহায় হয়ে পড়বে। তখন তাকে কাবু করা তেমন সমস্যা হবে না। ড. সিজার্সকে কবিরের হাত থেকে মুক্ত করাই ওর উদ্দেশ্য।

কিন্তু ইয়ামুচিকে রানা চেনে না। সে নিশ্চয়ই কোন ট্রেঞ্চে নেই। হামলা শুরুর পর ট্রেইলরেও তার থাকার কথা নয়।

ছ'জন লোককে সাবধানে এগোতে দেখল রানা, সম্ভবত সাবরিনার দিকে যাচ্ছে। পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ও। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল মাটি আর আশপাশের গাছপালা। মাথা থেকে হাত সরিয়ে আবার যখন তাকাল রানা, দেখল ছ'জনই মাটির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাদের মধ্যে দু'জন ক্রল করে রানার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, গুলি করছে নাক বরাবর সামনে। দু'জনই তারা চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল। ট্রেইলরের দিক থেকে একটা কমান্ড ভেসে এল, 'ফাইট! কিল দেম! ফাইট!'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে ছুটল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি হলো। ডাইভ দিয়ে একটা ট্রেঞ্চের ভেতর পড়ল ও।

জাপানী উচ্চারণে এখনও নির্দেশ দিচ্ছে লোকটা, 'কিল দেম! ফাইট ব্যাক!'

নাসার একজন ফুল কর্নেল হোয়াইট হাউসে ফোন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে

জানালেন, 'স্যার, আমাদের ইউটু-ইলেভেন থেকে তিন মিনিট আগে একটা মেসেজ এসেছে। পাইলট বলছে আরিজোনার হর্স নোল পাহাড়ের ঢালে আলো দেখা গেছে।'

'দাবাগ্নি?'

'না, স্যার, স্থির আলো।'

'পাইলটকে বলুন, আত্মগোপন করতে চাইলে রাতে কেউ জঙ্গলে আলো জ্বালে না। তাকে অন্য দিকে সার্চ করতে বলুন।'

ভাগ্যিস ট্রেঞ্চটায় কেউ নেই, তা না হলে ডাইভ দিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি বা ছুরি খেত রানা। ট্রেঞ্চটা আলোকিত জায়গায়, ওর সামনে দশ-বারোজন লোক অটোমেটিক রাইফেল হাতে টার্গেট খুঁজছে।

ট্রেইলর থেকে আবার নির্দেশ এল, 'এটা আর্মির কোন হামলা নয়। ওরা অ্যামেচার। গুলি করো! খুন করো!'

বেল্ট থেকে ইনগ্রামটা বের করে সিঙ্গেল ফায়ার সিলেক্টর ঠেলে দিল রানা, তারপর একেক জনকে বেছে নিয়ে পায়ে গুলি করল। তিনজন ধরাশায়ী হবার পর ঝোপের আড়াল থেকে এক লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'আগে তো বলা হয়নি এরকম যুদ্ধ করতে হবে! আমি এর মধ্যে নেই! রাইফেল ফেলে মাথায় হাত তুলছি! প্লীজ, আপনারা যে-ই হোন, নিরস্ত্র লোককে গুলি করবেন না!'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটল লোকটা, সরাসরি রানার দিকে আসছে। 'হল্ট!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা।

ট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ট্রেঞ্চে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। 'ট্রেইলরের চারপাশে ইয়ামুচি ক'জন লোক রেখেছে, জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

লোক নয়, আঠারো কি উনিশ বছরের একটা ছেলে। ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। 'আঠারোজন! স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন··· আমি···'

'আর ঢালে? ট্রেইলর ওপর?'

'ওদিকেও আঠারো কি বিশজন। ট্রাকের কাছে কাছে তিনজন। তবে আমি বাদেও তিনজন পালিয়েছে, স্যার। স্যার, আমাকে···'

'ট্রেইলরে কারা আছে জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ড. সিজার্স কি বেঁচে আছেন?'

'ট্রেইলরে মি. কবির আর মি. হ্যারিস আছেন, স্যার।' ছোকরা ঠকঠক করে কাঁপছে। 'আমার ইমিডিয়েট বস্ তানো ইয়ামুচিকে এই খানিক আগে মি. কবির ট্রেইলরে ডেকে নিয়েছেন। খানিক আগে তার গলাই শোনা যাচ্ছিল।'

'এই হ্যারিসটা কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ট্রেঞ্চের কিনারায় চোখ রেখে চারপাশে দৃষ্টি বোলাচ্ছে ও, এক লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে ট্রেইলরের দিকে ছুটছে দেখে ইনগ্রাম ঘুরিয়েই গুলি করল একটা। দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা,

এক পায়ে লাফাল কয়েক সেকেন্ড, তারপর পড়ে গেল।

'হ্যারিস মি. কবিরের বন্ধু, স্যার,' বলল ছেলেটা। 'ড. সিজার্স কোড করা সিগন্যাল বলে যাচ্ছেন, হ্যারিস সেটা টেপ করছেন, আর মি. কবির পরীক্ষা করে দেখছেন সিগন্যালে কোন ভুল আছে কিনা। তানো ইয়ামুচি ট্রেইলরের দরজা পাহারা দিচ্ছেন।'

রানা চিন্তিত। ড. সিজার্সের কাছ থেকে সুপারমিসাইলের অ্যাকসেস কোড জেনে নিচ্ছে কবির। টেপ করা হয়ে গেলে ড. সিজার্সকে তার আর দরকার হবে না। 'ঠিক আছে, পালাও তুমি।'

বলতে যা দেরি, ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ছুটল ছেলেটা, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইনগ্রামের সিলেক্টর অটোতে টেনে এনে ট্রেইলরের দিকে এক পশলা গুলি করল রানা।

গুলির আওয়াজ থামতেই একটা লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! যারা আমাদের ইনস্টলেশন হামলা করেছে তাদের জন্যে এটা একটা ওয়ার্নিং। এই মুহূর্তে গুলি ও বোমাবাজি বন্ধ না হলে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব আমি। এটা কোন মিথ্যে হুমকি নয়। আর কোন ওয়ার্নিং দেয়া হবে না। আমার আর একটা লোকও যদি আহত হয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন ডি.সি-তে হাইড্রোজেন বোমা ফেলব। আমি যে তা পারি, ড. সিজার্স তার সাক্ষী। উনি নিজেই এখন বলবেন এইমাত্র কি কাণ্ড ঘটিয়েছি আমি।'

এরপর নরম, মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল লাউডস্পীকারে। 'পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে ইউ.এস. সরকারকে বলা হয়েছিল, ডায়মন্ড ডেলিভারি দেয়ার কাজ দ্রুত সারা না হলে থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ একটা মিসাইল প্যাসিফিক ওশান-এর ওয়েক আইল্যান্ডে ফেলা হবে। পাঁচ মিনিট আগে এমআইআরভি উইপনের একটা ওয়েক আইল্যান্ডের একশো মাইল পশ্চিমে সী লেভেলে ডিটোনেট করানো হয়েছে। আমি যার হাতে বন্দী, সেই মি. ট্রেজারার-এর নির্দেশে এই কাজ করতে হয়েছে আমাকে। তবে বোমাটা ফাটায় জানমালের কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না...' থেমে গেলেন তিনি, মনে হলো মাইক্রোফোনটা কেড়ে নেয়া হয়েছে।

তারপর আবার কবিরের গলা শোনা গেল। 'শুনলে তো! এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে কি করতে পারি আমি? গুলি হলেই ওয়াশিংটনে বোমা ফেলব!'

ইতিমধ্যে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার। সুইচ ঘুরিয়েই লাল বোতামে চাপ দিল ও। খালি কয়েকটা ট্রেঞ্চ বিস্ফোরিত হলো, আকারে পাঁচগুণ হয়ে গেল প্রতিটি। একই সঙ্গে তিন টুকরো হয়ে গেল কেনওয়ার্থ ট্র্যাক্টর, অসংখ্য ধাতব টুকরো দেড় বিঘা জায়গার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে ডিজেল ট্যাঙ্ক প্রায় খালি ছিল, তাই আগুন লাগল না।

বিস্ফোরণের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি থামতে দুই মিনিট সময় লাগল। ইতিমধ্যে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ক্রল শুরু করেছে রানা, সামনের একটা লগে গা ঢাকা দিতে চায়। ওখান থেকে ট্রেইলরটা পরিষ্কার দেখা যাবে।

'তুমি ধোঁকা দিতে চাইছ, কবির,' লগটার আড়ালে পৌঁছে গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ওয়েক আইল্যান্ডে বোমা ফেলেছ, এ আমরা বিশ্বাস করি না। আশা করি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তোমার লোকেরা কেউ গুলি করছে না। কয়েকজন মারা গেছে, কয়েকজন আহত হয়েছে, বাকি সবাই পালিয়ে গেছে। কাজেই তোমার খেলা শেষ।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে, কবির। মন দিয়ে শোনো। আমাকে তুমি হয়তো চিনবে–আমি মাসুদ রানা। আমি এখানে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছি, না রাশিয়ার হয়ে না আমেরিকার হয়ে। অর্থাৎ সরকারী বিধি-নিষেধে আমার হাত-পা বাঁধা নেই। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ড. সিজার্সকে মুক্ত করা। এবার প্রস্তাবটা শোনো। ড. সিজার্সকে নিয়ে ট্রেইলর থেকে বেরিয়ে এসো তুমি। আমি তোমাকে কাছাকাছি হাইওয়ে পর্যন্ত নিরাপদে হেঁটে যাবার সুযোগ করে দেব। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন লোকও রাখতে পারবে। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তুমি যদি ট্রেইলরে থাকার সিদ্ধান্ত নাও, স্রেফ গুলি খেয়ে মরতে হবে।'

রানা থামতেই বদ্ধ উন্মাদের মত চিৎকার শুরু করল খায়রুল কবির। 'আমার লোকজন যে যেখানে আছ, বেজন্মা কুত্তাটাকে গুলি করে ফেলে দাও! আমার হাতে এক বিলিয়ন ডলারের ডায়মন্ড আসছে, তার ভাগ পেতে চাইলে মাসুদ রানাকে খুন করো! এক বিন্দু বাড়িয়ে বলছি না, ফিনিক্স এয়ারপোর্টে ডায়মন্ড ভরা ছ'টা বাক্স তোলা হচ্ছে হেলিকপ্টারে। লোড করা হয়ে গেলেই রওনা হবে ওটা। আমি কথা দিচ্ছি, না পালালে সবাইকে আমি ডায়মন্ডের ভাগ দেব। প্রথম কাজ মাসুদ রানাকে খুন করা…'

খায়রুল কবির থামতে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ।

রানা বলল, 'এখন বুঝতে পারছ তো, কবির? মার্সেনারিদের বলছি, এখনও যদি কেউ পালিয়ে গিয়ে না থাকো, দু'মিনিট সময় দেয়া হলো। দু'মিনিট পর প্রতিটি গুলি খুন করার জন্যে করা হবে।'

ট্রেইলরের ভেতর থেকে একটানা গুলির শব্দ ভেসে এল, সম্ভবত খোলা দরজা দিয়ে বাইরে করা হচ্ছে। ট্রেইলরের পাশে, পিছনের দরজার কাছাকাছি, পরপর দুটো গুলি করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটানা গুলি বর্ষণ থেমে গেল।

'আমরা পালাচ্ছি,' একটা ট্রেঞ্চ থেকে জাপানী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল এক লোক। 'দয়া করে গুলি করবেন না!'

'যাও,' উৎসাহ দিল রানা। 'পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও।' কান পাতল ও। আশপাশ থেকে ফিসফাস আওয়াজ ভেসে আসছে। 'তোমরা ক'জন পালাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ছয়জন,' জবাব এল। 'সাতজনও হতে পারে। তিনজন আহত লোককে

রেখে যাচ্ছি।'

'কারও হাতে যেন অস্ত্র না থাকে!' সাবধান করে দিল রানা।

ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো, আতঙ্কিত ইঁদুরের মত আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ছুটছে।

'তুমি একা হয়ে গেলে, খায়রুল কবির,' বলল রানা। 'এবার তোমার চাল দেয়ার পালা।'

'আমার চাল অনেক আগেই ঠিক করা আছে। দু'মিনিটের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে নিচের রোডে পৌঁছুব আমি, যেখানে ল্যান্ড করবে কপ্টারটা। আমার সঙ্গে এক গ্যালন গ্যাসোলিন থাকবে আর থাকবে একটা .৪৫ অটোমেটিক–বলাই বাহুল্য, অটোমেটিকটা আমি ড. সিজার্সের কপালে ঠেকিয়ে রাখব। তুমি যদি আমার গায়ে শুধু নিঃশ্বাসও ফেলো, উনি খুন হয়ে যাবেন। নিজেকে তুমি খুব স্মার্ট মনে করো, তাই না, মাসুদ রানা? তাহলে শোনো। তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। আমার কাছে স্যাটেলাইট ফোন আছে, সেই ফোনে সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। প্রেসিডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন, ড. সিজার্সকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং তাঁর জীবন যে-কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। তিনি আমাকে এ-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ডায়মন্ড নিয়ে আমাকে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হবে। এটা আমেরিকা, মাসুদ রানা, বাংলাদেশ নয়–এখানে তোমার কূটকৌশল খাটবে না। সময় থাকতে পিছু হটো, তা না হলে ড. সিজার্সের জীবন বিপন্ন করার অপরাধে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তোমাকে খুন করার নির্দেশ দেবেন। তুমি আমার বাপের সঙ্গে জিতে গেছ, রানা, কিন্তু আমার সঙ্গে পারবে না।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'সাবরিনা,' ডাকল ও, আশা করল কেজিবি এজেন্ট ওর কথা শুনতে পাচ্ছে। 'ওদেরকে যেতে দাও। ভুলো না, রাশিয়ার এমআইআরভি ফিরিয়ে দেয়ার কাজ ড. সিজার্সকেই করতে হবে। উনি মারা গেলে রাশিয়া ওটা কোনদিনই ফিরে পাবে না। ড. সিজার্স কি কোড ব্যবহার করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।'

বারো ফুট দূর থেকে সাবরিনার গলা ভেসে এল, 'ঠিক আছে, রানা, তোমার কথামত যেতে দিচ্ছি ওদেরকে। তবে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি। আমার একটা প্ল্যান আছে। আমি জানি ওদেরকে ধরা সম্ভব।'

ক্রল করে তার পাশে চলে এল রানা। 'ল্যান্ডিং সাইটে ওদের আগে পৌঁছুতে হবে, সাবরিনা। যাবার পথে তোমার প্ল্যানটা শুনব। কপ্টারটা শুধু ডায়মন্ড নিয়ে আসবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

আট

ওভাল অফিসে শিরদাঁড়া খাড়া করে নিজের চেয়ারে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট, সামনে অনেকগুলো টেলিফোন, খোলা একটা বাক্সে 'হটলাইন'-ও রয়েছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় কখনও আতঙ্কিত বোধ করেছেন তিনি, কখনও স্বস্তি। তবে এই মুহূর্তে নিজের অনুভূতি সম্পর্কে নিশ্চিত নন। খানিক আগে মন্ত্রীসভার সদস্য ও উপদেষ্টাদের কনফারেন্স রূমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অফিসে তাঁর সঙ্গে শুধু একজন এইড আছে।

হাইজ্যাক সাইট একদল মার্সেনারি দখল করে নেয়ায় প্রথমে সবাই খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু তারপর মার্সেনারিদের লীডার মি. ট্রেজারার এক বিলিয়ন ডলার চাইল। প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিলেন, যেখান থেকে হোক ডায়মন্ড সংগ্রহ করা হোক। কর্মকর্তারা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মি. ট্রেজারার-এর চাহিদা মত ডায়মন্ড জায়গামত পৌঁছে দিতে হবে!

দেশের সায়েন্টিফিক ব্রেনগুলো অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও হাইজ্যাকারের রেডিও সিগন্যাল ট্রাইয়্যাপিউলেট করতে না পারায় প্রেসিডেন্ট খুব রেগে গিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে বলা হলো, এত দ্রুত কোনও রীডিং পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

তারপর মার্সেনারিদের লীডার মি. ট্রেজারার সরাসরি ফোন করল তাঁকে। সন্দেহ নেই, ফোন কলটা আসে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। ট্রেজারার-এর পক্ষ থেকে তিনটে হুমকি দেয়া হয়–ডায়মন্ড ডেলিভারি দিতে দেরি করলে একে একে হুমকিগুলো বাস্তবে পরিণত করা হবে। এক, প্যাসিফিকের পশ্চিমে ওয়েক আইল্যান্ডে একটা হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হবে। দুই, আমেরিকার একটা এমআইআরভি মিসাইল রাশিয়ার হাতে তুলে দেয়া হবে। তিন, ড. সিজার্সকে খুন করা হবে।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হবার পরও ওয়েক আইল্যান্ডে কোন বোমা ফেলা হয়নি। সেজন্যে ঈশ্বরের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন প্রেসিডেন্ট। খানিক পরই অবশ্য মি. ট্রেজারার ফোন করল তাঁকে। বোমা না ফাটানোর কারণ হিসেবে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত বদল করায় আমেরিকা আরও কিছুক্ষণ সময় পাচ্ছে। নতুন করে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে–প্যাসিফিকে নয়, সরাসরি ওয়াশিংটন ডি.সি-তে ফেলা হবে বোমাটা।'

মি. ট্রেজারার-এর কথা শেষ হয়নি, আরেকটা গলা ভেসে এল টেলিফোনে। প্রেসিডেন্ট আন্দাজ করলেন, ড. সিজার্স কথা বলছেন। কথাটা তিনি মি. ট্রেজারারকে লক্ষ্য করে বললেন। 'প্যাসিফিকে বা ওয়াশিংটনে,

তুমি আমাকে দিয়ে কোথাও বোমা ফেলাতে পারবে না…'

তারপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট উপলব্ধি করলেন, মি. ট্রেজারার সুপারমিসাইলের অ্যাকসেস কোড এখনও পায়নি। ড. সিজার্সও তাকে সাহায্য করছেন না। ব্যাপারটা স্বস্তিকর হলেও, একটা দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে–ড. সিজার্স কতক্ষণ এই সর্বনাশ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন!

মি. ট্রেজারার-এর পরিচয় যা-ই হোক, তার যে কেজিবির সঙ্গে যোগাযোগ আছে, প্রেসিডেন্ট এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত। তিনি আরও নিশ্চিত যে কেজিবি রুশ প্রিমিয়ারকে বুঝিয়েছে, পরিস্থিতি এখন তাদের অনুকূলে। মি. ট্রেজারার হাইজ্যাক সাইট দখল করার পর প্রিমিয়ার আর একবারও তাঁকে ফোন করেননি। একদম চুপটি মেরে আছেন।

এক বিলিয়ন ডলার যায় যাক, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমেরিকার সুপারমিসাইল রাশিয়ার হাতে পড়া চলবে না। এই কঠিন নির্দেশ দৃঢ় সুরে উচ্চারণ করেছেন প্রেসিডেন্ট। ওই একই নির্দেশে বলেছেন, ডায়মন্ডের বদলে ড. সিজার্সকে ফিরে পেতে হবে। মি. ট্রেজারার ড. সিজার্সকে মুক্তি দিতে রাজি না হলে কোন চুক্তি হবে না।

মি. ট্রেজারার দাবি করেছে, নিরাপদে মেক্সিকোয় পৌঁছানোর জন্যে একটা লং-রেঞ্জ হেলিকপ্টার তার চাই। ডায়মন্ড নিয়ে তার হেলিকপ্টার আকাশে ওঠা মাত্র এয়ারফোর্সের এক ডজন পেট্রলিং জেট ওটাকে উড়িয়ে দেবে। জেটগুলো ওপর আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। কপ্টার পাইলটকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন এক হাজার ফুটে থাকে। এয়ারফোর্স ফাইটারের প্রথম জেট দেখামাত্র প্যারাশুট নিয়ে কপ্টার ত্যাগ করতে হবে তাকে।

ড. সিজার্স মুক্তি পাবার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে তিনি বোঝাবেন, তাঁর মেধা এখনও সরকারের কাজে লাগবে। একটা স্পেশাল কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যে-কোন বিষয়ে তাঁকে কাজ ও গবেষণা করার সুযোগ করে দেবে সেই কমিশন। তাতে করে তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখা হবে, তিনি কি করছেন সেটাও জানা হবে। ওই অফিসে অবশ্য একজন স্পাইকেও রাখতে হবে।

ড. সিজার্স মুক্ত হওয়া মাত্র সোভিয়েত প্রিমিয়ারের সঙ্গে হটলাইনে কথা বলবেন প্রেসিডেন্ট। ওদের এমআইআরভি মিসাইল ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে অনেক কিছু চাওয়ার আছে তাঁর।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে ওরা, গন্তব্য ফরেস্ট্রি রোড।

ডায়মন্ডগুলো পাহাড়ে এনে ডেলিভারি দেয়া হবে শুনে রানা বুঝতে পারে, কবির মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে। ডেলিভারি পয়েন্ট জানিয়ে দেয়ার মানেই হলো হস্তান্তর পর্ব শুরু হবার অনেক আগে ওখানে পৌঁছে যাবে সামরিক বাহিনীর লোকজন আর সিআইএ এজেন্টরা। বলা যায় না,

হয়তো এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে।

সময় এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। ফাঁদ পাতার জন্যে সিআইএ আর আর্মি কি যথেষ্ট সময় পাবে? প্যারাড্রপ সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত সমাধান। তবে আরও অনেক কিছু লাগবে ওদের।

জঙ্গলের কিনারা ধরে হাঁটছে ওরা, হাঁটার গতি কমে এল পাশের রাস্তাটাকে যখন খোলা উপত্যকায় মিলিত হতে দেখল। এখানেই কোথাও ল্যান্ড করবে হেলিকপ্টার। কবিরের সঙ্গে গ্যাসোলিন আছে, মনে পড়ে গেল রানার। জ্যান্ত একটা মানুষকে জ্বলন্ত মশাল বানালে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবে সে—ড. সিজার্সকে খুন করা হবে, কপ্টার পাইলটকে ল্যান্ড করার সঙ্কেতও দেয়া হবে।

ভোর হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি।

আধ মাইল লম্বা উপত্যকার মাঝখানে থামল ওরা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে কারও উপস্থিতি টের পেল না। কাছ থেকে আরও ভাল করে দেখার জন্যে মালভূমিটাকে চক্কর দিতে যাবে রানা, এই সময় শুনতে পেল আওয়াজটা। প্রথমে মনে হলো ভুল শুনছে, তারপর রোটরের শব্দ পরিষ্কার চিনতে পারল। নিশ্চয়ই সামরিক হেলিকপ্টার, ট্রুপস আর ব্যাকআপ নিয়ে আসছে, প্রয়োজন হলে ধাওয়া করতে পারবে।

আসার পথে সাবরিনা তার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করেনি। রানাও তাকে কোন তাগাদা দেয়নি। কেজিবি এজেন্ট চুপচাপ, একটু যেন অন্যমনস্কও।

নিজের প্ল্যানটা সংক্ষেপে জানাল ওকে রানা। হেলিকপ্টারটা আমি হাইজ্যাক করতে যাচ্ছি। তুমি এখানে কবিরের অপেক্ষায় থাকো। আমার ধারণা ডায়মন্ড হাতে পেলেই ড. সিজার্সকে খুন করবে ও।'

'একটা কথা, রানা।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'এই অ্যাসাইনমেন্টের শেষ পরিণতি যাই হোক না কেন, তোমাকে আমি কোনদিন ভুলব না।'

'এরকম একটা ইমার্জেন্সীর সময় ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কেজিবির একজন ফিল্ড অফিসার?' রানার গলায় শুধু অবিশ্বাস নয়, স্পষ্ট ব্যঙ্গ। 'কেন, কি করেছি যে তুমি আমাকে চিরকাল মনে রাখবে?'

'তুমি আমার সঙ্গে খুব ভাল আচরণ করোনি,' বলল সাবরিনা। 'সব সময় নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়েছ আমার ওপর। আমি যে তোমার সমকক্ষ, এটা তুমি মেনে নিতে পারোনি। কিন্তু সে-সব আমি ভুলে যাব। ভুলতে পারব না তোমার সাহস, বুদ্ধি আর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। দুঃখ হচ্ছে, কেজিবিতে এরকম একজন এজেন্টও যদি থাকত! কিন্তু না, ঠিক এই কথাই যে বলতে চাইছি তোমাকে, তা নয়।'

'তাহলে কি কথা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। হেলিকপ্টারের আওয়াজ আরও অনেক কাছে চলে এসেছে। মালভূমির দিকে এখুনি ওর রওনা হওয়া উচিত। 'থাক, এ-সব পরে শোনা যাবে।'

'না।' রানার একটা হাত ধরল সাবরিনা। 'যা বলার এখুনি আমাকে বলতে দাও। ভেবো না আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাবার ভান করছি। কি জানো, তুমি যদি কেজিবি এজেন্ট হতে, যে-কোন কিছুর বিনিময়ে তোমাকে আমি পেতে চাইতাম, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

রানা অধৈর্য হয়ে উঠছে। আবার সাবরিনার কথা না শুনে যেতেও পারছে না। একবার সন্দেহ হলো, সাবরিনা ইচ্ছা করে ওকে দেরি করিয়ে দিতে চাইছে, নিশ্চয়ই কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে তার। 'কি কথা, তাড়াতাড়ি বলো!'

কথা একটাই, ভাবল সাবরিনা, দেশের স্বার্থে তোমার সঙ্গে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হতে পারে। অথচ তারপরও চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। কিন্তু এ-কথা কিভাবে বলি! ঘুরিয়ে হলেও তো বললাম, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, কিন্তু কই, কোন সাড়া তো পেলাম না। 'কথাটা হলো, এখানে আজ বেঁচে থাকি বা মারা যাই, জানবে আমি তোমার একজন ভক্ত ছিলাম। আমি তোমাকে ভুলব না, তুমিও আমাকে ভুলো না।'

সমস্ত সন্দেহ আর অবিশ্বাস রানার মন থেকে আপাতত নিঃশেষে মুছে গেল। সাবরিনার অস্ফুট কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা যেমন আছে, তেমনি আছে অকৃত্রিম আন্তরিকতা। অন্তত এই মুহূর্তে প্রতিটি শব্দ উঠে আসছে মেয়েটার অন্তর থেকে। সেখানে এরকম আরও অসংখ্য শব্দ জমা হয়ে আছে, কিন্তু বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে না।

'বেঁচে থাকলে আমরা ভাল বন্ধু হতে পারি, সাবরিনা,' বলল রানা। সাবরিনাকে কাছে টেনে গালে হাত বুলাতে গিয়ে উপলব্ধি করল সে কাঁদছে।

'তুমি যাও,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সাবরিনা।

রানা ছুটল, চাপা কান্নার আওয়াজটা পিছন থেকে যেন ধাওয়া করল ওকে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, কেন কাঁদছে মেয়েটা। যতই চেষ্টা করুক, এই বিপজ্জনক পেশায় বেশিরভাগ মেয়ে প্র্যাকটিকাল হতে পারে না, বোকার মত প্রতিপক্ষের কারও প্রেমে পড়ে যায়। সাবরিনা সম্ভবত তাদেরই একজন। প্রেমে পড়ার পর শুরু হয় দ্বন্দ্ব। একদিকে দেশের স্বার্থ, পবিত্র কর্তব্যপালন; আরেক দিকে ভাল লেগে যাওয়া মানুষটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এই দোটানায় পড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে ওরা। এর ফল সব সময়েই হয় মারাত্মক।

তবে সাবরিনাকে যতটুকু রানা চিনেছে, ওকে তার যতই ভাল লেগে যাক, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে দেশের কোন বড় ধরনের ক্ষতি হতে সে দেবে না। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তাকে দেখেছে ও—গুলি করে ফেলে দিয়েছে দানিয়ুবকে।

যতই দুর্বলতা থাকুক, প্রয়োজন হলে ওকেও সাবরিনা গুলি করতে দ্বিধা করবে না। এ এমন একটা পরিস্থিতি, দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া করার কিছু থাকে না।

*

ছুটছে রানা, তাকিয়ে আছে মালভূমির দূর প্রান্তের মাথায় ঝুলে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে। স্রেফ গাঢ় একটা কাঠামো, ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ট্রেইলর থেকে যথাসম্ভব দূরে। শুধু ছোট একটা প্রোবিং লাইট জ্বলছে, পাইলট যাতে দেখতে পায় মাটি থেকে কত ওপরে সে। একটাও রানিং লাইট জ্বলছে না।

উরুর ক্ষতটা ব্যথা করায় জোরে ছুটতে পারছে না রানা। ও পৌঁছানোর আগেই পাইলট ল্যান্ড করল। কপ্টার স্থির হতে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। যতটা সম্ভব গাছপালার কাছাকাছি নেমেছে ওরা। দরজা খুলে নিচে লাফ দিল দু'জন লোক, ঠেলে কপ্টারটাকে গাছপালার আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছাকাছি এসে আড়াল নিল রানা, কান পাততে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেল।

'ডায়মন্ড নিয়ে দ্বিতীয় পাখিটা আধ ঘণ্টা পর আসবে। শব্দ শুনে না থাকলে মি. ট্রেজারার জানে না আমরা এখানে আছি।'

দ্বিতীয় লোকটা মাথা ঝাঁকাল, কপাল থেকে ঘাম মুছে ক্যাপটা আবার মাথায় চাপাল। 'তোমার সঙ্কেত পাবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকব আমি। এটা আমাদের ওয়ান-শট মিশন। এই ছোট্ট ফড়িং বেশিক্ষণ ধাওয়া করতে পারবে না।'

রানা দেখল দ্বিতীয় লোকটা কপ্টারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা বের করল, তারপর ঘুরে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল। ওর দিকেই আসছে।

দ্রুত কয়েকবার জায়গা বদল করল রানা। লোকটা এখন সরাসরি ওর দিকে আসছে। ছ'ফুট দূরে সে, এই সময় চিল্ডার্স বাগিয়ে ধরে একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। 'স্টপ! আমার হাতে কমব্যাট শটগান। আমি তোমাদের বন্ধু, বোকার মত কিছু কোরো না।'

স্থির হয়ে গেছে লোকটা।

'তোমার হাতের লম্বা গান মাটিতে নামিয়ে রাখো,' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর পা দুটো লম্বা করে বসো, হাত দুটো মাথার পিছনে।'

প্রতিটি নির্দেশ পালন করল লোকটা। 'জানতে পারি, কে আপনি?'

'বন্ধু। তোমরা মি. ট্রেজারারকে মারতে এসেছ, তাই না?'

'মাত্র একটি গুলি করার সুযোগ চাই। লেযার সাইটিং। মি. ট্রেজারারকে গুলিটা জমা দিয়ে ড. সিজার্সকে নিয়ে যাব। উনি আমাদের এমআইআরভি ফিরিয়ে দেবেন। খুলে বলুন তো, আসলে আপনি কে?'

'মি. ট্রেজারারকে তোমরা মারতে পারবে না,' বলল রানা। 'তার কাছে ক্যানভর্তি গ্যাসোলিন আর .৪৫ অটোমেটিক আছে, অটোমেটিকটা ড. সিজার্সের কপালে ঠেকানো। তুমি গুলি করলে ড. সিজার্সও মারা যাবেন।'

'না, যাবেন না। আমি শুধু মাথায় গুলি করি।'

'আঙুলের স্প্যাযম-রিয়্যাকশন সম্পর্কে শোনোনি, মাথায় গুলি করলে

যেটা ঘটে? ট্রেজারারকে গুলি করবে তুমি, ড. সিজার্সের কপালে ধরা অটোর ট্রিগার টেনে দেবে তার আঙুল।' লোকটার আরও কাছে সরে এল রানা। 'কাজেই গুলি করার কথা ভুলে যাও। আমার একটা প্ল্যান আছে···'

'আমাকে একজন জেনারেল নির্দেশ দিয়েছেন,' বলল লোকটা। 'আমি সেই নির্দেশ মত কাজ করব···'

বুঝিয়ে পারা যাবে না, উপলব্ধি করল রানা। চিল্ডার্সটা উল্টো করে ধরে লোকটার মাথায় বাড়ি মারল ও। এমনভাবে মারল যাতে শুধু জ্ঞান হারায়। তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল। আর্মির লোকজন পরে তাকে খুঁজে বের করবে।

উপত্যকার মাঝখানে ফিরে এসে অপেক্ষা করছে রানা। প্রথম হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের দেখা নেই।

খায়রুল কবিরও বোধহয় এসে পৌঁছায়নি। অন্তত কোথাও কিছু নড়ছে না বা শব্দও হচ্ছে না।

আরও পাঁচ-সাত মিনিট পর আওয়াজটা শুনতে পেল রানা। দ্বিতীয় হেলিকপ্টার আসছে। তারপর একশো গজ দূরে, মালভূমির মাঝখানে, কমলা রঙের একটা শিখা নাচতে শুরু করল। গ্যাসোলিন জ্বেলে হেলিকপ্টার পাইলটকে সঙ্কেত দিচ্ছে কেউ।

হেলিকপ্টারের সবগুলো আলো জ্বলছে। নিচের জমিনে একটা স্পটলাইট পড়ে সচল হলো, খুঁজে নিল চারজন লোককে। ড. সিজার্সকে চিনতে পারল রানা, দু'পাশ থেকে দু'জন লোক তাঁর মাথার দু'ধারে রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছে। একজন জাপানী, অপরজন শ্বেতাঙ্গ। লাল টাইসহ সাদা পপলিনের শার্ট গায়ে ওদের পাশেই রয়েছে খায়রুল কবির, হাতে একটা পিস্তল।

হেলিকপ্টার ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে ল্যান্ড করল। বাতাসের ঝাপটায় গ্যাসোলিন-এর শিখা প্রায় নিভে যাচ্ছিল। এঞ্জিনের আওয়াজ থামতে পাইলটের উদ্দেশে কবির বলল, 'আমি মি. ট্রেজারার। নির্দেশ দিচ্ছি, হেলিকপ্টার থেকে সবাই বেরিয়ে এসো। আমি জানি ওখানে তোমরা তিনজন আছ। পাইলট সবার শেষে বেরুবে।'

হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। তৃতীয় লোকটা, পাইলট, একটু পর বেরুল।

খায়রুল কবির আবার চিৎকার করে বলল, 'পাইলট, তুমি নড়বে না। বাকি তোমরা দু'জন মাথার পিছনে হাত রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ো।'

ঘাসের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে ছুটছে রানা, হাতে চিল্ডার্স। অন্ধকার ওকে আড়াল করে রেখেছে। আর্মির মার্কসম্যানকে যে সমস্যার কথা বলেছিল ও, সেটার কোন সমাধান এখনও দেখতে পাচ্ছে না। একজন নয়, দু'জন লোক ড. সিজার্সের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছে।

সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে রানাকে।

লোক দু'জন শুয়ে পড়তে পাইলটকে প্রশ্ন করল খায়রুল কবির, 'ডায়মন্ডের বাক্সগুলো কোথায়?'

'ভেতরে। আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাকে নিরাপদে মেক্সিকোয় পৌঁছে দিতে হবে,' বলল পাইলট। 'ড. সিজার্স এখানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে হোয়াইট হাউসের এই চুক্তিই হয়েছে।'

'আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলেছি,' হেসে উঠে বলল কবির। 'ড. সিজার্সকে নিয়ে আমরা তিনজন মেক্সিকোয় যাব।' কথা শেষ করে ইয়ামুচির দিকে ফিরল সে। 'ইয়ামুচি, যাও সার্চ করে দেখো ডায়মন্ডগুলো সত্যি ওরা এনেছে কিনা।'

ড. সিজার্সের কপাল থেকে রিভলবার সরিয়ে নিয়ে কপ্টারের দিকে পা বাড়াল ইয়ামুচি, তারপর কি মনে করে থমকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘুরল। 'স্যার, মি. কবির, আপনি বললেন তিনজন মেক্সিকোয় যাব। কিন্তু আমরা তো চারজন···'

'আমাদের একজন এখানে থাকবে,' বলল কবির। 'যাও, সব মিলিয়ে ছ'টা বাক্স আছে কিনা দেখে এসো।'

আবার ঘুরে কপ্টারে এগোল ইয়ামুচি। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল কবির, পিছন থেকে তার মাথায় গুলি করল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জাপানী মার্সেনারি। 'অযোগ্য লোকদের ভাড়া করে আনার শাস্তি, ইয়ামুচি!'

এক গুলিতেই মারা গেছে ইয়ামুচি।

'এদিকে এসো,' পাইলটকে নির্দেশ দিল কবির। 'ড. সিজার্স আমার ইন্সুরেন্স, তাঁকে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়।' পাইলট কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতের পিস্তলটা ড. সিজার্সের কপালে ঠেকাল কবির। 'হ্যারিস, পাইলটকে সার্চ করো।' হ্যারিসের কাজ শেষ হতে আবার সে মুখ খুলল, 'পাইলট, হেলিকপ্টারের দিকে পিছু হটব আমরা। তুমি আমাদের পিছনে থাকবে, আমাদের মতই পিছু হটবে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আমরা রওনা হচ্ছি,' বলল কবির, ড. সিজার্সকে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল। পাইলটকে সার্চ করার পর হ্যারিসও আবার ড. সিজার্সের কপালে রিভলভার ঠেকিয়েছে। ওদেরকে অনুসরণ করে পাইলট পিছু হটতে শুরু করল।

কবিরের কৌশলের কাছে হেরে যাচ্ছে রানা। হেলিকপ্টারের দিকে চলে যাচ্ছে ওরা, নাগালের বাইরে। গুলি করার কোন সুযোগ নেই। আলোয় বেরিয়ে পিছু নেয়াও সম্ভব নয়।

হেলিকপ্টারের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সবাই। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ডায়মন্ড আর ড. সিজার্সকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কবির চৌধুরীর ছেলে খায়রুল কবির, চোখের সামনে দেখেও রানা কিছু করতে পারছে না। হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা। তবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। কপ্টারটাকে মাটি ছেড়ে উঠতে দেবে না ও।

এঞ্জিন জ্যান্ত হলো। রোটর ঘুরছে। চিল্ডার্স অটোমেটিক শটগান তুলে রিয়ার রোটর এরিয়ায় প্রথমে এক পশলা গুলি করল রানা। তারপর আরও দু'পশলা। কিন্তু এরইমধ্যে সামনে এগোতে শুরু করেছে কপ্টার। রিয়ার রোটরে ম্যাগাজিন খালি করল ও। কোন লাভ হলো না। শটগানের এফেক্টিভ রেঞ্জ ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে পড়েছে কপ্টার।

মাটিতে শুয়ে থাকা লোক দু'জন রানাকে গুলি করতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। তারা সিধে হতে যাচ্ছে দেখে ধমক দিল রানা, 'নড়বে না! শেষ একটা চেষ্টা করে দেখি ড. সিজার্সকে মুক্ত করা যায় কিনা। তোমাদেরকে পরে এখান থেকে উদ্ধার করা হবে।'

ঘুরে ছোট কপ্টারটার দিকে ছুটল রানা। সেটা ওর দিকেই উড়ে আসছে, ঘাসের ডগা প্রায় ছুঁয়ে। কাছাকাছি নামল ওটা, এক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। ছুটে এসে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। দেখল হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে পাইলট।

'বুঝতেই পারছ, তোমাদের প্ল্যান কাজ করছে না,' বলল রানা। 'এখন দেখতে হবে টেইল-রোটর অ্যাসম্বলিতে গুলি লাগার পর সামনের পাখিটা কত দূর উড়তে পারে। এয়ারফোর্সকে তাড়াতাড়ি বলো, ওটায় যেন গুলি না করা হয়–করলে ড. সিজার্স মারা পড়বেন।'

বড় পাখিটাকে ধাওয়া শুরু করেছে পাইলট, সেটার নেভিগেশন লাইট এখনও অন করা, ওদের সিকি মাইল সামনে। কবিরের পাইলট উপত্যকা থেকে নিচের দিকে নামছে।

দ্রুত হাতে চিল্ডার্সের ম্যাগাজিন রিলোড করল রানা।

পাঁচ মিনিট পর ওদের সামনের কপ্টার আরও কাছে চলে এল। রেডিও মাইকে কোড করা মেসেজ মুখস্থ বলে গেল পাইলট। তারপর শরীর বাঁকা করে রানার দিকে তাকাল, হাতে একটা .৩৮ রিভলভার। রানার হাতে ধরা চিল্ডার্সটা এতক্ষণে দেখতে পেল সে। 'হেল! হিরো হবার দরকার নেই, আমার কাজ বেঁচে থাকা,' বলে .৩৮টা রেখে দিল। 'আপনি কে ভাই? সিআইএ? সার্জেন্ট বার্টনের কপালেই বা কি ঘটেছে?'

'সার্জেন্ট আপাতত অচল হয়ে পড়ায় তার দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপেছে,' বলল রানা। 'তাকে তার কাজ করতে দিলে ড. সিজার্সকে আমরা হারাতাম।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'তোমার বিকল্প প্ল্যান কি ছিল?'

'ডায়মন্ড নিয়ে মি. ট্রেজারার-এর কপ্টার পালিয়ে গেলে? ওটার পিছু নেয়ার কথা আমার, তারপর এয়ারফোর্স জেটকে ওটার পজিশন জানানো···'

'গুলি করার প্ল্যান বাদ,' বলল রানা। 'এ-কথা জেট পাইলটরাও এখন জানে। আমরা ট্রেজারারকে অনুসরণ করব, যতক্ষণ না তার কপ্টার কোথাও নামে।'

'সেজন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' বলল পাইলট। 'দ্রুত নিচে

নামছে ওটা, ভালভাবে উড়তেও পারছে না।'

'পাইলট কি ওটাকে নিরাপদে নামাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নির্ভর করে ওই গাছগুলোর চেয়ে কত ওপরে রয়েছে, এবং আপনি টেইল-রোটরের কিসে গুলি করেছেন।'

'পিছনে লেগে থাকো,' নির্দেশ দিল রানা। 'নামুক বা অ্যাক্সিডেন্ট করুক, কাছাকাছি থাকতে চাই আমি।'

নয়

কবিরের হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্ট করল, তবে সেটা মারাত্মক নয়। ফাঁকা একটা জায়গায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছিল পাইলট, শেষ মুহূর্তে পাক খেতে শুরু করে কপ্টার। মাটিতে পড়ে ঝাঁকি খেলো দু'বার, তারপর একদিকে কাত হয়ে গেল।

একটু পরই ওই জায়গার আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় কপ্টার নামল। ওটা দু'ফুট শূন্যে থাকতেই লাফ দিয়ে নিচে পড়ল রানা, ছুটল আহত ফড়িংটা লক্ষ্য করে। হঠাৎ একটা গুলি হলো। ডাইভ দিয়ে ঘাসের ওপর পড়ল ও, শরীরটা ডান দিকে গড়িয়ে দিল।

কবিরের গলা পেল রানা, কাকে যেন ধমক দিচ্ছে। তারপর, কাত হয়ে থাকা দরজা খুলে, দু'জন লোক নামল। এখানে গ্যাসোলিন-শিখা নেই, নষ্ট হেলিকপ্টারের সামান্য আলোয় অন্ধকার দূর হয়নি। 'আমি মি. ট্রেজারার বলছি। তোমাদের হেলিকপ্টারটা নিচ্ছি আমি। খবরদার গুলি করবে না, ড. সিজার্স খুন হয়ে যাবেন! আমি চাই প্রথমে তোমরা দু'জন আর আমাদের পাইলট ডায়মন্ডের বাক্সগুলো দ্বিতীয় কপ্টারে তুলবে। কোন রকম ইতস্তত করলে ড. সিজার্সের মাথায় গুলি করা হবে, মনে থাকে যেন। তাড়াতাড়ি করো, ছুটে এসে ডায়মন্ডের বাক্সগুলো নিয়ে যাও। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।'

ইতিমধ্যে ক্রল করে রানার পাশে চলে এসেছে দ্বিতীয় কপ্টারের পাইলট। 'মি. ট্রেজারার, রানার শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করছে সে।' তোমার খেলা শেষ। কে বলল তোমাকে, ড. সিজার্সকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই? আমি আর্মির একজন মার্কসম্যান। তোমার সঙ্গে ডায়মন্ড ভরা ছ'টা বাক্স থাকবে শোনার পর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজায়। আমার পাইলট আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই বাক্সগুলো দখল করব আমরা, তারপর পালাব। এক বিলিয়ন ডলারের লোভ সামলানো সত্যি খুব কঠিন।'

'তুমি প্রলাপ বকছ!' গর্জে উঠল খায়রুল কবির। 'আমি তোমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি কি চান আমি জানি। তোমাদের

এমআইআরভি ফেরত পেতে হলে ড. সিজার্সকে দরকার হবে।'

'তুমি একটা গাধা। কি বলছি বুঝতে পারছ না?' ফিসফিস করে কথা বলছে রানা, পাইলট ওর কথাগুলো আওড়াচ্ছে। 'আমরা মার্কিন সরকারের স্বার্থ দেখছি না। নিজেদের স্বার্থ দেখছি। ডায়মন্ডগুলো আমাদের দরকার।'

নষ্ট কপ্টারের আলোকিত দরজায় পাইলটকে দেখা গেল, হাতে ছোট একটা কার্ডবোর্ড বক্স। কবির আর ড. সিজার্সকে পিছনে রেখে বিশ ফুট হেঁটে অন্ধকারে পৌঁছুল সে, তারপরই বাক্সটা ফেলে কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড়ের দিকে এঁকেবেঁকে ছুটল।

'কেউ তোমাকে সাহায্য করছে না, মি. টেজারার,' রানার পাশ থেকে বলল পাইলট। 'গানশিপ নিয়ে এখুনি এখানে পৌঁছে যাবে এয়ারফোর্স। ভেবে দেখো, তার আগে আমাদের সঙ্গে কোন আপোসে আসতে রাজি আছ?'

পাইলট থামতে রানার হাতে চিল্ডার্স গর্জে উঠল। দুই রাউন্ড গুলি করল ফিউজিলাজের শেষ মাথায় ব্যাক রোটরের কাছে। ধাতব আবরণ ছিঁড়ে ফেলল সীসাগুলো।

গুলির আওয়াজ থামতে রাতের নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল চারপাশে।

খায়রুল কবির কোন সাড়া দিচ্ছে না।

আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর ক্রল করে সামনে এগোল। নষ্ট কপ্টারটা পঞ্চাশ ফুট দূরে, পার হতে পাঁচ মিনিট সময় নিল ও। ভেতরে এখনও আলো জ্বলছে। ধাতব আবরণে কান ঠেকাল রানা। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো নরম সুরে কে যেন গোঙাচ্ছে। সরে এসে সিঁড়ির মাথার ওপর দিয়ে ভেতরে তাকাল। একটা সীটে কেউ একজন বসে রয়েছে, মাথাটা পিছন দিকে হেলানো। সম্ভবত ড. সিজার্স।

চিল্ডার্স নিয়ে কপ্টারে চড়ল রানা, এক পলকে দেখে নিল কেবিন আর ককপিটে আর কেউ আছে কিনা। কেউ নেই দেখে অজ্ঞান বৃদ্ধকে পরীক্ষা করল ও। ড. সিজার্সের পালস স্বাভাবিক, হার্টবিটেও কোন ছন্দপতন নেই।

চারপাশে তাকাল রানা। আরেকটা কার্ডবোর্ড বক্স ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো আনকাট ডায়মন্ড।

লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, অন্ধকারে দ্বিতীয় কপ্টারের দিকে ছুটছে। পাইলটকে পাওয়া গেল খোলা দরজার পাশে, হাতে রিভলভার। 'ট্রেজারার পালিয়েছে। ড. সিজার্স আহত। ওকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যাও তুমি। ওদিকে একটা ঘাসজমি দেখতে পাবে, অ্যান্টেনা লাগানো ট্রেইলর আছে। ডায়মন্ডের বাক্সগুলো নিতে ভুলো না।'

'ট্রেজারার সম্ভবত আমার কপ্টারকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে,' বলল পাইলট। 'সুযোগ পেলেই হাইজ্যাক করার জন্যে হামলা চালাবে। কি ঘটেছে জানিয়ে মেসেজ পাঠাই রেডিওতে, রিইনফোর্সমেন্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি এখানে। ওটার পাইলট কোথায়?'

'জঙ্গলে পালিয়েছে। রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছুলে খোঁজ কোরো। তারপর,

ভোরের আলো ফুটলে, আমাকে খুঁজতে বেরিয়ো। আমি ট্রেজারারকে ধরতে পারি কিনা দেখি।'

'আপনি কোনদিকে থাকবেন জানব কিভাবে?'

'তোমার কাছে টু-ওয়ে রেডিও আছে?'

মাথা নাড়ল পাইলট।

'দিনের আলোয় ঠিকই তাকে আমি খুঁজে পাব,' বলল রানা। 'পাওয়ার পর আগুন জ্বালব, ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারবে কোথায় আছি আমি।'

ড. সিজার্সকে আরেকবার পরীক্ষা করতে এল রানা। চোখ মেলে বিড়বিড় করছেন তিনি, চেষ্টা করছেন সিধে হয়ে বসার। সন্তুষ্ট হয়ে আবার নষ্ট কপ্টার থেকে বেরিয়ে এল ও, তারপর ওটার তলা দিয়ে ঢুকে পড়ল গভীর জঙ্গলে।

খানিক দূর হেঁটে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল রানা। কান পাতল। কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে না।

একটা গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। কোন শব্দ না পেলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। ভোরের আলোয় খুঁজে বের করবে ঠিক কোন জায়গা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে খায়রুল কবির তার সঙ্গীকে নিয়ে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পিছু নেবে ওদের। আরেকজন পাইলটও জঙ্গলে আছে, জানে ও, তবে ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বেশিদূর সে যাবে না। তাছাড়া, সকালে নিশ্চয়ই লোকটা তার কপ্টারের কাছে ফিরে আসবে।

আধ ঘণ্টা পর একটা ফাইটার প্লেন উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তিনবার চক্কর দিল পাইলট, তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকার আকাশে। আরও আধ ঘণ্টা পর বিশাল একটা হেলিকপ্টার উপত্যকার ওপর উড়ে এসে শূন্যে স্থির হলো, নিচে আলো ফেলায় দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল ফাঁকা জায়গাটা। ধীরে ধীরে দুই কপ্টারের মাঝখানে নামল ওটা। অস্ত্র হাতে সৈনিকরা ছড়িয়ে পড়ল, ঘিরে ফেলল তিনটে কপ্টারকে।

জঙ্গল ছেড়ে রানা নড়ল না। ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

আরও এক ঘণ্টা পর নিস্তব্ধ পাহাড়ী ঘাসজমিতে ভোরের আলো ফুটল। দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর কাজ শুরু করল রানা। প্রথমে চোখে পড়ল ঝোপের একটা ভাঙা ডাল। দশ ফুট দূরে পাওয়া গেল ভাঙা একটা উইপোকার ঢিবি, গুঁড়ো মাটিতে বুটের ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে।

পায়ের চিহ্ন ঢাল বেয়ে নেমে গেছে, উপত্যকার শেষ প্রান্তের দিকে। ওদিকে আরও একটা নতুন উপত্যকার শুরু।

এক মাইল এগোবার পরও ওদের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে রানা। তারপর মনে হলো সামান্য একটু ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে। নাক টানল ও, চারপাশে চোখ বুলিয়ে উঁচু কোন জায়গা আছে কিনা খুঁজল। ছোট একটা পাহাড় দেখতে পেয়ে এগোল সেদিকে, চূড়ায় উঠে যত দূর দেখা যায়

উপত্যকার ওপর চোখ বুলাল। ওর নাক ভুল করেনি, ধোঁয়ার গন্ধ ঠিকই পেয়েছিল। খুব বেশি হলে আধ মাইল দূরে হবে, হালকা নীল ধোঁয়ার সরু একটা রেখা গাছপালার মাথার ওপর মোচড় খাচ্ছে।

খায়রুল কবির নিশ্চয়ই পাহাড়ী ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাতে আগুন জ্বেলেছিল, পরে আর সেটা নেভাবার কথা মনে রাখেনি। রানা ছুটছে, তবে খুব জোরে নয়। ভোর থেকেই খুব আড়ষ্ট হয়ে আছে আহত পা, নোংরা ব্যান্ডেজটা ভিজে গেছে রক্তে।

স্মোক ট্রেইল ধরে নিঃশব্দে পৌঁছুল রানা। ধোঁয়াটা উঠছে গভীর জঙ্গলে ঢাকা একটা নালা থেকে। মাথায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট জায়গাটা পরীক্ষা করল ও। চোখে কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না। এক গাছ থেকে আরেক গাছের পিছনে চলে এল, তারপর দেখতে পেল আগুনটা। কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। নিজের পজিশন গোপন রেখে যতটা সম্ভব আগুনটার কাছাকাছি নেমে এল ও। গোটা এলাকা পরীক্ষা করে দেখছে কোন ট্রেইল বা চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।

একেবারে হঠাৎ চিন্তাটা আঘাত করল ওকে। এটা একটা ফাঁদ!

ঠিক সেই মুহূর্তে গান কক্ করার রোমহর্ষক আওয়াজটা ভেসে এল পিছন থেকে। ঘাড় ফেরাতে শুরু করল রানা।

'নড়বে না, মাসুদ রানা! অন্তত এখুনি নয়। আগে অস্ত্রটা ফেলে দাও, হাত তোলো মাথার পিছনে, তারপর ধীরে ধীরে ঘোরো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

চিল্ডার্সটা ডান দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, কয়েকটা গাছের মাঝখানে। তারপর ঘুরল। হাত দুটো শরীরের পাশেই ঝুলছে। 'তুমি হেরে গেছ, খায়রুল কবির।' কাছ থেকে এই প্রথম তাকে দেখছে ও। বাপের মত দীর্ঘদেহী না হলেও, অত্যন্ত সুদর্শন সে।

হেসে উঠল চৌধুরী। 'নোংরা চালাকিতে কোন কাজ হবে না। আমার .৪৫ তোমার বুকে তাক করা। হেরে গেছ তুমি। আগেই বলেছিলাম, আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।'

'এক বিলিয়ন ডলার হাতে পেয়েও হারালে, এটাকে তুমি পরাজয় বলে মানতে রাজি নও?'

খায়রুল কবিরের চোখ দুটো চকচক করছে। তার আচরণে শান্ত ভাব, ঠোঁটে লেগে থাকা সন্তুষ্টির হাসি রানাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। 'না, রাজি নই। কারণ এক বিলিয়ন ডলার হারাবার আগে দশ বিলিয়ন ডলার কামাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ড. সিজার্স প্রথমে আমাকে ভুল অ্যাকসেস কোড দিয়েছিলেন, তাই ওয়েক আইল্যান্ডে বা ওয়াশিংটনে আমি হাইড্রোজেন বোমা ফেলতে পারিনি। কিন্তু পরে তাঁর লুকিয়ে রাখা একটা ফ্লপি ডিস্ক পেয়ে যাই আমি, তাতে রুশ ও আমেরিকান এমআইআরভি মিসাইল নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত গোপন-কৌশল কোড করা আছে। এখান থেকে পালিয়ে নিরাপদ কোথাও বসি, তারপর আমেরিকাকে নাকে খত দেয়াব।' হেসে উঠল সে।

'আমার পকেটের দিকে তাকিয়ে কোন লাভ নেই, রানা। ডিস্কটা আমি আমার বন্ধুর কাছে রেখেছি। জানতে চাও সে এখন কোথায়?' মাথা নাড়ল আপনমনে। 'বলতে পারো, মন্ত্রবলে তাকে আমি গায়েব করে দিয়েছি।'

'তোমার পালাবার কোন উপায় নেই, চৌধুরী,' বলল রানা। 'গোটা এলাকায় গিজগিজ করছে আর্মি, আকাশে চক্কর দিচ্ছে কয়েক ডজন হেলিকপ্টার গানশিপ।'

'কি বলে পালাতে পারব না! স্রেফ মন্ত্রবলে গায়েব হয়ে যাব আমি। বিশ্বাস করো, সে ব্যবস্থা অনেক আগেই করা আছে আমার। এ-সব কথা থাক। আমি জানতে চাই তুমি আমার বাবাকে খুন করেছিলে কেন?'

'আমার জন্যে ফাঁদ পেতে তুমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছ, কবির,' বলল রানা, প্রশ্নের জবাব দিল না। 'তুমি ভাবতে পারলে কিভাবে ব্যাকআপ ছাড়া এখানে আমি এসেছি? তোমার পিছনে রয়েছে পাইলট, এম-সিক্সটিন তোমার মাথায় তাক করা।'

'এ-সব চালাকিতে কোন কাজ হবে না। তোমাকে আমি একা আসতে দেখেছি। পাঁচ মিনিট হলো তোমাকে আমি আড়াল থেকে লক্ষ করেছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিশ্বাস না করলে নিজেই ঠকবে, আমার কি।' লক্ষ করল, সন্দেহের ছায়া খেলল খায়রুল কবিরের চোখে। ঘাড় ফেরাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছে না।

.৪৫-এর ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল কবির। রানার পেশীতে টান পড়ল। সময় যেন স্থির হয়ে যাচ্ছে। এখুনি গুলি হবে, সমস্ত লক্ষণ তাই বলছে। আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় রানাও লাফ দেবে। তবে বুলেট মাজল ত্যাগ করার ঠিক আগে লাফটা দিতে হবে ওকে, এক মাইক্রো সেকেন্ড এদিক ওদিক হয়ে গেলে ভালবেসে ফেলা গ্রহটিকে বিদায় জানাতে হবে।

'গুডবাই। টা টা!'

এরকম বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতিতে রানা কৌতুক করছে, কবির যেন কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টে ঘাড় ফেরাল সে। রানা কি আর দেরি করে, সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে লাফ দিল।

.৪৫-এর গর্জন শুনল রানা, বুকে যেখানে ইনগ্রাম বাঁধা আছে সেখানে লাগল এক ধাক্কা খেলো। ডাইভ দিয়ে কয়েকটা গাছের সামনে পড়েছে ও, হাতে চলে এসেছে চিল্ডার্সটা। আরেকটা বুলেট পাশ কাটিয়ে গেল। তবে ইতিমধ্যে রানা শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে একটা মাটিতে পড়া গাছের পিছনে সরে এসেছে।

চিল্ডার্স তুলে গাছের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। খায়রুল কবির অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্রল করে বিশ ফুট লম্বা গাছটার শেষ মাথায় চলে এল ও, আবার উঁকি দিয়ে তাকাল। নতুন এক কোণ থেকে তাকে দেখতে পেল, লগের ফেলে আসা প্রান্তে ওকে খুঁজছে।

আংশিক লুকিয়ে থাকা কবিরের দিকে এক পশলায় ছ'টা গুলি করল রানা। ব্যথায় ককিয়ে ওঠার আওয়াজ ভেসে এল। গাছটার আরও আড়ালে সরে গেল সে।

সত্যি কি আহত হয়েছে? নাকি ধোঁকা দিচ্ছে? দাঁড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের দিকে ছুটল রানা। কবিরও তাই করছে। তাকে দেখতে পেলেও, গুলি করার সময় পাওয়া গেল না।

'ধরা দাও, চৌধুরী,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'ফ্লপি ডিস্কটা ফিরিয়ে দিলে তোমার অপরাধ হালকা হয়ে যাবে, মাত্র কয়েক বছর জেল খেটে বেরিয়ে আসতে পারবে। আমি জানি তোমার .৪৫-এ আর মাত্র দুটো বুলেট আছে। এ-ও জানি সঙ্গে স্পেয়ার ম্যাগাজিন রাখোনি।'

রানার মাথার ওপর গাছের ছাল তুলল একটা বুলেট। গাছটার আরেক পাশ দিয়ে উঁকি দিল রানা।

'আমার কাছে আরও ছ'টা ম্যাগাজিন আছে, রানা। তবে তোমাকে পরপারে পাঠাতে একটা বুলেটই যথেষ্ট। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, পারলে ধরে আমাকে!'

ইনগ্রামটা চেক করল রানা। এটা আর কোন কাজে আসবে না, .৪৫-এর বুলেট মেকানিজম জ্যাম করে দিয়েছে। তবে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে অস্ত্রটা।

ইনগ্রাম ঘাসে নামিয়ে রেখে চিল্ডার্স তুলল রানা, আড়াল থেকে বেরিয়ে গুলি করতে করতে কবিরের দিকে ছুটল। পাল্টা কোন গুলি হচ্ছে না।

গাছটার আড়াল ছেড়ে সরে গেছে কবির। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেল না রানা। এখনও নালার তলায় রয়েছে ও। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পাতল। শুকনো পাতায় পা ফেলার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। সাবধানে এগোল ও।

নালার তলা থেকে খানিকটা ওপরে উঠল রানা, তারপর শব্দটা অনুসরণ করে লম্বালম্বি এগোল। বিশ কি বাইশ ফুট এগোবার পর আর কোন শব্দ পাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এখানেই কোথাও লুকিয়েছে কবির।

চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ রানার শরীর শিরশির করে উঠল। গাছ আর ঝোপগুলো যেন ওর খুব কাছে চলে এসেছে। দম বন্ধ করা পরিবেশ। মাথার ওপর আকাশ নেই। কয়েক মুহূর্ত আগেও রোদ দেখেছে, কিন্তু এখানে শুধুই ছায়া।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল রানা, একটা টানেলের ভেতর রয়েছে ও। টানেলের মুখ, দুই পাশ, এমন কি ছাদেও এত বেশি গাছপালা আর লতা-ঝোপ জন্মেছে যে কখন ভেতরে পা দিয়েছে টেরই পায়নি। জঙ্গল এখানে এত গভীর, পনেরো বিশ ফুট দূরে রোদ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না।

এক পাশে সরে এসে টানেলের দেয়াল পরীক্ষা করল রানা। মাটি নরম। ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে ভাবল, আরও ভেতরে ঢুকে ফেরত আসার পথ খুঁজে পাবে তো?

ছোট ছুরিটা বের করল রানা, দেয়াল ঘেঁষে ভেতর দিকে এগোল, নানা রকম উদ্ভিদে ঢাকা দেয়ালে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। সামনে একটা বাঁক পড়ল। সেটা ঘোরার পর পা বাড়াতে ইতস্তত করছে ও। ভেতরটা অন্ধকার।

কান পাতল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই। কবিরের বলা কথাটা মনে পড়ল ওর—স্রেফ মন্ত্রবলে গায়েব হয়ে যাব আমি।

চিল্ড্যার্স তুলে নাক বরাবর সামনে এক রাউন্ড গুলি করল রানা। খুব বেশি দূর গেল না, যেন নিরেট কিছু একটায় বাধা পেয়েছে। এক মিনিট অপেক্ষা করল ও। কোন শব্দ নেই। তারপর আবার সামনে বাড়ল।

বেশি দূর যেতে হলো না। কয়েক হাত দূর থেকে বোল্ডারটা দেখতে পেল রানা। বিশাল বোল্ডার, প্রায় তিন টন ওজন হবে, সামনের পথ নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। কাছে এসে ওটার গায়ে হাত বুলাল ও। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল বোল্ডারটার যে আকার, ওই একই আকারের একটা খোপ রয়েছে পাশের দেয়ালে। খোপের মুখ ঢালু। বোল্ডারটা লোহার মোটা চেইন দিয়ে জড়ানো, প্রান্তগুলো খোপের ভেতর ঢুকেছে, তারপর খোপের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে পিছন দিকে।

মন্ত্রবলে গায়েব হয়ে যাব, কবিরের এই কথার অর্থ এখন পরিষ্কার। গভীর জঙ্গলে ঢাকা শুকনো নালাটাই কিভাবে যেন মাটির তলায় ঢুকে গেছে, তৈরি হয়েছে অকৃত্রিম একটা টানেল। বোল্ডারটা এখানে কবে আনা হয়েছে, কে এনেছে, এ-সব যার যেমন খুশি আন্দাজ করে নিতে পারে। টানেলটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা-ও এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

বিফল হয়ে টানেল থেকে, তারপর নালা থেকে উঠে এল রানা। ফাঁকা একটু জায়গা বেছে বের করল, ছোট একটা আগুন জ্বেলে ধোঁয়া তৈরি করছে। আরিজোনার নীল আকাশে সোজা উঠে যাচ্ছে কুণ্ডলী পাকানো সাদা ধোঁয়া। কপ্টার পাইলট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

এক ঘণ্টা পর ওকে তুলে নিল পাইলট। 'এবার বলুন তো, কে আপনি? ব্ল্যাক ক্লিনসুট আর্মির লোকও পরে না, সিআইএ এজেন্টরাও পরে না। তাহলে আপনি কে?'

'সাধারণ একজন ট্যুরিস্ট,' বলল রানা। 'আরিজোনায় পাহাড় দেখতে এসেছিলাম।'

'নাহ্! একজন ট্যুরিস্টের কোমরে কমব্যাট ওয়েবিং, বেল্টে গ্রেনেড, হাতে অদ্ভুত চেহারার শটগান থাকে কিভাবে? সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন তিনি আপনার সঙ্গিনী। তাঁর কাছেও অস্ত্র দেখলাম। ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'বান্ধবীকে নিয়ে ক্যাম্পিঙে এসেছিলাম এদিকে, দু'জনে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলছিলাম, এই সময় ওই ব্যাটা আর তার ভাড়াটে লোকগুলো আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমরাও কি ছাড়ি, পাল্টা গুলি করি সত্যিকার বুলেট দিয়ে।'

'এই ব্যাখ্যা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'তোমার বসকে, কিংবা তার বসকে আমি হয়তো অন্য ব্যাখ্যা দেব,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'কি জানো, আমি যে পেশায় আছি, সবাইকে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল পাইলট। 'আপনি যা বলবেন কর্মকর্তারা তাই বিশ্বাস করবেন। ড. সিজার্স যে এখনও বেঁচে আছেন, এর পুরো কৃতিত্ব আপনার। আপনি প্রাণের ওপর ঝুঁকি না নিলে ডায়মন্ডগুলোও হাতছাড়া হয়ে যেত। ওহ্‌হো, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি! মি. ট্রেজারারকে আপনি পাননি?'

'পেয়েছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আটক করতে পারিনি। একটা টানেল ধরে পালিয়েছে সে।'

'আপনাকে আমার আগেই সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল,' বলল পাইলট। 'এদিকে এক কালে অনেক খনি ছিল। প্রায় একশো বছর আগে ওগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। সে যাই হোক, মি. ট্রেজারার পালিয়ে যাওয়ায় তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, তাই না? ক্ষতি হত যদি ড. সিজার্সকে সে খুন করত বা সঙ্গে নিয়ে যেত। সেক্ষেত্রে এমআইআরভি মিসাইলগুলো আমরা ফেরত পেতাম না।'

রানা গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিসে আছ?'

'আমি রবার্ট মিলার, এফবিআই–হোয়াইট হাউসে পোস্টিং, প্রেসিডেন্টের কন্টার চালাই।' একটু থেমে মিলার বলল, 'ওঁরা আপনার নাম জানতে চাইছিলেন। মেয়েটা বলল, রানা।'

'হ্যাঁ, মাসুদ রানা।'

পাহাড়ে ফিরে এসে উপত্যকায় নামল হেলিকপ্টার, ট্রেইলরের নিচে। তবে এবার আরেক প্রান্তে। ঘাসজমির শান্ত পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঘাসের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ছ'টা প্রকাণ্ড সামরিক হেলিকপ্টার। এক পাশে একটা ফিল্ড কিচেন তৈরি করা হয়েছে। ষাটজন কমব্যাট-ইকুইপড ট্রুপার পজিশন নিয়েছে একটা ডিফেন্সিভ লাইনে।

আরেক পাশে একটা ছোট তাঁবু ফেলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, ওখানে অপারেশন-এর কমান্ডারকে পাওয়া যাবে। একজোড়া সবুজ পাখির মাঝখানে ল্যান্ড করল ওরা। রানার ইচ্ছে ছিল কাবও চোখে ধরা না পড়ে কেটে পড়া, কিন্তু দু'জন লোক ছুটে এসে দরজা খুলল।

'নির্দেশে বলা হয়েছে আপনাকে সরাসরি জেনারেল ম্যাকেনরো-র তাঁবুতে পৌঁছে দিতে হবে,' বলল পাইলট। 'আপনার কোন আপত্তি আছে, মি. রানা?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'প্রয়োজন হলে বলবেন হার্ডওয়্যারগুলো আমি আপনাকে সাপ্লাই দিয়েছি।' হেলিকপ্টারের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করল মিলার। 'চলুন ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা যাক। জেনারেলদের আমি পছন্দ করি না।'

রানাকে তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষায় থাকল সে।

গরম তাঁবুতে অত্যন্ত ব্যস্ত জেনারেল ম্যাকেনরো। টেলিফোনে সরাসরি হোয়াইট হাউসের সঙ্গে কথা বলছিলেন, রানাকে দেখে যোগাযোগ কেটে দিলেন। মি. ট্রেজারার-এর পালাবার খবর আগেই তিনি রেডিওতে পেয়েছেন, টানেল থেকে বেরুবার সম্ভাব্য স্থানগুলোয় ইতিমধ্যে আর্মিও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিভাবে কি ঘটেছে সব ব্যাখ্যা করতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল রানার। নিজের পরিচয় দেয়ার সময় জানাল, ওর কাছে আমেরিকান পাসপোর্ট আছে, পেশায় একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সাবরিনার আসল পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলল না, 'এই এলাকায় কি করছিল ওরা তা-ও ব্যাখ্যা করল না। শুধু বলল মি. ট্রেজারার আর তার ভাড়াটে খুনীরা ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করে, তারপর খুন করার জন্যে গুলি করে। স্বভাবতই রানা খেপে যায়। তারপর ওরা রেডিওতে শুনতে পায় মহাশূন্যে কি ঘটছে। দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে কোন অসুবিধে হয়নি, বুঝতে পারে ড. সিজার্স খুন হয়ে গেলে বা মি. ট্রেজারার তাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে আমেরিকার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। সবশেষে বলল, 'কাজেই তাকে আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করি।'

'আপনার এই কৃতিত্ব আর বীরত্বের কথা হোয়াইট হাউসকে জানানো হবে,' বললেন জেনারেল। 'তবে তার আগে আরও বিস্তারিতভাবে লিখিত একটা রিপোর্ট দেবেন আপনি আমাকে।'

লিখিত রিপোর্ট দিতে রাজি হয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওকে দেখে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল পাইলট মিলার। 'যাক, বেশিক্ষণ ভুগতে হয়নি আপনাকে। এবার বলি—আমরা যখন ড. সিজার্সকে উদ্ধার করি, ওনার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। শুধু যে মাথায় ধাক্কা লেগেছে, তা নয়। তবু বলেছেন, দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার পর এমআইআরভি আসল মালিককে অর্থাৎ নাসাকে ফিরিয়ে দেবেন। আমরা তাঁকে এখানে নিয়ে আসার পর, বাকি রাতটুকু ঘুমিয়েছেন তিনি। আপনার বান্ধবী বললেন নার্সিং-এ তাঁর ট্রেনিং নেয়া আছে, তাই ওঁর পাশে বসে থাকতে চান—কখন কি দরকার হয়।'

রানার পেশীতে টান পড়ল। 'চলো তাহলে এখুনি খবর নিই ড. সিজার্স কেমন আছেন।'

'চলুন। ওই তো উপত্যকার ওদিকের ঢালে তাঁবুটা, গাছপালার নিচে।'

মিলারকে দেখে মাথা ঝাঁকাল সেন্ট্রি, সরে গিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। ভেতরে একটা পর্দা দেখা গেল। পর্দার এদিকে একজোড়া ফোল্ডিং চেয়ার, ওদিকে একজোড়া কট। তাঁবুর ভেতর কেউ নেই।

হতচকিত দেখাল মিলারকে। নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল রানা। 'কি ব্যাপার?' ফিসফিস করল মিলার।

তার হাত ধরে তাঁবুর পিছন দিকে চলে এল রানা। 'মেয়েটা আমার বান্ধবী নয়। তার সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা ও পরিচয়। আমি সন্দেহ করছি,

ড. সিজার্সকে সে হয়তো কিডন্যাপ করেছে,' চাপা স্বরে কথা বলছে ও। 'এসো, আমরা এমনভাবে বেরুই, যেন কিছুই ঘটেনি। তারপর ওদেরকে খুঁজি চলো। ড. সিজার্স পুরোপুরি সুস্থ নন, কাজেই তাকে নিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি সে।'

'জেনারেল যখন আপনাকে বিশ্বাস করেছেন, আমিও করতে পারি,' বলল মিলার, 'চলুন।'

সেন্ট্রিকে শুনিয়ে ড. সিজার্সের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা, তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'ড. সিজার্স আরও কিছুক্ষণ ঘুমাবেন। লক্ষ রাখবে অন্তত আগামী দু'ঘণ্টা কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। জেনারেল চেঁচামেচি করলে বলবে, এখানকার মেডিকেল সমস্যা নিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সেন্ট্রি বলল, 'ইয়েস, স্যার।'

রানাকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি অন্য একটা ছোট তাঁবুর কাছে চলে এল মিলার। ভেতরে ঢুকে একটা এম-সিক্সটিন ও চারটে ম্যাগাজিন নিয়ে বেরিয়ে এল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে জঙ্গলের দিকটা দেখাল। উপত্যকার কিনারা থেকে বনভূমিতে প্রবেশ করল ওরা। পথ দেখাচ্ছে রানা। ঘুর পথ ধরে ড. সিজার্সের তাঁবুর পিছনে চলে এল ওরা। একটু খুঁজতেই পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। মনে হলো কেউ একজন খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে গেছে এখান দিয়ে।

'ড. সিজার্স পায়ে আঘাত পেয়েছেন, কিংবা স্ট্রোক-এর কোন লক্ষণ দেখেছ?' জানতে চাইল রানা।

'শেষবার যখন দেখি তখন তো ভালই হাঁটতে পারছিলেন। তাঁকে হয়তো জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

মাথা নাড়ল রানা। চিল্ডার্স শটগানের সিলেক্টর ফুল অটোতে ঠেলে দিল। 'আশপাশে সম্ভবত ব্যাকআপ আছে মেয়েটার। তার কাছে ছোট একটা রেডিও দেখেছি, কিন্তু চেক করার কথা একবারও ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে, ওটা সম্ভবত টু-ওয়ে রেডিও। মি. ট্রেজারার কেজিবির টাকা খেয়েছে, এই মেয়েটাও হয়তো কেজিবি।'

'তাহলে তো তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরতে হবে,' এফবিআই এজেন্ট মিলার বলল। 'নাকি এরই মধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে?'

'তাঁবু থেকে কতক্ষণ আগে বেরিয়েছে আন্দাজ করতে পারো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি তাকে তিন ঘণ্টা আগে শেষবার দেখেছি।'

'ভাগ্যগুণে যদি ধরতে পারি,' বলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা।

আধ ঘণ্টা পর পাহাড়ের নিচে পৌঁছুল ওরা, তারপর বাঁক ঘুরে ছোট ও খোলা একটা উপত্যকায় পা রাখল। দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। রানার ইঙ্গিতে বিশ গজ সরে গেল মিলার, তারপর একটা ফাঁকা জায়গার দিকে সাবধানে এগোল। আরেক দিক থেকে রানাও এগোচ্ছে। পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে ওরা, প্রয়োজনে হাত-ইশারায় সঙ্কেত দিচ্ছে, কান

পাতার সময় নিচু করে রাখছে মাথা।

একটা কাশির আওয়াজ শুনল রানা। মিলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিঃশব্দে কাশি দেয়ার অভিনয় করল। আবার এগোল দু'জন। ফাঁকা জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও পঁচিশ গজ পার হলো ওরা, রানা দেখল সামনে এক লোক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর দিকে পিছন ফিরে। লোকটা শিকারী হতে পারে। তবে আরও কয়েক পা এগোতে তার হাতে একটা সাবমেশিন গান দেখা গেল। লোকটার ঘাড়ে চিল্ডার্স-এর মাজল চেপে ধরল রানা।

'চুপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল ও। 'আওয়াজ করলেই খুলি উড়িয়ে দেব।'

মিলার এম-সিক্সটিন বাগিয়ে ধরে চারপাশে নজর রাখছে।

লোকটাকে নিরস্ত্র করে সামনে চলে এল রানা। ত্রিশের কোঠায় বয়েস, ধরা পড়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করল ও। তাকিয়েই আছে লোকটা, জবাব দিচ্ছে না। এক পা পিছিয়ে তার মাথায় চিল্ডার্স তাক করল ও। 'শেষ বার। কোথায় ওরা?'

'সামনে···দুশো গজ সামনে!' বোবার মুখে কথা ফুটল।

'কারা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ক'জন?'

'তিনজন,' চিল্ডার্সের মাজলের দিকে চোখ রেখে জবাব দিচ্ছে লোকটা। 'পাইলট, একটা মেয়ে আর একজন সায়েন্টিস্ট।'

'দুশো গজ সামনে একটা হেলিকপ্টার আছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'এখুনি রওনা হবে।'

'তুমি কে? কেজিবি এজেন্ট?'

'কি বলেন! আমি লোকাল ট্যুরিস্ট গাইড। এই উপত্যকা খুঁজে দেয়ার জন্যে ওরা আমাকে ভাড়া করে, তারপর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে পাহারা দিতে বলে।'

'হয়তো,' বলে নাইলন কর্ড দিয়ে লোকটার হাত ও পা এক করে বাঁধল রানা। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, কেউ না কেউ তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। তা না হলে তিন হপ্তার মধ্যে না খেতে পেয়ে মারা যাবে এখানে।'

আবার এগোল ওরা, আগের মতই আলাদাভাবে।

রানা জানে হেলিকপ্টারের ঠাণ্ডা এঞ্জিন গরম হতে সাধারণত তিন মিনিট সময় নেয়। দু'জনেই ওরা ছুটছে। উরুর ব্যথাটা ছোরার কোপ মারছে যেন, তবু গ্রাহ্য করছে না রানা। জোরে ছোটার জন্যে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা, তারপরই দেখতে পেল সামান্য একটু উঁচু জমিনে বসে রয়েছে যান্ত্রিক ফড়িংটা।

'ট্রেইল অ্যাসেম্বলি আর এঞ্জিনে গুলি করো,' মিলারকে নির্দেশ দিল রানা। 'সাবধান, টেক-অফ করতে পারলে নাগালের বাইরে চলে যাবে।'

তখনও ওরা পঞ্চাশ গজ দূরে, ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে শুরু করল হেলিকপ্টার। দূরত্ব আরও একটু কমিয়ে এনে চিল্ড্যার্স তুলল রানা। যেখানে-সেখানে গুলি করলে ড. সিজার্স আহত হতে পারেন, এমন কি মারাও যেতে পারেন, কাজেই সে ঝুঁকি নেয়া চলে না। রানা প্লেক্সিগাস বুদ্বুদে গুলি করল, মাত্র এক রাউন্ড।

মিলারের এম-সিক্সটিন থেকে এক পশলায় চার রাউন্ড ছুটল, সে লক্ষ্যস্থির করেছে মেইন এঞ্জিনে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। কপ্টার এখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে, ট্রিগার থেকে আঙুলের চাপ না কমিয়ে পরপর তিনটে গুলি করল ও, সবগুলো এঞ্জিন লক্ষ্য করে।

কিন্তু হেলিকপ্টার এখনও ওপরে উঠছে।

অস্ত্রটা একদিকে কাত করে ধরল রানা, আরও তিন রাউন্ড গুলি করল। মেইন এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল বুলেট। এম-সিক্সটিনে নতুন একটা ম্যাগাজিন ভরল মিলার।

গুলি করেই আবার ছুটল রানা। দূরত্ব এখন মাত্র দশ গজ। ছ'টা গুলি করল সরাসরি এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে। কর্কশ, বেসুরো আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। রোটরের ঘোরা মন্থর হয়ে এল, তারপর থেমে গেল। কয়েক হাত ওপর থেকে ধপ করে নিচে পড়ল হেলিকপ্টার।

'দরজা খোলো!' গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল রানা। 'তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এক সঙ্গে নয়, একজন একজন করে বেরিয়ে এসো।' হেলিকপ্টারের গায়ে গা ঠেকিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ড. সিজার্সের কোন ক্ষতি হলে সবাই তোমরা মারা যাবে।'

ভেতর থেকে কেউ কোন সাড়া দিল না। তারপর হঠাৎ করে খুলে গেল দরজা। রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এলেন ড. সিজার্স। দেখে কে বলবে তিনি অসুস্থ!

'জেন্টেলমেন, সময়মত এসে পৌঁছানোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। বারবার বলছি, কিন্তু ওরা আমার কথা কানে তুলছে না—এই ফ্লাইটের টিকেট আমি কাটিনি!'

দরজায় এরপর দেখা গেল লম্বা, সুগঠিত একজোড়া পা। সাবরিনা। তার বাম কনুইয়ের ওপর একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। 'হোয়াট আ সারপ্রাইজ, সাবরিনা!' রানা যেন হতবাক।

'এই তোমার শটগান, রানা? একটা শটগান থেকে এত বুলেট বেরোয়?'

'তোমাকে দেখছি আঁচড় লেগেছে,' বলল রানা। 'পাইলট কোথায়?'

'মারা গেছে। তোমার বুলেট তাকেও আঁচড়ে দিয়েছে। ড. সিজার্সকে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলাম, তা না হলে উনিও মারা যেতে পারতেন।'

'ধন্যবাদ, সাবরিনা। হাতের ব্যাগটা ফেলে দাও, প্লীজ। উনি মারা গেলে তোমরাও একটা এমআইআরভি ভেহিকেল চিরকালের জন্যে হারাতে।'

রানার নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করল সাবরিনা।

রানাকে পাশ কাটিয়ে কপ্টারে উঠল মিলার। একটু পরই বেরিয়ে এসে

বলল, 'হ্যাঁ, পাইলট সত্যি মারা গেছে। মি. রানা, চলুন এদেরকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাই এবার।'

'এখুনি নয়,' বলল রানা। 'খানিক বিশ্রাম নেয়ার পর। সবাই গাছের ছায়ায় চলো। ওখানে বসে রেডিওতে জেনারেলকে জানাও সব।' ড. সিজার্সের দিকে তাকাল ও। 'ডক্টর, আপনি সুস্থ তো? আপনার পায়ের দাগ অনুসরণ করেই এখানে পৌঁছেছি আমরা।'

এক গাল হাসলেন বৃদ্ধ। 'আমার এই চালাকিটা ওরা ধরতে পারেনি। তাঁবুতে বেশ ভালই ছিলাম। নার্স নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। আমি কিছু সন্দেহ করিনি। সব কথা খুলেই বললাম তাকে। আমার ছাত্র চৌধুরী খায়রুল কবির প্রতিভা হলেও, আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশুই সে। ফ্লপি ডিস্কটা হাতে পেয়ে ভাবল আর কিছু তার দরকার নেই। কিন্তু আমি যে বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে ওই ফ্লপি ডিস্কে রাজ্যের আবর্জনা ভরে লুকিয়ে রাখার ভান করেছিলাম, তা তো আর তার জানার কথা নয়। ব্যস, আমার এই কথা শুনেই নার্স হয়ে গেল কেজিবি এজেন্ট! অস্ত্র দেখিয়ে তাঁবুর পিছন দিয়ে বের করে আনল আমাকে। আমিও হার্ট অ্যাটাকের অভিনয় শুরু করলাম, বললাম ডান দিকটায় কোন সাড়া পাচ্ছি না। আসলে আপনাদেরকে সময় পাইয়ে দেয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে আমার নিজেরও খানিকটা সময় পাবার দরকার ছিল।'

'পেয়েছেন কি?'

'গুড লর্ড, ইয়েস!' হেসে উঠলেন ড. সিজার্স। 'যখন বুঝলাম নার্স আসলে কেজিবি এজেন্ট, সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করলাম না। আমরা ওদের এমআইআরভি ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে চড়া মূল্য আদায় করব। আমি আশা করছি, খুব শিগ্‌গির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসার সুযোগ হবে আমার। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে, তাঁকে আমি মহাশূন্য থেকে সমস্ত মিসাইল নামিয়ে আনতে রাজি করাতে পারব। এটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সত্যি আমি কোন আইন ভেঙেছি কিনা, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

'অন্তত জনসমর্থন পেতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না,' বলল রানা। 'আপনি একটু চেপে থাকুন, এখুনি কাউকেই অ্যাকসেস কোড জানাবার দরকার নেই। সব কিছু আস্তে-ধীরে ঘটুক। আশা করি প্রেসিডেন্ট ব্যাপারটা উপলব্ধি করবেন।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল মিলার। 'মি. রানা, রেডিও মেসেজ পাঠাবার সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে একটা অনুরোধ। সাবরিনার ব্যাপারে এখুনি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি বলতে চাইছি, ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন যদি করতেই হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আমিই তা করব। ঠিক আছে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল মিলার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল সে। 'আপনি যখন বলছেন, ঠিক আছে।'

'এখন ওর সঙ্গে একা কথা বলব আমি।'

'পাঁচ মিনিট,' বলল মিলার। 'যতক্ষণ জেনারেলের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাবরিনার একটা হাত ধরল রানা, তাকে নিয়ে হেঁটে এল ফাঁকা জায়গাটার কিনারায়, তারপর দু'জন একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল।

'তুমি জিতলে, রানা। আমি হেরে গেলাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না তুমি চেষ্টা করোনি। পরস্পরের প্রতিপক্ষ আমরা, তবু তোমার সাহস আর নিষ্ঠার আমি প্রশংসা করি, সাবরিনা।'

'মনে হচ্ছে কাকে যেন এই কথাগুলো আমিই বলেছিলাম,' বিড়বিড় করল সাবরিনা।

রানা চুপ করে থাকল। সাবরিনাও কিছু বলছে না।

তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে সে জানতে চাইল, 'তুমি কি আমাকে এফবিআই-এর হাতে তুলে দেবে?'

'আমার মাধ্যমে ওদেরকে তুমি দল বদলের প্রস্তাব দিতে পারো,' বলল রানা। 'তোমার মত একজন কেজিবি এজেন্টকে পেলে ওরা নাচতে শুরু করবে।'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল সাবরিনার ঠোঁটে। 'তুমি আমাকে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছ?'

'আমি কিছুই বলছি না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তোমার নিজের ওপর।'

'এ-প্রসঙ্গ থাক, রানা,' বলল সাবরিনা। 'আমাকে কি করতে হবে আমি জানি। এসো, অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি।'

'আমি শুনছি,' বলল রানা।

'কি বলেছিলাম মনে আছে? অনুরোধটা তুমি রাখবে তো?'

কথা না বলে সাবরিনার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আমি তোমাকে কোনদিন ভুলব না। তুমিও আমাকে মনে রেখো,' মনে করিয়ে দিল সাবরিনা।

সাবরিনার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। তারপর বলল, 'যাই সিদ্ধান্ত নাও, যদি মনে করো আমার সাহায্য দরকার–পাবে। ওদেরকে বলে রাখব, ওরা আমাকে খবর দেবে।'

'ধন্যবাদ, রানা,' বলল সাবরিনা। 'চলো, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

গুঁড়ি ছেড়ে সিধে হলো রানা, পা বাড়াল, চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে আছে। সাবরিনা পিছিয়ে পড়ল।

হঠাৎ খেয়াল হতে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। সাবরিনা পাঁচ ফুট পিছিয়ে পড়েছে। অকস্মাৎ নিজেকে বোকা আর অপরাধী বলে মনে হলো রানার, উপলব্ধি করল ক্ষমার অযোগ্য গাফলতি করে বসেছে–সময় ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সাবরিনাকে সার্চ করেনি।

পিস্তলটা সম্ভবত জিনসের বেল্টে গোঁজা ছিল, এখন সেটা সাবরিনার হাতে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ বিষণ্ন এক চিলতে হাসি।

'না, প্লীজ!' চিৎকার করতে চাইলেও, রানার গলা থেকে অস্ফুট আওয়াজ বেরুল।

যেন এই অনুরোধ শোনার অপেক্ষাতেই দেরি করছিল সাবরিনা, এবার ট্রিগার টেনে দিল সে। ইতিমধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে রানা, তবে শুধু শরীরটার পতন ঠেকাতে পারল, কপালের পাশে খুলি আগেই ফুটো হয়ে গেছে।

'সত্যি আমরা কিন্তু ভাল বন্ধু হতে পারতাম,' সাবরিনার মাথাটা কোলে নিয়ে ঘাসের ওপর বসল রানা, জানে ওর কথা শোনার জন্যে এ জগতে নেই সে।

***

মাসুদ রানা

শয়তানের দোসর

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাঝরাতে অকস্মাৎ মস্কোর আকাশ দিনের মত আলো হয়ে উঠল। আট ঘণ্টা পর একই ধরনের আলোর বিস্ফোরণ ঘটল ওয়াশিংটনেও। ড. সিজার্স দুই রাজধানীর পঁচিশ হাজার মাইল উপরে হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিয়েছেন।
গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আরিজোনায় ছুটে এল মাসুদ রানা। শুরু হলো কেজিবির সঙ্গে দ্বন্দ্ব।

সেবা বই
প্রেম বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০